[illegible]

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.



শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

কুশধ্বজ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
ভাণ্ডারী-অপেরা, নট্ট কোম্পানী ও নবদ্বীপ সাহার
যাত্রাদলে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৪২ সাল।

[মূল্য ১৷৷০ টাকা।

ভূমিকা

কুশধ্বজ জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়; চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতির নরমেধ-যজ্ঞে এই কুশধ্বজ যজ্ঞ-বলিরূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। মহারাজ যযাতি চন্দ্রবংশীয় পঞ্চম নৃপতি—মহারাজ নহুষের পুত্র। ইনি পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া বিগতজীবন পিতার অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য নরকভোগের সংবাদ পাইয়া তাঁহার উদ্ধারের জন্য গুরুর আদেশে নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক উল্লিখিত ভক্ত ব্রাহ্মণবালক কুশধ্বজকে বলি দিতে উদ্যত হইলে তথায় নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া কুশধ্বজকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিগতজীবন নহুষের প্রেতাত্মার মুক্তিবিধান করিয়াছিলেন।

নহুষের প্রেতাত্মা হইয়া শূন্যে শূন্যে বহু ক্লেশ উপভোগ করিবার একমাত্র কারণ ছিল তাঁহার প্রতি মহর্ষি অগস্ত্যের নির্ম্মম অভিশাপ। একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের গাত্রে পাদস্পর্শ ঘটায় তাঁহার শাপে নহুষকে অজগর সর্প হইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইতে হয়; এই সর্পযোনি হইতে তাঁহাকে প্রেতযোনি লাভ করিতে হয়। নহুষের প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য মহর্ষি অগস্ত্য দৈবাদেশে মহারাজ যযাতির প্রতি নরমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আদেশ করিলে যজ্ঞ-বলিরূপে ব্রাহ্মণসন্তান অষ্টমবর্ষীয় কুশধ্বজকে ক্রয় করিয়া আনা হয়। কুশধ্বজ ভক্তির অবতার; নারায়ণ সেই ভক্তের ডাকে বলিদান প্রতিহত করিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করেন এবং নহুষের প্রেতাত্মা দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। আমার কুশধ্বজের ইহাই মূল আখ্যান।

নাট্যামোদীগণের আগ্রহাতিশয্যে "কুশধ্বজ" নাটক মুদ্রিত হইল; আশা করি, সাধারণের কাছে "কুশধ্বজ" অনাদৃত হইবে না। ইতি—

ঝুলনযাত্রা। সন ১৩৪২ সাল। } **গ্রন্থকার**

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম, এ, প্রণীত

লীলাবসান

[গণেশ-অপেরা-পার্টির দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয়।]

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ—বলরামের তীর্থযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র শাম্বের উচ্ছৃঙ্খলতা—বালখিল্য মুনির অভিশাপ—যদুবংশের উপর শাম্বপত্নী লক্ষণার বিষোদ্গীরণ—অনার্য্যরাজ জরার দ্বারকা আক্রমণ—যদুবংশধ্বংস—শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ প্রভৃতি। সেই চন্দন, কৌটিল্য, গায়ত্রী দুর্গামণি, দুর্লভ প্রভৃতি সবই আছে। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

পুণ্যবল

[আর্য্য অপেরায় সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।]

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভীষণ দ্বন্দ্ব—অহিচ্ছত্রাধিপতি সুমদের বিরুদ্ধে চন্দক ও বলাদিত্যের ভীষণ ষড়যন্ত্র—রাজভ্রাতা কুমদের বিদ্রোহ—সুমদের শক্তি-সাধনা—বিশলার মোহে অশোকার প্রতি কুমদের উপেক্ষা—রাজমহিষী করুণার সারল্য—কুমদের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—মঙ্গলের অদ্ভুত প্রভুভক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। অল্প লোকে অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পণমুক্তি

[বাণী-অপেরা-পার্টিতে যশের সহিত অভিনীত হইতেছে।]

কশ্যপপত্নী কদ্রু ও বিনতার মধ্যে পণরক্ষা—বিনতার দাসীত্ব গ্রহণ—কদ্রুর ভীষণ প্রতিহিংসা—নাগরাজ বাসুকীর ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—কদ্রু কর্ত্তৃক নাগবংশ ধ্বংসের অভিশাপ প্রদান—নাগভগ্নী কারুর মহান্ আত্ম-ত্যাগ—গরুড়ের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ ও পরাজয়—স্বর্গ হইতে গরুড়ের অমৃত আনয়ন ও বিনতার দাসীত্বমোচন প্রভৃতি। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ টাকা।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ, প্রণবজ্যোতি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অনুরাগ, জয়, বিজয়।

যযাতি	...	...	চন্দ্রবংশীয় রাজা।
নহুষের প্রেতাত্মা	...	...	ঐ পিতা।
ভদ্রবল	...	...	ঐ মন্ত্রী।
মান্দারণ	...	...	ঐ সেনাপতি।
শর্ম্মানন্দ	...	...	ঐ সভাবান্ধব।
অগস্ত্য	...	...	ঐ কুলগুরু।
বিপ্রদণ্ড	...	...	অগস্ত্যসৃষ্ট অভিশাপ।
রাঘবসেন	...	...	ভদ্রবলের পুত্র।
সিদ্ধার্থ	...	...	জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কুশধ্বজ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
রতনদত্ত	...	...	কুশিদজীবী।
নেড়ু	...	...	শর্ম্মানন্দের পুত্র।
গন্ধরাজ	...	...	সৌখিন নর্ত্তক।

ঘোষযন্ত্রবাদক, যমচরগণ, ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ, শিষ্যগণ, স্তাবকগণ, নগরবাসীগণ, নারায়ণের সহচরগণ, মায়া-কুশধ্বজগণ, দেহরক্ষীদ্বয়, প্রহরীদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

লক্ষ্মীময়ী	...	...	সিদ্ধার্থের পত্নী।
চন্দ্রাবতী	...	...	গণিকা।
নবগঙ্গা	...	...	রতনদত্তের মাতা।

রঙ্গিণীগণ, প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

কুশধ্বজ



প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গোলোকধাম—দ্বারদেশ।

নারায়ণ, জয় ও বিজয়।

নারায়ণ। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য।
রে জয় বিজয়!
অনন্ত কার্য্যের স্রোতে তৃণখণ্ড সম
নির্ব্বিকারে নির্ব্বাক ভাসিয়া চল।
কর্ম্মকাণ্ড ল'য়ে আমি যাবো আগে,
মধ্যে রবে কর্ম্মযুগ—তোরা যাবি
সহযাত্রী সাথে কর্ম্ম লক্ষ্য করি।
আমি আলো দেখাইব,
তোরা যাবি আলোকে সুপথে;
আমি গাহিব সঙ্গীত,
তোরা রসটুকু ছেঁকে নিবি তার;
আমি শঙ্খ বাজাইব—
তোরা শঙ্কাশূন্য উদ্যমে চলিবি।

কার্য্য—বহু কার্য্য !
অভিশপ্ত নর বৈকুণ্ঠে পশিতে চায়—
লক্ষ্য তার,আমার করুণা !
রে জয় বিজয় !
যদি করুণা করিতে হয়—
আজ নয় ; প্রেতাত্মা উদ্ধারে
বহু কার্য্য সাধিতে উচিৎ।
সাবধানে রক্ষা কর দ্বার, আমি রবো
অন্তরালে ; যেন নাহি মিলে
কণা শক্তি পশিতে বৈকুণ্ঠধাম।
আসে ওই প্রেতাত্মা নহুব .
রহ সাবধানে ! ধরিলাম
প্রণব-মূরতি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরা ;
শুধু দেখে যাক্ প্রণব-মূরতি,
নিয়ে যাক্ মুক্তির বিধান—
কিসে পাবে স্থান বৈকুণ্ঠ-নিবাসে।

গীতকণ্ঠে প্রণবজ্যোতিঃ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রবেশ ; নারায়ণ জ্যোতিঃতে মিশাইয়া গেলেন।

সকলে।—

গীত।

মহাপ্রাণ প্রণব গীত শান্তি পথে।
শোনো প্রীতি-মন্ত্র গোলোক তন্ত্র
পুলক আলোক পুণ্যমাথে॥

গাহ বীজ-গীতি লহ মোক্ষ-রীতি,
এসো প্রেম-অনুরাগে মুক্ত বীথি,
দেখ অতুল রাতুল শুদ্ধ ভাতি,
সুরথে সুরতি এসো হে রথে॥
রাজে কান্তি মনোহর নিত্য সদা,
শঙ্খ পদ্ম চারি চক্র গদা,
চারিবর্গপ্রদীপ্ত সুফলপ্রদা
নির্ম্মল মঙ্গল মুক্তিপথে॥

নহুষের প্রেতাত্মার প্রবেশ।

নহুষ। ওই বিমল প্রণবজ্যোতিঃ
মহাপ্রণ আদি বীজ ওঁকার পীযূষ!
চারিধারে সুধা ক্ষরে; নবরূপে
নবভাবে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে!
লোভে অনুরাগে আকুল অন্তর;
কহে নিরন্তর—শুভঙ্কর
মুক্তিদাতা নিকটে আমার!
রূপ তার জ্যোতির্ম্ময়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
ওগো চিত্তহারী বৈকুণ্ঠবিহারী!
বৈকুণ্ঠে পশিব—কোন্ পথে যাবো?
কোন্ পথে নেহারিব শ্রীপতিচরণ?

জয়। সাবধান! কোথা যাও?
নাহি অধিকার পাপী বা তাপীর
চলিবারে বৈকুণ্ঠ-নিবাসে।

নহুষ। পাপী আমি?

জয়। পাপী—মহাপাপী তুমি,
তালিকা না হয় পাপের তোমার!

নহুষ। হেন পাপে পাপী আমি,
নাহি মুক্তি মোর?
ও রে, বড় জ্বালা পাই,
যন্ত্রণার শেষ নাই প্রেতের ভবনে,—
দেখ, বিক্ষত এ অঙ্গ
অবিরাম প্রহারের ঘায়;
তাই উপনীত বৈকুণ্ঠের দ্বারে
বৈকুণ্ঠপতির চরণ স্মরিয়া।
আছে বহু আবেদন—
শুনাইব বৈকুণ্ঠপতিরে;
কব' তাঁরে, অনুতপ্ত আমি—
প'ড়ে রবো বৈকুণ্ঠের দ্বারে
সার তীর্থ মুক্তিনাথপদে।

জয়। রহ স্থির নীরব নিস্পন্দ!
বিশ্রামপ্রয়াসী মুক্তিনাথ নিদ্রাগত,
বিশ্রামে তাঁহার বিপত্তি না আনো।

নহুষ। বিশ্রাম? মুক্তিনাথ নিদ্রা-অভিভূত?
এই তাঁর নিদ্রার সময়?
দ্বারে তাঁর আর্ত্তের চীৎকার,
প্রেতের নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে
পীড়িতের ক্ষত অঙ্গ কাতর নিস্পন্দ,

খাদ্য নাই, নিদ্রা নাই,
তৃষ্ণায় পানীয় নাই,
আর মুক্তিনাথ অভিভূত মহানিদ্রাকোলে
মুক্তিদানে বিস্মৃত হইয়ে ?
সাম্রাজ্য তাঁহার, তাঁরই সৃষ্ট জীব,
তাঁরই দেওয়া কর্ম্ম কর্ম্মফল,
তিনি আজ এত উদাসীন ?
নাহি শক্তি নাহি অবসর তাঁর
ফিরিয়া চাহিতে মুক্তিকামী প্রপীড়িত
প্রহারিত ব্যথিত আর্ত্তের প্রতি ?
ছাড় দ্বার বৈকুণ্ঠের দ্বারী !
দেখি ভাঙ্গে কি না ভাঙ্গে
কপটীর কপট নিদ্রার ভান !
ছাড়—ছাড় দ্বার—

জয়　　অনুমান বিবাদপ্রয়াসী তুমি
বৈকুণ্ঠবিহারী সনে !
লম্পট যে জন প্রেতাত্মা দুর্জ্জন,
নাহি সাজে তার কোনো আলোচনা
কর্ম্মপ্রিয় শ্রীবিষ্ণুর কার্য্য-কারণের !
ত্যজ ত্বরা বৈকুণ্ঠের দ্বার,
নহে শাস্তি পাবে যথারীতি
শান্তিভঙ্গ হেতু শান্তিপ্রিয় শ্রীপতির ।

নহুষ ।　　দে—দে, কত শাস্তি দিবি !
প্রেতপতি-অধিকৃত

ভয়ঙ্কর নরকের শাস্তি হ'তে
ভীষণ কঠোর কি বৈকুণ্ঠের দ্বারীর প্রহার ?
বিনা নয়নের মনি বিষ্ণুদরশন
ত্যজিব না পুণ্যময় বৈকুণ্ঠদুয়ার !
আন অস্ত্র অস্ত্রাগার হ'তে,
আন ধনুর্ব্বাণ ডাঙ্গস কৃপাণ
ভল্ল আদি নানা অস্ত্র যা'চা পাও—
শাস্তি দাও পাতকী নহুষে !
তবু প্রতিজ্ঞা আমার—
না হেরিলে শ্রীনিবাসচরণ যুগল
বৈকুণ্ঠতোরণে আকুল-রোদনে
প'ড়ে রবো আশায় অনন্ত কাল !

জয়। তবে যোগ্য শাস্তি তব বেত্রাঘাত !
ওরে প্রেত—ওরে পাপী—

[জয় ও বিজয় নহুষকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল ।]

নহুষ। এখনো কি নিদ্রিত মাধব ?
এখনো নীরব তুমি ?
বিশ্রাম-আসন কাঁপে নি তোমার ?
ভাঙ্গিবে না সুখ-নিদ্রা ?
আহত পীড়িত আর্ত্ত হ'য়ে কৃপাপ্রার্থী
দ্বারে তব কৃপা ভিক্ষা করে,
মায়াহীন নির্ম্মম অন্তরে
দ্বারী তব করে বেত্রাঘাত—
ঝরে আঁখিনীর আর্ত্তের নয়নে !

জ্বালায় অস্থির—তবু স্থির তুমি
বৈকুণ্ঠভবনে সুখের শয়নে ?
আর্ত্ত-আবাহনে
কবে কোন্ যুগে অলস-নিদ্রায়
নীরব সহনে কাটায়েছ কাল ?
নিদ্রা ত্যজি জাগ জাগরণ-ব্রতধারী !
অপালনে সৃষ্টি যায়—
দূর হয় নিয়ম শৃঙ্খলা !
নির্য্যাতনে আর্ত্ত অভাজন কৃপাপ্রার্থী
কৃপা কর সত্য কৃপাময় !

জয়। পাপীর কারণ নহে বৈকুণ্ঠসৃজন ;
পাপীর আবাসভূমি—প্রেতের তাণ্ডব
নৃত্য যথা, নাহি যথা তিলেক আশ্রয়
আলো জল বাতাসের, সেই—
চিরান্ধকার নরকে আশ্রয় তোমার !

নহুষ। ওরে দ্বারী ! বিষম তাড়না—
অসহ্য যাতনা নিরবধি নরক ভিতরে !
অতি ভয়ঙ্কর রাক্ষস-আকারে
কশাকরে ফিরে যম-দূত—
সহর্ষ-হুঙ্কারে অবিচারে করে নির্যাতন !
কভু বৃশ্চিকদংশন,
কভু রক্ত-আঁখি ঘূর্ণিতলোচন
নারক, দুর্জ্জন নির্ম্মম আচারে করে
প্রজ্বলিত লৌহ-দণ্ডাঘাত,

কভু সবিক্রমে
কণ্টকের ঘায় করে অচেতন,
কভু করি আকর্ষণ ফেলে সর্পমুখে,
কভু সারমেয় সারি সারি
সাগ্রহে চিবায় কায়!
বিন্দু বারি না মিলে তৃষ্ণায়,
অন্ধকার—তায় দুর্গন্ধে পূরিত,
অতি ভয়ঙ্কর—যন্ত্রণার পূর্ণ রঙ্গভূমি!

জয়। কর্ম্মফল—কর্ম্মফল!
সেই প্রাপ্য তব—সেই যোগ্য স্থান।

নহুষ। সত্য বটে কর্ম্মফলে পাপী আমি,
কিন্তু ত্রাণকর্ত্তা নাহি কি দুঃখের?
কিসে তবে শ্রীচৈতন্য তিনি,
কিসে তাঁর মুক্তিনাথ নাম,
কিসে তিনি আর্ত্তের আশ্রয়?
থাকে যদি কেহ এ সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা
ত্রাণকর্ত্তা মুক্তিনাথ,
তবে বাধ্য তিনি মুক্তি দিতে
ত্রিতাপে তাপিত প্রেতাত্মা নহুষে
সত্যময় সত্তার প্রচারে তাঁর!
জাগিতে হইবে নিদ্রার আলস্য ত্যজি
মুক্তিনাথে পাপীর আহ্বানে।
জাগাও—জাগাও,
ডাক ত্বরা নিদ্রিত পরমেশ্বরে।

জয়। হেন উন্মত্ততা
দূর হবে নিষ্ঠুর প্রহারে—[পুনঃ প্রহার]

গীতকণ্ঠে অনুরাগের প্রবেশ।

অনুরাগ।—

গীত।

ওরে আঁখিনীরে আর নাই প্রয়োজন,
শুনেছে তোমার মর্ম্ম-বাণী।
ডাকার মত ডাক্‌লে তাঁরে
আকুলপরাণ চিন্তামণি॥
সে যে কাল-কালান্তক মুক্তি শান্তি
নিত্য সত্য নিরঞ্জন,
শত চন্দ্র সূর্য্য তারকানিকর
বিনয়ে নমিতে আকিঞ্চন.
সে যে চেতন দিতে শিব শবেতে
বিচক্ষণ পরশ-মণি॥
রইতে নারে প্রাণের ডাকে
অকিঞ্চনের নারায়ণ,
ভক্ত তাঁহার শক্ত হ'লে
ব্রত তাঁহার জাগরণ,
কর্ম্মতত্ত্বে সদাই চেতন
শান্তিপ্রদ মণিখনি॥

প্রস্থান।

নহুষ। জীবত্রাতা জাগরণ-ব্রতধারী
পাপহারী মুক্তিনাথ ওই তো জাগ্রত!

এই তো শুনালেন জাগ্রত সঙ্গীত তাঁহার,
এই তো পেয়েছি তাঁর অমিয় আশ্বাস-বাণী !
ওরে দ্বারী ! মুক্ত কর রুদ্ধ দ্বার,
মুক্তিনাথ করেছেন কৃপা ।
[শঙ্খ শঙ্খধ্বনি করিলেন ।]
ওই শুন আবাহন তাঁর —
মঙ্গলপ্রচারে শঙ্খের নিনাদ !

নারায়ণ । [অলক্ষ্য হইতে]
শুন শুন প্রেতাত্মা নহুষ !
নহে ইহা সিদ্ধি-শঙ্খনাদ,
জেনো মাত্র কর্ম্মের সন্ধান ;
কর্ম্মসিদ্ধ নাহি হ'লে
না পারিবে বৈকুণ্ঠে পশিতে ।
নহ তুমি জগতের জীব,
তাই কর্ম্মপ্রথা স্বতন্ত্র তোমার ;
দেহহীন, তবু তুমি পাপের আধার !
পাপে তব শূন্যে শূন্যে কাঁদিয়া ফিরিবে,
নাহি হবে পাপমুক্ত যতকাল ।
যাও যদি বৈকুণ্ঠে পশিতে,
মহাযত্নে বহু কার্য্য সাধিতে উচিৎ ।

নহুষ । কহ, কিবা কর্ম্মপ্রথা ?
তত্ত্ব তার জ্ঞাত যদি তুমি,
জানাও সন্ধান দিয়ে দরশন !

নারায়ণ । মহাপাপে স্বলোকে বঞ্চিত ;

হ'য়ে পুণ্যচ্যুত বিঘ্ন গ্রহ বিপত্তি তোমার !
বিনা গ্রহশান্তি না মিলিবে মম দরশন ।

নহুষ । তুমি---তুমি তবে
সর্ব্বজ্ঞ মহান্ প্রভু নারায়ণ ?
ওহে ব্যথাহারী ভগবান !
ইঙ্গিতে তোমার বিশ্বের অস্তিত্ব,
কহ মুক্তিনাথ !
স্বলোকবঞ্চিত ভাগ্যহীন আমি
কবে---কত দিনে---
কোন্ কার্য্য সমাধানে
পাপমুক্ত হ'য়ে স্বলোকে পশিব ?

নারায়ণ যত দিন ভাগ্যহীন রবে,
পাপমুক্ত নাহি হবে তত দিন---
মতিহীন পুত্র তব অনুতাপে হইয়া তাপিত
পাপমুক্ত নাহি হয় যত দিন !

নহুষ । একি শুনি বৈকুণ্ঠবিহারী !
পুত্র হ'তে পুণ্যচ্যুত আমি ?
দিবাযামী শূন্যে ভ্রমি তৃষ্ণায় কাতর,
নিরন্তর আশ্রয়বিহীন,
ত্রাণকর্ত্তা পুত্রের পাপেতে ?
কহ হে সর্ব্বজ্ঞ ! কোন্ অজ্ঞান আবেশে
কোন্ পাপে লিপ্ত পুত্র মোর---
পাপে যার পিতা তার
অনিবার প্রেতরূপে ফিরে ?

যাহে বৈকুণ্ঠের পথে
হুঙ্কারিয়া দণ্ডধর আটকে আমারে—
পশিতে না দেয় আশার দুয়ারে
নিরখিতে শান্তির উজ্জ্বল মণি
শ্রীপতির রাতুল চরণ ?

নারায়ণ। পাপী তুমি নিজ কর্ম্মদোষে—
অগস্ত্যের শাপে ভুঞ্জ ফল তার ;
পিতৃশাপে পাপী পুত্র
পিতৃশ্রাদ্ধ নাহি করে সম্পাদন,
তাই তব মুক্তি নাহি হয়।
অগস্ত্যের অভিশাপে—করহ স্মরণ –
হিংসাময় সর্পযোনি করেছিলে লাভ ;
সেই সর্পযোনি হ'তে
দেহপাতে প্রেতাত্মা এখন !
হেন প্রেতযোনি হ'তে নাহি মুক্তি
অগস্ত্যের সাগ্রহ করুণা বিনা।
বিনা অগস্ত্যের অনুষ্ঠানে বিবাহ-বন্ধনে
পুত্র তব বদ্ধ নাহি হয় যত দিন,
যত দিনে যযাতি-ঔরসে
পুন্নাম-নরকত্রাতা পুত্র-রত্ন
জন্ম নাহি লয়, শত বাধাময়
তত দিন মুক্তিমার্গ তব !

নহুষ। নিদারুণ আক্ষেপের কথা,
হেন প্রথা সৃষ্ট যদি তব নহুষ-উদ্ধারে !

চাতকের মত ফিরিব নিয়ত
শূন্যে শূন্যে আকুলপরাণে
আশায় আশায় তৃষ্ণায় কাতর ?
ওগো মুক্তিদাতা ! ছুটিতে পারি না
আর লক্ষ্য করি আশা-মরিচীকা !
বাঞ্ছা যদি মুক্তি দিতে,
মুক্তি দেহ আশুগতি মিনতি চরণে ।

নারায়ণ । আরো আছে কার্য্য গুরুতর ;
বিশেষ বিধানে
অনুষ্ঠিতে হবে যজ্ঞ নরমেধ ।
যজ্ঞশেষে লভি পুণ্যফল
পুত্র তব হ'লে পুণ্যবান,
স্থান পাবে বৈকুণ্ঠ-আবাসে,
নহে শত আবেদনে
খুলিবে না বৈকুণ্ঠ-দুয়ার !

নহুষ । হে বিধাতঃ ! কহ—
হেন যজ্ঞ কিসে হবে সম্পাদন,
কিবা প্রয়োজন যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ?

নারায়ণ । অতীব সে কঠোর বিধান ;
দিতে হবে বলিদান অষ্টমবর্ষীয়
ব্রাহ্মণকুমার । মন্ত্রঃপূত শিশু
অকপটে অগ্নিকুণ্ডে দিতে হবে বিসর্জ্জন !
হ'য়ে ধর্ম্ম-অনুরাগী ক্রিয়াচারী হয় যদি
কুমার তোমার, সিদ্ধ হবে মনস্কাম ;

দিব দরশন সেই দিন
সন্ধিস্থলে কুতূহলে হ'য়ে উপনীত।
কায়াহীন প্রেতাত্মা তোমার
সেই দিন দৈবাধীনে দিব্যমূর্ত্তি ধরি
পুষ্পসুশোভিত দিব্য রথে চড়ি
মহানন্দে শান্তিময় বৈকুণ্ঠে পশিবে।
জিজ্ঞাসিও মুনিবরে যজ্ঞের বিধান --
হৃষ্টমনে দিবেন সন্ধান
এ যজ্ঞের সর্ব্ব তত্ত্ব যাহা কিছু প্রয়োজন।
এবে শুন মম আকিঞ্চন—
তিলেক না রহ বৈকুণ্ঠদুয়ারে ;
বিনয়-আচারে অচিরায় ত্যজ পুণ্যদ্বার।

জয়। যাও—যাও, অপেক্ষা না কর ;
বহু ভাগ্য তব, তাই পাপী হ'য়ে পশিয়াছ
বৈকুণ্ঠদুয়ারে, তাই লভিয়াছ মুক্তির বিধান
মুক্তিদাতা নারায়ণপাশে।
যাও, ত্বরা কর—
লঙ্ঘন না কর শ্রীবিষ্ণু-আদেশ।

নহুষ। ওরে দর্পী দ্বারী! হেন দর্প রবে না তোদের।
বিগতজীবন কায়াহীন এ ছায়ার সাধনায়
সুনিশ্চয় উন্মুক্ত হইবে বৈকুণ্ঠদুয়ার ;
আনতমস্তকে ছেড়ে দিতে হবে দ্বার
করি অভ্যর্থনা, এই কদর্য্য ছায়ার
দিব্যমূর্ত্তি হেরিবে যে দিন।

ঢেলে দিব একদিন স্বহস্তে আপনি ,
পুণ্য-পুষ্পাঞ্জলি শ্রীপতির রাতুল চরণে ;
বসি তাঁর সিংহাসনতলে
সে দৃশ্য দেখিবে—দেখাবো ।
ঐ প্রণবজ্যোতিঃ শোভিবে তখন
সুমোহন শ্রীবিষ্ণুশিয়রে ;
ওই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম
নেহারিব চতুর্ভুজে তাঁর ;
সেদিন আসিবে সত্যময় মর্ম্ম-আবাহনে,
সত্যের সন্ধানী জনে কাম্য-মুক্তি দিতে ।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সহ প্রণবজ্যোতিঃ গাহিল ।

গীত ।

শঙ্খ ইত্যাদি ।— তখন হাসিও মুক্তি-সোপানপথে ।
যত গর্ব্ব তোমার দম্ভপ্রচার শক্তির লীলা সাথে ॥

গীতকণ্ঠে প্রেতকিঙ্করগণের প্রবেশ ।

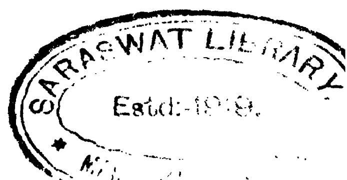
পূর্ব্ব গীতাংশ ।

প্রেতকিঙ্করগণ ।— তখন উঠিও নরক হইতে নরক-কীর্ত্তি নাশিয়া,
তখন জাগিও গরিমাপ্রচারে ধর্ম্ম-গীতি গাহিয়া,
শঙ্খ ইত্যাদি । — তখন সে দিন আসিও হেথায়,
প্রেতকিঙ্করগণ ।— হবে জয়—পাবে জয়,
শঙ্খ ইত্যাদি ।— মিলিবে সে দিন মূরতি মোহন পুণ্য-আশিস্‌সাথে ॥

[নহুষের প্রেতাত্মাকে লইয়া প্রেতকিঙ্করগণ চলিয়া গেল ; তৎপশ্চাতে প্রণবজ্যোতিঃ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের প্রস্থান ।]

নারায়ণ। রে জয় বিজয় !
কি দেখিলি—কি বুঝিলি ?
বপন করিনু কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ
কর্ম্মফল আশে,
কর্ম্মের সম্ভার করিতে বিস্তার ;
নরবলি নহেক উদ্দেশ্য,
মহান্ উদ্দেশ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।
শিক্ষা পাক্ জীবে কি সম্বন্ধ পিতা পুত্রে,
কেবা গুরু শিষ্য—
কিসে কেমনে আঁকিতে হয়
শিশুহৃদে পুণ্য-ধর্ম্মরেখা !
শিশুরূপী ধর্ম্মক্ষেত্রে গুরু-শিষ্যে,
পিতা-পুত্রে এক লক্ষ্যে ছুটিবে যখন,
মিলনের কর্ম্মক্ষেত্রে পুণ্যাশিস্‌হাতে
আমি যাবো শঙ্খ বাজাইতে ;
নহে নরবলি—নরত্রাণ অনুষ্ঠান মোর !

[সকলের প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

অগস্ত্যের আশ্রমসান্নিধ্য।

গীতকণ্ঠে বিপ্রদণ্ডের প্রবেশ।

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

শাপের মন্ত্রে জন্ম আমার শাপের মন্ত্রে বলীয়ান।
দ্বিজ ব্রহ্মবাণী সৃজিল অশনি করিতে ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান॥
মর্ম্মতাপে তাপিত জনে কাঁদাতে আমার মর্ম্ম কাঁদে,
কর্ম্ম আমার ধর্ম্মনাশে মগ্ন আমি পরমাদে,
আজি কর্ম্ম-ক্লান্তি করিতে শান্তি জন্মের যাচি অবসান॥
আমি নহুষে গড়েছি মহা অহি, ভ্রমিছে অসহ সহি,
বিষধর-ব্রতে হিংসার চিতে অনন্ত দাহনে দহি,
অহিদেহপাতে নরকের পথে প্রেতরূপধারী-প্রতিষ্ঠান॥

গীতান্তে আপনাকে একরূপ আবরিত করিয়া বিপ্রদণ্ড একখানি পতাকা খুলিয়া দাঁড়াইল, তাহাতে লেখা ছিল—

"অগস্ত্যের শাপে নহুষ প্রেতাত্মা।"

অগস্ত্যের প্রবেশ।

অগস্ত্য। একি! জ্বলন্ত অঙ্গার সম
একি দীপ্ত লেখা—
"অগস্ত্যের শাপে নহুষ প্রেতাত্মা।"

প্রাতঃ-সমীরণে নবছন্দে
বজ্র-লেখনীতে জীবন্ত মসীতে
কে রচিল হেন গাথা
অক্ষরে অক্ষরে আলেখ্য-আকারে ?
কে জাগালে অতীতের স্মৃতি
উড়াইয়া অকীর্ত্তি নিশান ?
কেবা তুমি স্মারক-পুঙ্গব ?
কি উদ্দেশ্যে পতাকাপশ্চাতে ?
দূরে ফেলি কাব্য-যবনিকা
এসো সম্মুখে আমার—দেহ পরিচয় !

[বিপ্রদণ্ড পতাকার আবরণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিল ।]

একি ? বিপ্রদণ্ড ! তুমি ?
মমসৃষ্ট অভিশাপ—তুমি ?
ধন্য তুমি কর্তা শক্তিমান !
শক্তিবলে নহুষ ভূপালে
অবহেলে হিংসাচারী ভুজঙ্গ সাজালে
নীচ কর্ম্মফলে তার !
খলপ্রথা নিয়ে বিষ দিয়ে
আত্মরুচিবশে বহু পাপ করেছে অঞ্জন ;
জাতিধর্ম্মে মহাপাপী প্রেতযোনি লভি
শূন্যে শূন্যে কাঁদিয়া বেড়ায়,
তাই করুণা দয়ায় আত্মকামনায়
প্রেতাত্মা-উদ্ধারে
অগস্ত্যের দ্বারে তুলিয়া নিশান

ব্যগ্রতায় করালে স্মরণ—
"অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ প্রেতাত্মা।"
কি বিচার আর—
এ তো যোগ্য শাস্তি তার !
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বেধেছিল বাদ,
হ'য়ে গেছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ,—
দর্পিত দাম্ভিকে ফেলিয়াছি পাতালগহ্বরে
সে তো বহু পুরাতন কথা,
কেন বৃথা অতীতের আলোচনা—
কোন্ স্বার্থে পতাকাধারণ ?
কীর্ত্তি-কর্ম্মে ব্যথিত অন্তর,
কিম্বা ক্লান্তিবশে মুক্তি নিতে সাধ ?
নহুষে দলিতে কিম্বা সাধ
উদ্ধারিতে প্রেতাত্মা নহুষে ?

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

দুইটী আমার প্রাণের কথা ধর গুরুর প্রাণ।
গুরু হ'য়ে গুরু শাপের কর অবসান॥
গুরু তুমি পিতার মত, শিষ্য সে যে পুত্র,
মৃত্যুতে সে মুক্ত নহে হ'লো প্রেতের চিত্র,
গুরু তুমি হও না মিত্র, মুক্তি কর দান॥

অগস্ত্য। সাবধান বিপ্রদণ্ড !
নহুষের মুক্তিকামী হ'য়ে
উদ্ধারসাধন তার নহে তব যোগ্য কার্য্য।

তপাচারী অগস্ত্যের কীর্ত্তি-সৃষ্টি তুমি !
বহু উপাদানে, বহু সাধনায়,
হৃদয়ের যন্ত্রণায় প্রমত্ত প্রথায়
শত নিঃশ্বাসের দীর্ঘ আবাহনে
ধ্যানে, জ্ঞানে, কল্পনায়, ক্রিয়া জল্পনায়
যত্ন-তুলিকায় এঁকেছি তোমায় !
মর্ম্ম-ক্রোধে জন্ম তব,
গড়া তুমি ব্রহ্ম-অংশে,
শক্তি তব তীব্র তেজ-জ্বালা,
প্রলয়সূচনা তব গৌরব-গরিমা
তুমি আজ শত্রুর কল্যাণে
তোমারি স্রষ্টার পাশে আনিয়াছ
অরাতির মুক্তি-অনুযোগ ?
মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি !
কোথা মুক্তি তার ?
নহুষের মুক্তি সেই দিন—
যেই দিন মমসৃষ্ট তুমি, শূন্যমার্গে
বাতাসে মিশিয়া আমাতে হইবে লীন ;
বিনা সময় সুযোগ মুক্তি নাহি পাবে,
সহজে না হয় মুক্তি করায়ত্ত।
যদি হয় প্রয়োজন,
এই মুক্তি-অনুষ্ঠানে ব্রহ্মলোক,
শিবলোক, গোলোকের আসন টলাবো—
আমি মাত্র উপলক্ষ হবো।

যাও—যাও বিপ্রদণ্ড !
নাহি হও ধর্ম্মদ্রোহী, আদিষ্ট কার্য্য
বাধ্য তুমি পালিতে আমার !

বিপ্রদণ্ড।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ধর্ম্ম তোমার শক্ত বড় আমি আত্মহারা,
পরের ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যায় চক্ষে অশ্রুধারা,
নামিয়ে দিয়ে মায়ার ভরা রক্ষা কর মান॥

[প্রস্থান।

অগস্ত্য। যোগাচারে সিদ্ধমন্ত্র আমি,
ব্রহ্মশক্তিবলে জয় মম চিরদিন ;
কিন্তু বিশ্বপট হ'তে মুছিবে না
নিপুণতায় অঙ্কিত চিত্র
'অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ প্রেতাত্মা।'
কি করিব ! নহুষের দুর্ভাগ্য অপার,
তাই অভিশাপে প্রাপ্ত হয় খল সর্পযোনি—
প্রেতযোনি জীবনান্তে তার !
সত্য বটে গুরু শিষ্য অগস্ত্য নহুষ —
অতুল্য সম্বন্ধ পিতা পুত্র সম,
তবু শাস্তিদাতা গুরু, শিষ্য শাস্তিভোগী।
নিতান্ত লজ্জার কথা—
পেয়ে ব্যথা, পিতার বাৎসল্য নিয়ে
করি নাই কল্যাণ-কামনা ! ভাবি তাই—
'অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ প্রেতাত্মা।'

ভীষণ এ কলঙ্ক আমার
কোন্ কর্ম্মে কিসে হবে দূর ?
কোন্ প্রতিবাদে জানাবো জগতে,
মাত্র অনুষ্ঠিতে শিক্ষার বিস্তার
নহুষের শাস্তি-অনুষ্ঠান ?
বুঝিবে না—বুঝিবে না কেহ
তত্ত্বভরা এ শিক্ষার প্রথা !
প্রেতাত্মার মুক্তি হেতু আমিও যে
লিপ্ত সাধনায়, কোন্ লক্ষ্যে
কে করে সন্ধান তার ?
রে প্রেতাত্মা নহুষ ! বিনা মুক্তি তব
অনুতাপ-বহ্নি হ'তে নাহি মুক্তি মম ।
তোমারি বেদন-জ্বালা অন্তর্দ্দাহ
বিশ্বপটে রেখেছে আঁকিয়া—
'অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ প্রেতাত্মা ।'

ধীরে ধীরে নহুষের প্রেতাত্মার প্রবেশ ।

নহুষ । পুনঃ বিধাতার বিশ্বপটে
অমর অক্ষরে হইবে অঙ্কিত
কীর্ত্তি সুমহান অপূর্ব্ব আদর্শ,
যদি পার মুনি গড়িবারে হেন অনুষ্ঠান—
যাহে নির্ব্বিবাদে খুলে যায় স্বর্গের দুয়ার,
প্রেতাত্মা নহুষ দিব্য মূর্ত্তি ধরি
দিব্য রথে চড়ি চ'লে যায় পুণ্য অমরায় ।

পার মুনি এ হেন কীর্ত্তিতে
সারা বিশ্বে বিস্মিত করিতে ?

অগস্ত্য। কে—কে, প্রেতাত্মা নহুষ ?
দূরে রহ—দৃষ্টির সীমার পারে !
কে পারে হেরিতে এ দৃশ্য ভয়ঙ্কর ?
অভিমানে স্ফুরিত নয়ন,
কঠোর জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ তাড়িত,
অশ্রুজলে বক্ষ ভেসে যায়,
ক্ষুৎপিপাসায় ব্যথিত ব্যাকুল,
ছায়া—তবু সর্ব্বাঙ্গে কায়ার সহন !
কহ ত্বরা, কিবা চাও ?
কিবা আশে উপনীত সম্মুখে আমার ?

নহুষ। সাধ শুধু হেরিতে নয়নে,
শাপদগ্ধ নহুষের প্রেতাত্মা দেখিয়া
দয়া মায়া স্নেহ পাসরিয়া,
আঁখি সরাইয়া কোন্ ছলে
পাষাণ সাজিয়া কত দূরে সরিয়া দাড়াবে ?
শাপ দিতে সিদ্ধহস্ত মুনি !
শাস্তি-নীতি ভুলি পার মুক্তি দিতে ?
দেখ দণ্ডদাতা !
শাস্তিতে তোমার দুর্গতি অপার কিবা !
পবনতাড়নে মহাশূন্যে ভ্রমি নিরন্তর,
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ সর্ব্বদা ফুকারি
বিন্দু বারি কেহ না বিলায় !

অভিশাপে—শুধু অগস্ত্যের অভিশাপে
দুর্গতি আমার। কহ গুরু!
মানবের দয়া-ধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন,
রহিবে কি নির্ম্মম নির্দ্দয়?

অগস্ত্য। ওরে শাপদগ্ধ দুর্গতির দাস!
শুধু তুমি নহ যন্ত্রণা-অধীন।
দিয়ে শাপ নির্দ্দয় আচারে,
ঠিক ওই মত জ্বলি স্নেহের নীতিতে!
অস্থির দুর্ব্বল আমি—
কোনো স্থানে কোনো কক্ষে
মুক্তি নাহি পাই। মুক্তি অনুষ্ঠিতে
সত্তাহারা নিরুপায় সামর্থ্য-বর্জ্জিত,
বিধানবিহীন কর্ম্মহীন ব্যাকুল চিন্তায়!
জান—জান কিছু গোপন সন্ধান,
যাতে তব মুক্তি-অনুষ্ঠান?

নহুষ। এই তুমি দণ্ডদাতা মোর—
এই শক্তি-গর্ব্বে হানিয়াছ বজ্র-অভিশাপ?
এই গুরুর গুরুত্ব? নাহি যদি পার
পতিত অধমে উচ্চ গতি দিতে,
কেন তবে সজ্ঞানে আপন, হ'য়ে রিপুদাস
নরকনিবাস বিহিত বিধান দিলে
শক্তিবলে চূর্ণ করি সৌভাগ্য আমার?

অগস্ত্য। চাহ মুক্তি?

নহুষ। চাই—চাই—মুক্তি চাই!

অগস্ত্য । রে মুক্তি-ভিখারী নহুষ ভূপাল !
রহ আরো কিছু কাল
ওই মত যন্ত্রণায় গোপন রোদনে।
প্রতিজ্ঞা আমার, সাধিব উদ্ধার তব
সাধনায় বিশেষ বিধানে।

নহুষ । হে সাধক ! করায়ত্ত তব সব তত্ত্ব ;
যাচকে করুণা যদি, ওহে মুনি !
মাত্র অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'লে
অবহেলে মুক্তি মম মিলে।

অগস্ত্য । জান সে উপায় ?
কহ—কোন্ ব্রতে ব্রতী হবো ?

নহুষ । শ্রীনিবাস বৈকুণ্ঠবিহারী
বহু যত্নে দিলেন বিধান
ব্রততত্ত্বে উদাসীন কর্ম্মহীন
অনাচারী পুত্র মোর যযাতি যগ্যপি
অগস্ত্যের উপদেশে ধর্ম্মাচারী হ'য়ে
নরমেধ-মহাযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান,
প্রজ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু
করে যদি আহুতিপ্রদান,
পূর্ণ হবে নরমেধ-যাগ !
যজ্ঞপূর্ণ হ'লে যজ্ঞাগারে যজ্ঞেশ্বরে হেরি,
ব্যথাহারী শ্রীহরিচরণে তাপদগ্ধ ছায়া
কায়া হইবে বিলীন ; দিব্যমূর্ত্তি ধরি
পশিব বৈকুণ্ঠধামে শাপমুক্ত হ'য়ে।

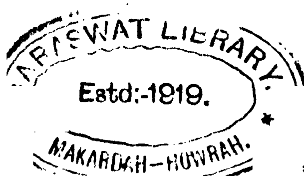
অগস্ত্য। অদ্ভুত বিধান! কল্পনা-অতীত
নরনাশী যজ্ঞ নরমেধ! নাহি জানি,
কোন্ লীলারঙ্গে নারায়ণ দিলেন বিধান
ভীষণ সে 'নরমেধ-যাগ'—
উপাদান যার বিপ্রশিশু অষ্টমবর্ষীয়!
ভাল, তাই হবে; উদ্ধারসাধনে তব
ব্রতী হবো ফুল্লমনে অবিচারে
এ হেন বিধানে। যাও প্রেতাত্মা নহুষ!
শ্রীহরির টনক নড়িল যদি,
সুনিশ্চয় পূর্ণ হবে 'নরমেধ-যাগ';
যজ্ঞেশ্বরে স্মরি উদ্ধারমানসে তব
যজ্ঞে ব্রতী হবো একাগ্রতা ল'য়ে!

নহুষ। আরো আছে দৈবাদেশ
এ দাসের দুর্গতিমোচনে।
সঙ্গদোষে পুত্রের আমার মতি-গতি
নিত্য রত মাদকসেবনে গণিকাসেবায়;
যোগ্য উপদেশে অথবা শাসনে
তোমারি কর্ত্তব্য মুনি ফিরাইতে তারে।
ব'লো তারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে—
নীচ কর্ম্ম হ'তে সুদূরে থাকিতে।
ব'লো তপোধন! রোদন সম্বল করি
প্রেত-রূপ ধরি' পিতা তার শূন্যে শূন্যে ভ্রমে-
দুর্নিবার তৃষ্ণায় কাতর!

[প্রস্থান।

অগস্ত্য ।   নরমেধ ! যজ্ঞ নরমেধ !
কোন্ শাস্ত্রে নরমেধ-বিধি ?
নিরবধি নীরব চিন্তায়
খুলিবে না আঁখি—পাবো না সন্ধান ।
আত্মকর্ম্মে কর্ম্মের উদ্ভব, তাই হেন
নরমেধ-বিধি, তাই হেন গুরু কার্য্য ভার !
এ যে মনস্তাপে গড়া !
ব্রহ্মাচারে দিছি অভিশাপ,
সেই মনোস্তাপে বৈকুণ্ঠের আসন টলিল —
উপজিল সম্মুখে আমার ব্রহ্মহত্যা-বিধি,
হোতা যার অগস্ত্য আপন !
অবিচারে দিছি অভিশাপ, তাপ তার
বুঝাইয়া দিতে ইঙ্গিতে জানায়ে দেয় —
নিজশিরে দিছি ব্রহ্মশাপ !
ত্রস্ত আমি—হোতা আমি
কার্য্য মম যজ্ঞ নরমেধ,
বলিদান বিপ্রশিশু অষ্টমবর্ষীয় !
একি সত্য ? পূর্ণ কি হইবে যজ্ঞ ?
নির্ব্বিবাদে নহুষ-উদ্ধার হবে কি সম্ভব ?
অতীব ভীষণ কঠোর এ ব্রত,
জটিলতাভরা—চিন্তার বিষয় !

[প্রস্থান ।



তৃতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

স্তাবকগণ, ভদ্রবল ও মান্দারণ

স্তাবকগণ।--

গীত।

জয় জয় হে ভূপাল।
তোমারি গৌরব-পতাকা বিমল বাতাসে
অক্ষয় হোক্ চিরকাল॥
তোমারি জয়ের লালিমা গরিমা,
পূরিত সিন্ধু অবনী নীলিমা,
তোমার অশান্তি ভাবনা বিষাদ-কালিমা
নিয়ে যাক্ মুছে মহাকাল॥
তোমার অস্ত্র রহুক্ শাণিত,
রহুক্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাগ্রত,
তুমি হ'য়ো না আহত পদে পদানত,
রহ সুবিদিত সুবিশাল॥

[প্রস্থান।

ভদ্রবল। মান্দারণ! শুনেছ বোধ হয়, রাজ্যের ঘোর অনিষ্টকারী রাঘবসেন ধরা পড়েছে?

মান্দারণ। শুনেছি, কিন্তু কি অপরাধে সে ধরা পড়্লো, সে কাহিনী শোন্বার আমার অবসর হয় নি।

ভদ্রবল। সে আক্ষেপ থাক্বে না মান্দারণ! দস্যু রাঘবসেনের মুখেই শুন্তে পাবে।

মান্দারণ। রাঘবসেন স্বেচ্ছায় ধরা দিলে, না ধরা পড়্‌লো?

ভদ্রবল। বীরত্বাভিমানী প্রত্যেককে ধরা পড়্‌লেই ধরা দিতে হয়। দস্যু-আচারী মহাপাপীকে সর্ব্ববিচারক ভগবান এইরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। বিগতজীবন মহারাজ নহুষের সুযোগ্য সন্তান যযাতির রাজ্য আদর্শ শান্তি-রাজ্য; শান্তির সাম্রাজ্যে অশান্তির ছায়া কতটুকু স্থানলাভ কর্‌তে পারে?

মান্দারণ। মন্ত্রীমশায়! রাজ্যের জীবন স্বরূপ আপনি; যদি প্রকৃতই আপনি রাজ্যের হিতৈষী, তবে সর্ব্বাগ্রে মহারাজ যযাতিকে রক্ষা করুন। আপনি তাঁর পিতৃস্থানীয়, তাঁকে রক্ষা করুন তাঁর কুসঙ্গীর ধ্বংসের কবল থেকে—ফিরিয়ে আনুন তাঁকে অধঃপতনের পথ হ'তে। যাঁর রাজ্য, তাঁর কর্ণে এই আবেদন তুলে দিন; রাজ্য শান্তিময় হোক—দূর হোক অশান্তির উপাসক দস্যুর দস্যুতা।

ভদ্রবল। ভুল করছো মান্দারণ। শান্তিপ্রিয় মহারাজ যযাতি যদি কিছু দিনের জন্য বিশ্বাস ক'রে তাঁর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে বিশ্রামলাভে মনস্থ ক'রে থাকেন, তাতে অশান্তি সৃষ্টি হবার আশঙ্কা কেন? মহারাজ যযাতি শান্তির জন্য বিলাসী হ'তে পারেন—তিনি তো ধর্ম্মের অপচয় করেন নি; আর এর পরিণামে যদি কেউ প্রতিবাদ করে, তা হ'লে সেই প্রতিবাদকারী রাজ্যের প্রত্যেক নর-নারীর পরম শত্রুপদবাচ্য।

মান্দারণ। সেইজন্যই বোধ হয় রাঘবসেনকেই আপনি সর্ব্বপ্রথম বন্দী করেছেন?

ভদ্রবল। রাঘবসেনকে বন্দী না করা আমার লজ্জার কথা। তুমি জান না সেনাপতি, রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা আমি, রাজ্যের গুরুভার বহন ক'রে সর্ব্বদাই তার উন্নতি-কামনায় চিন্তিত আমি: আজ আমারই পুত্র

রাঘবসেন রাজ্যের ঘোর অমঙ্গলকারী, তাই আমি বাধ্য হয়েছি বংশের কলঙ্ক রাঘবসেনকে বন্দী করতে।

মান্দারণ। তা হোক্, তবু সে আপনার পুত্র।

ভদ্রবল। পুত্র, কিন্তু রাজদ্রোহী পুত্র!

মান্দারণ। আমি বলি, তাকে পুত্ররূপে না হোক্, প্রজার মত মার্জ্জনা ক'রে উপদেশ দিয়ে তার চরিত্র গঠন করুন।

ভদ্রবল। অসম্ভব!

মান্দারণ। আদরে বনের হিংস্র পশু বশ হয়, আর আপনার মত জ্ঞানবান নিজের পুত্রকে বশীভূত করতে পারেন না? জগদীশ্বরের দেওয়া অকপট পিতৃস্নেহ পুত্র যদি উপভোগ করতে পায়, তবে তা পরিত্যাগ ক'রে কোন্ উন্মাদনায় পিতার অবাধ্য হবে মন্ত্রীমশায়? আপনি জানেন না তার অন্তরের বেদনা; মাতৃহীন সন্তান বিমাতার কশাঘাতে আজ গৃহস্থের কাছে দস্যুপদবাচ্য! রাঘবসেনের অধঃপতনের কারণ তার বিমাতা—অধিকন্তু পুত্রের উপর পিতার দৃষ্টিহীনতার পরিণাম!

ভদ্রবল। সামান্য গৃহবিবাদের তাড়নায় যে নরাধম একটা সাম্রাজ্যের উপর দস্যুতায় উদ্যত হয়, সে পুত্র হ'লেও দণ্ডের যোগ্য।

দুইজন প্রহরীর সহিত বন্দী রাঘবসেনের প্রবেশ।

রাঘবসেন। শাসনাধীন পুত্রকে দণ্ড দিন পিতা! ঠিক পিতার মত শাসন নিয়ে, যদি সেই শাসন আর্য্য ঋষিকল্পিত মাত্র পুঁথির কথা না হয়! আমি চাই সেই শাসন, যা প্রকৃত পিতার অন্তরপ্রসূত বিচারপদ্ধতির গণ্ডীর ভিতর!

ভদ্রবল। পিতাদের কি শাসন নিয়ম শিক্ষা করতে হবে তোমার মত জঘন্য-আচারী পুত্রের কাছে?

রাঘবসেন। পুত্র পিতার স্নেহ-সাম্রাজ্যে যে চিরদিনই অত্যাচারী পিতা! ভাবুন দেখি বাবা, কে আমায় দস্যু সাজিয়েছে—কে আমায় অবহেলায় অভাবের নরকে পাঠিয়েছে—কার দৃষ্টিহীনতায় আমি স্নেহ-সাম্রাজ্যের মহাসুখ হ'তে বঞ্চিত? মাতৃহীন আমি, ভাগ্যহীন পথের কুক্কুর—বিমাতার কশাঘাতে আশ্রয়বিহীন! দুটা অন্নের কাঙাল আপনার সংসারে—বুঝি তারও দাবী নাই, যদি মাতৃহীন সংসার প্রত্যক্ষ কাল স্বরূপিনী বিমাতার অধিকৃত হয়। আমি অত্যাচারী, যে হেতু নিঃসম্বল আমি—আপনারই পুত্রবধূর হাত ধ'রে আমার গাছতলায় দাঁড়াতে হয়েছে—যে দৈন্যের পরিণামে আজ আমি গৃহস্থের কাছে দস্যু! কি করবো, ভগবানের সান্ত্বনা নেই—আত্মীয়-স্বজনের আশ্বাস নেই—ক্ষুধার জ্বালা উপশম করবার উপায় নেই! পারলুম না পিতা! বিমাতার কশাঘাত বুক পেতে সহ্য করেছি, কিন্তু উপবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি নি; তাই বাধ্য হ'য়ে ছুরি ধ'রে গৃহস্থের উপর দস্যুতা করেছি।

ভদ্রবল। তার পরিণামে তোমাকে দণ্ডগ্রহণ করতে হবে; অন্য কেউ হ'লে হয় তো অব্যাহতি পেতো! বিচারদায়িত্ব বড় কঠোর, তার কাছে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ থাকে না। শোন রাঘব! তোমার দস্যুতার অপরাধে তুমি বন্দী! রাজনিয়মাবদ্ধ আমি, তোমাকে মুক্তিদান করবার ক্ষমতা আমার নাই। পিতার বিচারে তোমার অপরাধ নিতান্ত গুরুতর না হ'লেও নিয়ম-শৃঙ্খলার বিচারে তুমি অপরাধী। অপরাধীর যোগ্য দণ্ড হওয়াই উচিৎ, নইলে রাজনিয়মকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। এক সপ্তাহকাল সশ্রম কারাদণ্ডই তোমার যোগ্য শাস্তি; আর রাজসরকারে লিখে দিতে হবে—ভবিষ্যতে কখনো দস্যুবৃত্তি করবে না। যাও—নিয়ে যাও।

প্রহরীদ্বয়। [রাঘবসেনকে লইয়া যাইতেছিল।]

মান্দারণ। দাঁড়াও প্রহরী! হস্তের শৃঙ্খল খুলে দাও! [প্রহরী-দ্বয়ের তথাকরণ।]

ভদ্রবল। মান্দারণ!

মান্দারণ। ক্রুদ্ধ হবেন না মন্ত্রীমশায়! রাঘব যে আপনার পুত্র—

ভদ্রবল। আমার পুত্র, কিন্তু রাজার শাসনদণ্ডের পরিচালনায় সে প্রজা মাত্র!

মান্দারণ। সেইজন্যই মহারাজ যযাতির একটা দীন প্রজাকে তাঁর অবর্ত্তমানে আমার হৃদয়ের অনুশাসনে সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তাকে কারাগারের পরিবর্ত্তে রাজভাণ্ডারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রহরী! রাজভাণ্ডার থেকে এর ভরণ-পোষোণোপযোগী ধনরত্ন দাওগে।

ভদ্রবল। তুমি ভুলে যাচ্ছ মান্দারণ! এ বিগতজীবন রাজা নহুষের উপযুক্ত পুত্র মহারাজ যযাতির রাজ্য!

মান্দারণ। জানি মন্ত্রীমশায়! তাঁর রাজ্যে গৃহস্থও তাঁর প্রজা, দস্যু তস্করও তাঁর প্রজা। যাও প্রহরী! নিয়ে যাও।

[রাঘবসেনকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

ভদ্রবল। মান্দারণ! এ আমার অপমান।

মান্দারণ। তথাপি এ আমার কর্ত্তব্য।

ভদ্রবল। কর্ত্তব্য?

মান্দারণ। হ্যাঁ—কর্ত্তব্য; যোগ্য বিচার হ'লে আমার প্রতিবন্ধক হবার কোন কারণ ছিল না। বিচারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে মন্ত্রীমশায়? কিন্তু আপনি—আপনিই বিচার করুন, কতখানি গৃহবিবাদ জড়িত রয়েছে আপনার বিচারের উপর? প্রজা ব'লে বিচার করতে গিয়ে আপনি বিচার করেছেন পুত্রের, শাসনদণ্ডের কল্যাণে শাসন করতে ব'সে

আপনি শাসন করেছেন পুত্রের; আর এমন পুত্র, যে বিমাতার কৌশলে বিতাড়িত হ'য়ে গাছতলায় ব'সে ছু'টা উদরান্নের কাঙাল—সাথী মাত্র অসহায়া পত্নী। তাঁর মর্য্যাদারক্ষায় একদিন যদি দস্যুতাই করে, সে জন্য সে কি এতই অপরাধী? ভাবুন দেখি একবার, আপনারই অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধু, একখানি বস্ত্র মাত্র সম্বল, আহার্য্য নেই, পানীয়ের একখানি পাত্র নেই, রৌদ্র-জল নিবারণের একটু আচ্ছাদন নেই, কি অবস্থা তাঁর? শুধু অনন্ত আকাশের নীচে বিতাড়িত স্বামীর অবলম্বন নিয়ে প'ড়ে আছে, অথচ সম্মুখে এক অনন্ত ভবিষ্যৎ! এ কার গৌরবের কথা? আপনার না আপনার পুত্রের? এ কার লজ্জার কথা? আপনার না আপনার পুত্রের? এ ভুল কে সংশোধন করবে? আপনি না আমি?

ভদ্রবল। আমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করবার ক্ষমতা বোধ হয় সেনাপতির নেই।

মান্দারণ। আমি ন্যায়ের প্রতিবাদী নই মহান্, আমি নির্ম্মমতার প্রতিবাদী।

ভদ্রবল। আমি নির্ম্মম?

মান্দারণ। অন্ততঃ আমার চক্ষে।

ভদ্রবল। ভুল দৃষ্টি তোমার; পুত্রকে শাসন করার নাম পিতার নির্ম্মমতা নয়।

মান্দারণ। পুত্র শাসনাধীন থাকে অপরিপক্ক বয়স পর্য্যন্ত; সে বয়স অতিক্রম করলে সে মিত্র-পদবাচ্য।

ভদ্রবল। সেই মিত্রের ক্রিয়াকলাপে যদি আমার মাথা নত হয়?

মান্দারণ। যে শাসনাধীন নয়, তার জন্য মাথা নত করবার প্রয়োজন হয় না।

ভদ্রবল। সেই জন্যই তো সুবিচারে তাকে দণ্ড দিয়েছিলুম।

মান্দারণ। কিন্তু তার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সে মার্জ্জনার পাত্র।

ভদ্রবল। হ'তে পারে, কিন্তু আমার পুত্র হিসাবে নয়।

মান্দারণ। আপনার পুত্র হিসাবে নয়, কিন্তু আমার ভাইয়ের হিসাবে; তাকে ভাই ব'লে আমার অন্তরের অনুশাসনে মার্জ্জনা করেছি। আপনার বিচারে হস্তক্ষেপ করেছি শত্রুবোধে নয়, আপনার ক্রোধ-রিপুকে দমন করতে। জীবনের একটা ভুলে একটা জন্ম ব্যর্থ হ'য়ে যায়, সেই ভুলের প্রতিবাদ করেছি মাত্র! সে কর্ম্মঠ, তাকে এই সাম্রাজ্যের একটি সম্পদরূপে গ'ড়ে তোলবার অবসর দিন!

ভদ্রবল। মান্দারণ! আমি তোমার প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না। নাও তোমার কামনার ভাই, গ'ড়ে তোলো তাকে আদর্শ কর্ম্মীরূপে এই সাম্রাজ্যের সম্পদ প্রতিষ্ঠা ক'রে। মান্দারণ! পরম সহায় তুমি আমার; শত্রুতার আবরণে আমার বিচারে হস্তক্ষেপ করলেও তুমি আমার প্রশংসার পাত্র।

[প্রস্থান।

মান্দারণ। হায় রে মোহের দাস! এ প্রশংসাবাদের কি প্রয়োজন হ'তো, যদি তোমার পরিপক্ক বয়সের জ্ঞানতত্ত্বের সোপান ধ'রে সঠিক সীমায় উঠতে পারতে। মাতৃহারা সন্তান বিমাতার বিষ-নয়নে পতিত; তাকে অমৃত দান করবার তোমারই তো অধিকার! পিতার পক্ষে পুত্রের প্রতি এ অবিচার—এ তো দণ্ড নয়, এ যে হিংসার প্ররোচনায় পৈশাচিক তাণ্ডবলীলা! এর প্রতিবাদ করেছি আমার হৃদয়ের অনুশাসনে। ব্যথা পাও—আমার বিচার-তর্কের প্রয়োজন নাই; আমি আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেছি, এই মাত্র!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানসংলগ্ন প্রমোদ-গৃহ।

গীতকণ্ঠে গন্ধরাজের প্রবেশ।

গন্ধরাজ।—

গীত।

ফুলে ফুলে ভরিল বাগান।
নানা রঙ্গে দোলে সোহাগছলে
পবন খেলে ছোটে মধু-বান।
সুধা-গন্ধ আসে মন্দ বাতাসে,
ভরা চিত্ত ভাসে নবীন বিলাসে,
সুধার তানে বিমল প্রাণে
গুণগুণে ভৃঙ্গ তোলে তান॥
প্রীতিরাগে পরাগমাখা অঙ্গ,
লতায় পাতায় ফুলের নানা রঙ্গ,
প্রিয় সঙ্গ রঙ্গে খোঁজে
ভরা ছন্দ রস অভিমান॥

যযাতির প্রবেশ।

যযাতি। গন্ধরাজ! গন্ধরাজ! সাধের নন্দন-কানন তুল্য প্রাণমাতানো গৌরবের প্রিয় রঙ্গভূমি আজ এত নীরব কেন? প্রাকৃতিক এই বিমল বাতাস, শাখায় শাখায় বিহগকুলের আনন্দ-নর্তন, মধুর সঙ্গীত, কুসুমে ভৃঙ্গে প্রীতির সম্মিলন, আমার এমন শান্ত নিকুঞ্জ আজ

রঙ্গরসবিঙ্কিন উৎসবের অভাবে? কি তুমি গন্ধরাজ? এমন সৌখিন পুরুষ তুমি—তুমি বর্ত্তমানে পরিপাটি কাননশোভা আজ নীরব গাম্ভীর্য্য নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বে?

গন্ধরাজ। আজ্ঞে ও তরল গাম্ভীর্য্য সরস আনন্দের কাছে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌বে; একটীর পর একটী ক'রে বিশ্বেশ্বর-বিশ্বেশ্বরী দেখা দিলেন ব'লে! প্রকৃতির পূর্ণিমা এলেই মনমাতানো চাঁদের *উদয়—তার সঙ্গে আপনি আস্‌বে কিরণময়ী জ্যোৎস্না-রাণী; সঙ্গে সঙ্গে ব'সে যাবে সজীব হাসির রঙ্গলীলা! দেখুন না, আজ কি পালা গাই!* আজ বৃন্দাবনলীলা, শ্রীমতী চন্দ্রা আজ বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধা, রঙ্গিনীর দল আজ রঙ্গপ্রিয় গোপিনীর দল, অভাবে স্বভাব হারিয়ে আমি হবো বৃন্দে দূতী, আর সদানন্দ শর্ম্মানন্দ বাঁককাঁধে আয়ান ঘোষ! কিছু ভাব্‌তে হবে না মহারাজ! শ্রীমতী চন্দ্রা এলেই বৃন্দাবনলীলা একেবারে ষোলকলায় পূর্ণ! মধুচক্রে সবাই আস্‌বে, কেও বাদ যাবে না। কই গো ঝঙ্কারিণীর দল! মহারাজ কানন-বেদিকায় বস্‌তে চল্‌লেন, তোমাদের সাড়া-শব্দ কই? পালা সুরু কর!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রঙ্গিণীগণের প্রবেশ।

রঙ্গিনীগণ।—

গীত।

প্রিয়মনোরঞ্জন, বঁধুয়া বিলাসজন,
অতুলন প্রাণমনহারী।
চঞ্চল চিত ওগো, বাঞ্ছিত মনোমত,
রঞ্জন আঁখি হামারি॥

বাহু বেড়িয়া রহ, মিঠি বচন কহ,
প্রেম-পুলক-গীতি গাহ,
জনম জীবন লহ, পীরিতি-আরতি দেহ,
রস-দীপ জ্বাল সারি সারি।
ফাগুনে আগুন জ্বলে, আগুন নেভাও জলে,
মন প্রাণ দহে পলে পলে,
রসতরু কুতুহলে, লহ লতিকা তুলে,
ভূমিতে পতিত প্রেম-নারী॥

[গন্ধরাজের প্রস্থান।

যযাতি। সুন্দর! সুন্দর! অতি চমৎকার! রাসলীলার সকল তত্ত্বই ভাবে ভাষায় প্রতিমুহূর্ত্তে উপভোগ করছি! নৃত্য-গীতে কানন মুখরিত, কিন্তু তবু যেন অভাব; রাইবিহীন বৃন্দাবনবিহার ভাল লাগে না! কেন, বিহার-কুঞ্জে কি রাইরূপিনী চন্দ্রা আস্‌বেন না?

১ম রঙ্গিনী। আস্‌বেন বৈ কি! না এসে আর যাবেন কোথা? তবে আস্‌তে হ'চ্ছে অভিসারে—তাই আস্‌ছেন সবুর ক'রে! ভয় নেই—রাই ধনীর কালাচাঁদ যখন এসেছেন, তখন জটিলা কুটিলাকে ফাঁকি দিয়ে রাইও রসরাজের সন্ধানে এলেন ব'লে! এই যে, মেঘ না চাইতেই জল—নাগরীর টনক নড়েছে!

রঙ্গিনীগণ। ও মাগো—কোথা যাবো গো—

গীতকণ্ঠে চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী।-

গীত।

ওগো রাধা-অঙ্গ কালো হ'লো
কালাচাঁদে প্রাণ সঁপিয়ে।

কালা ভজায় শতেক জ্বালা,
ম'লাম সখী গরল পিয়ে ॥
আমি ভুল করেছি বাঁশী শুনে,
কথায় ম'জে কুঞ্জবনে,
যমুনার কালসিনানে
কালোবরণ রূপ দেখিয়ে ॥
রাই বুঝি আর বাঁচবে না সই,
মনোচোরা কালা বই,
আমার অথৈ প্রেমের বিলাসী কই,
বিদায় আমি হাসি নিয়ে ॥

যযাতি। রঙ্গের রঙ্গিনী লীলাসঙ্গিনী শ্রীমতী আজ সেজেছে ভাল; নাগরসন্ধানের যথার্থই অভিসারিকা বেশ বটে! সত্যই শ্রীমতী, তুমি যেন চন্দ্রাই নও! কিন্তু বিলম্বে হতাশ হ'চ্ছিলুম; ভাব্‌ছিলুম, বিরহই কি এ লীলা-নাটকের সার উপাদান? প্রেমের পাগল শ্রীকৃষ্ণের এত কষ্ট—শ্রীমতীর জন্য তার প্রাণ যায়, অথচ শ্রীমতীর এমন একটু ফুরসুৎ হয় না যে চাতক কৃষ্ণকে দু'টো আশ্বাস-বাণী দিয়ে যায়। এ লীলা-কাব্য আদৌ প্রশংসার নয়; এতে হয় শ্রীমতীর দোষ, নয় নিঃসন্দেহ নাটকের দোষ।

১ম রঙ্গিনী। সে কি মহারাজ? শ্রীমতীই যে বিরহিনী, যেহেতু আপনি হ'চ্ছেন শ্রীমতীর কালাচাঁদ।

যযাতি। বটে, তাই না কি? তা হ'লে তো লীলা-নাটকের দোষ দেওয়া যায় না—দোষ আমারই; তা হ'লে সব কথাই তো যৎপরোনাস্তি উল্টো হ'য়ে গেছে! শ্রীমতী! আমিও নিত্যলীলার আদ্যোপান্ত কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারি না, তাই ঠিক তাল-মান রেখে মানভঞ্জনের বাণীগুলো আওড়াতে পারি না বোধ হয়!

চন্দ্রাবতী। হাঁ গো হাঁ—বুঝি সব, আর কি তোমার ফাঁদে পড়ি! শুনে রাখ নিলাজ কানাই—আমি হেন রাই, বল্‌তে বাধে, কইতে সরম পাই; বলি লজ্জা কি ছাই নেই? প্রাণের দায়ে রাধার পায়ে এসে ঘোমটা মানের ঢালি ঢালি দিতে! ছিঃ-ছিঃ, আমি তো কইবো না কথা—

গীত।

ছিঃ-ছিঃ নিলাজ কালা দিও না জ্বালা।
যমুনার কালো জলে ডুবিয়ে এসো ছলা-কলা॥
নাহি লাজ মজিয়ে পালাও,
শতেক ডাকে ফিরে না চাও,
কিসের তরে এখন শুধাও মনে রেখে কলির মলা॥

যযাতি। চমৎকার! চমৎকার! লীলাভিনয়ের সকল সৌন্দর্য্যে মনোভোলা প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দিলে! তারপর—তারপর?

গীতকণ্ঠে বৃন্দার বেশে গন্ধরাজের প্রবেশ।

গন্ধরাজ।—

ওলো সব সামাল দে লো বাঁক নিয়ে ওই আয়ান আসে।
বয়ানে তার রাগের জ্বালা, চোখ দুটো বা সবায় গ্রাসে॥
আয়ান ঘোষ বিষম ছেঁাৎকা, সমান দরের বাঁকের কোঁৎকা,
কুঞ্জে তোদের রাধা আট্‌কা, রাধা হরণ করবে শেষে॥
কৃষ্ণ যদি হয় গো কালী, তবেই রাধার ঘুচবে কালি,
নইলে রাধার সঙ্গে বনমালী পড়বে ধরা কঠিন ফাঁসে॥

শর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

শর্ম্মানন্দ। রি-রি—কট্-কট্--কট্-কট্ –কোঁ-কোঁ—পাপীচ--পাপীচ—কি খাস্—কোথায় যাস্—খুঁটে খেতে ফুড়ুৎ! আয়ান ঘোষের সাধের টিয়া ফুড়ুৎ! কোন্ বনে রে? কার সঙ্গে কিসের কথা? দেখ্‌তে পেলে বাঁই-বাঁই বাঁই-বাঁই-শব্দে বাঁকের বদলে এই লাঠিপেটা ক'রে –

যযাতি। স্থির হও—স্থির হও শর্ম্মানন্দ! কি সর্ব্বনাশ! যে রকম উত্তেজিত দেখ্‌ছি, তুমি কি সত্যি সত্যি—

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে বলেন কি? সত্যি হ'লে কি এতক্ষণ কথা কইবার অবসর হ'তো! তুলোধোনার মত এই বাঁকের দারুণ কোঁৎকা ধাপড়-ধাঁই ধাপড়-ধাঁই ক'রে নিশ্চয় একটা মারপিটের ব্যবস্থা হ'তো! আজ্ঞে এটা অভিনয়—সরেস পাকের সরেস অভিনয়। বৃন্দাবনলীলার রস-নাটিকার মেরুদণ্ড আয়ানচরিত্র আমি। পালা যখন সুরু হয়েছে, তখন আয়ান ঘোষকে চাই; নইলে কৃষ্ণলীলাও বৃথা, আর ভাব-রসেরও ছরকট্! তাই সহসা বাঁকের বদলে লাঠিহস্তে আয়ান ঘোষের প্রবেশ। গন্ধরাজের বৃন্দে সাজা দেখে প্রাণটা তেতো হ'য়ে হাতের কোঁৎকা আঁৎকে আঁৎকে উঠ্‌ছে! যতক্ষণ না ওকে ঘা তুত্তিন দিতে পারছি, ততক্ষণ আমি গুমরেমরা ব্যথায় ভরা আয়ান ঘোষ। তবে একটা কথা; আয়ান ঘোষ কি বৃন্দে বধ করেছিল? করে নি তো! ফট্ ক'রে পালাই উল্টে যাবে! আরে ম'লো, জটিলে কুটিলে কই রে? সর্ব্বনাশ করলে! তাদের সেই গরম মশলার মত মুখরোচক ঠাকুর নইলে পালা জম্‌বে কিসে?

গন্ধরাজ। আরে আরে কুলপাংশুল বাঁকধারী আয়ান ঘোষ—

শর্ম্মানন্দ। সাবধান গণ্ডগোলকারিণী কেলেঙ্কারিণী বৃন্দাবনের বৃন্দে

দূতী! টক্ ক'রে স'রে দাঁড়া বল্‌ছি, নইলে খেলি ঝাঁংকা আর গেলি জন্মের শোধ! তার আগে এই হাঁকরা গোপিনীর দল! আ-ম'রে যাই! দাঁড়িয়ে আছে দেখ না, যেন এক একটা পুত্‌লোনাচের কাঠের পুতুল! বলি, তোলো মুখে ওলোপ দিয়ে কার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছো? ব্যবসাদারী মুখে ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে ফরফরে তুবড়ীর সুর তোলো, নইলে দেখ্‌ছো কাঠগোঁয়ার আয়ান ঘোষের নাদনা—

রঙ্গিনীগণ।—

গীত।

গোপিনী গোঁপের বালা ছলা তাদের নাই।
ছলনায় প্রাণের মানা সরলায় ছলার মুখে ছাই॥
তাদের কৃষ্ণ হ'লো রঙ্গগুরু মুক্তিদাতা কল্পতরু,
যমুনাতে জল আনিতে ভয় ছিল না তাদের কারু,
তাদের সরল প্রাণের সরল খেলা দোষের কিছু নাই॥

যযাতি। চমৎকার! চমৎকার নাটকীয় উপাদান! জীবন্ত সাফল্যে লীলামাধুর্য্য আজ চরম সীমায় উপনীত।

অগস্ত্যের প্রবেশ।

অগস্ত্য। চমৎকার! চমৎকার জঘন্য সৌন্দর্য্যের অকর্ম্মণ্য পণ্য দাস! যার পরিণামে তোমার পাপের তালিকাও চরম সীমায় উপনীত।

যযাতি। সর্ব্বনাশ! পূজ্যপাদ গুরুদেব? আমাকে সংবাদ না দিয়ে আপনি এখানে—অথবা আমাকে ডেকে পাঠালেই হ'তো!

অগস্ত্য। তাও হ'তে পারতো, কিন্তু তার প্রয়োজন হয় নি। আমি জানি, তোমার বিলাস-কুঞ্জের পাপ-লীলা স্বচক্ষে দর্শন করা আমার কর্ত্তব্য নয়, তথাপি উপনীত হ'তে হ'লো গুরুর কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে—অধঃপতিত

শিষ্যের কল্যাণে! যদি কল্যাণ চাও, যদি ভবিষ্যৎ চাও, যদি গুরুর মঙ্গলানুষ্ঠানে বিশ্বাস থাকে, তবে স্বনামধন্য প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিপালক বিগতজীবন মহারাজ নহুষের পুত্র তুমি, প্রকৃতির মাটিতে দাঁড়িয়ে জ্ঞানের নির্ম্মল বাতাসস্পর্শে মত্ত হও বিবেকের পুণ্যসেবায়—ভুলে যাও গণিকা ও নর্ত্তকীর সেবা; আমার মঙ্গলাশিস্ মাথায় নিয়ে তোমার বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ—আমার প্রকৃত শিষ্য হও। শোনো মহারাজ! কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমায় কতকগুলি প্রশ্ন করবো; তার সন্তোষজনক উত্তর পেলে আমি আনন্দিত হবো। উদ্যানে তোমায় একাকী থাকতে হবে; স্বার্থসিদ্ধির আশায় যারা তোমায় বিলাসের উপাদান বিতরণ ক'রে বেড়ায়, উপস্থিত এই চাটুকারের দল আর এই গণিকা নর্ত্তকী সকলকে এই উদ্যানের সীমার বাইরে অবস্থান করতে বল।

যযাতি। দ্বিধাপরিশূন্য হ'য়ে সকলে গুরু-আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

[যযাতি ও অগস্ত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

অগস্ত্য। এইবার সহজ সরলভাবে আমার দিকে চাও—শুভেচ্ছার পরিকল্পনায় সৃষ্ট আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; বল, আমি তোমার কে?

যযাতি। রাজকুলের শুভকামী—সাম্রাজ্যের গৌরব আমার কুলগুরু।

অগস্ত্য। বল তবে, আমার কি কর্ত্তব্য নয় আমার প্রাণাপেক্ষা শিষ্যের মঙ্গলানুষ্ঠানকল্পে তার বিশৃঙ্খলার পথ থেকে তাকে শৃঙ্খলার পথে ফিরিয়ে আনা? তাকে জানিয়ে দেওয়া কোন্ পথে তার ধর্ম্ম—তার আত্মজীবনের কর্ম্মের নির্ম্মল দায়িত্ব? নীচ কর্ম্মে আত্মতৃপ্তিসাধনই কি জীবনের সার? স্বার্থভোগের জন্যই কি ভগবানের আদর্শ মানবজীবনের সৃষ্টি? মানবজীবনে নিঃস্বার্থ আনন্দ উপভোগের কি উপাদান নাই? জগতে পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগ্নী স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জীবনের ভিতর দিয়ে যথেষ্ট উপভোগ করবার আছে। তুমি পুত্র—তোমার বিগতজীবন

পিতা ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নহুষের জীবন নিয়ে তোমার কি কিছু ভাববার নেই? তোমার পিতার প্রতি কি তোমার কর্ত্তব্য নেই? জীবদ্দশায় ছিল—পরলোকগমনে তিনি কি কামনা রাখেন না, পুত্রের ক্রিয়া-কলাপের পরিণামে পুণ্যধাম স্বর্গবাসী হ'তে? রাখেন—তাই সেই পিতা আজ পুত্রের দ্বারে ভিখারী—তাই সেই পিতা ধর্ম্মের কশাঘাতে আজ প্রেতাত্মার যাতনায় পীড়িত! ঐ দেখ তোমার তৃষিত পিতার জঘন্য প্রেত-মূর্ত্তি—[ধীরে ধীরে নহুষের প্রেতাত্মার আবির্ভাব।] ঐ দেখ—প্রেত-আবরণে আবরিত পরিচিত কি ওই মূর্ত্তি?

যযাতি। ও কি, কার মূর্ত্তি?
সত্য কিম্বা দৃষ্টিধাঁধা?
পিতা! পিতা! কায়াময়
অথবা ছায়াময় প্রেতাত্মা তুমি?

নহুষ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, দারুণ দুঃখের কথা—
পুত্রের পাপেতে নরকে পতিত
নিদারুণ দুর্গতি সহিতে!
যোগ্য পুত্র বিদ্যমানে নরকে নিবাস,
নরকের নির্দ্দয় প্রহরী
চারিধারে দণ্ডকরে ফিরে,
নির্ম্মম প্রহারে জর্জ্জরিত করি
মহানন্দে হুঙ্কারে ভীষণ!
তৃষ্ণায় কাতর, বারি নাহি মিলে,
দিন চলে কোনো ছলে,
নাহি হয় উপায়নির্ণয়
ঘুচাইতে যন্ত্রণার প্রেত-কায়;

মহাদায় মুক্তি-অনুষ্ঠানে—
পুত্রের পাপেতে বৈকুণ্ঠে পশিতে।

যযাতি। ক্ষমা কর পূজ্যপাদ পিতা!
তোমা হেন ধার্ম্মিকপ্রধান
স্বর্গচ্যুত আজি পুত্রের পাপেতে ?
অগ্নিহোত্র আদি নানা যজ্ঞ
ভোজ্য পেয় রত্নদানে সম্পাদিত যাঁর,
হ'য়ে স্বর্গচ্যুত হেন পুণ্যবান
দিব্যমূর্ত্তিহীন নরক-অধীন ?
আমি তার প্রধান কারণ ?
পিতা! পিতা! মহাপাপী আমি,
মোহঘোরে অন্ধ জ্ঞানহীন।
লুকাও—লুকাও দেব
কদাকার ছায়ার মূরতি ;
রোষদীপ্ত নয়ন তোমার অতীব ভীষণ,
দন্তের ঘর্ষণ সৃষ্টি করে শিহরণ—
অভিশাপ ছুটিছে নিশ্বাসে!

অগস্ত্য। অন্ধ অকৃতজ্ঞ তুমি! অভিশাপ ?
কোথা কোন্ লক্ষ্যে পেলে অভিশাপ ?
পরিতাপে নির্ব্বাক নিস্পন্দ —
অভিমানে করিছে রোদন,
শুধু পুন্নরকত্রাতা পুত্রপাশে
পিণ্ড পাইবারে ; ভাসে অশ্রুধারে
শুধু তৃষ্ণাবারি-আশে।



লক্ষ্য কর,' সহে ব্যথা ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপি,
বিকম্পিত কায়—ভাষা না জুয়ায় ;
জানাইয়া দেয়—তোমা হেন পুত্র হ'তে
হীনধর্ম্ম পুণ্যচ্যুত পিতা !
জগতের পাপ প্রলোভনে পিতৃদ্রোহী
পাপী পুত্র পিতৃশ্রাদ্ধে রহে উদাসীন—
প্রাণদানে ঋণ যার শুধিবার নয় !
চাতকের কাতরতা ল'য়ে
পরলোক হ'তে পলপাশে
ভিক্ষা চায় শুদ্ধ শ্রাদ্ধ-বারি !
কোথা বারি—কোথা শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান ?
পিতা ফেরে প্রেতাত্মা-দশায়—
পুত্র আজি গণিকার দাস !
পিতা—পিতা—পরলোকে পিতা,
কি সম্বন্ধ পিতা পুত্রে আর ?
কাঁদ—কাঁদ নিজ পুত্রের পাপেতে—
মহাকষ্টে প্রেতরূপে কর দিনক্ষয় !

যযাতি । পিতা ! পিতা ! যদি প্রয়োজন হয়,
প্রাণ দিয়ে মহাকষ্ট ঘুচাবো তোমার !
শুধু অনুরোধ, সম্বর রোদন ।
জগতের তামস মহোৎসবে মত্ত
মতিহীন পুত্র তব পশুর সমান—
ভেসে যাবে উত্তপ্ত নয়নজলে,
দগ্ধ ভালে দগ্ধ বারি দিও না ঢালিয়া !

ওহো, নয়নে অনল যেন—
ভস্ম হবো অনলপরশে!

[চক্ষু আবৃত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

অগস্ত্য। সন্তাপে সন্তপ্ত রে নহুষ,
তবু ফেল নয়নের জল!
পুত্র তব করে যদি প্রতিজ্ঞা ভীষণ—
অগ্নিকুণ্ডে, অস্ত্রধারে, সর্পমুখে
অসাধ্য হ'লেও পিতার উদ্ধারে
দিবে আত্মপ্রাণ, তবু শান্ত নাহি হও!
মতি-গতি ফিরাইতে পুত্রের তোমার,
যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হেতু
প্লাবনের বারি আন নয়নের পথে!

গীতকণ্ঠে বিপ্রদণ্ডের প্রবেশ।

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

কাঁদ আরো কাঁদ ইন্ধন দিব রোদনে।
দণ্ডের মারে ফুকার গরজে দুঃখে অভিমানে॥
নির্দ্দয় আমি মায়াহীন, জন্ম আমার ক্রোধে,
কর্ম্ম আমার শুধুই কাঁদাতে, কে মোর গতি রোধে,
আমি কাঁদাবো তোমায় মনের সাধে যাবে যেইখানে॥

[নহুষের প্রস্থান।

অগস্ত্য। বিপ্রদণ্ড! বিপ্রদণ্ড!
ধর দণ্ড আশি-অন্তরালে মোর।

অপসর—অপসর অতি দূরে ;
বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত
করিবার হয় প্রয়োজন,
যাও মোর আঁখির বাহিরে !
ওরে নহুষ-উদ্ধারে সঙ্কল্প আমার,
ঘুচাইব তার দারুণ প্রেতাত্মা-দশা !

বিপ্রদণ্ড ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

তবে তুমি কাঁদ ঋষি তুমি কাঁদ, নহুষে দেহ ত্রাণ
খুলে দিতে তার স্বর্গদুয়ার কর মুনি সুবিধান,
দেহ মুক্তি রাখ কীর্ত্তি দেহ মূর্ত্তি দিব্য রতনে ।

[প্রস্থান

যযাতি । [মূর্চ্ছাভঙ্গে] না—না,
বজ্রাঘাত অভিশাপ,
জ্বলন্ত অঙ্গার জনকের অশ্রুজলে !
পিতা ! পিতা ! কই, কোথা পিতা
কোথা গেল প্রেত-মূর্ত্তি তার ?

অগস্ত্য । মহাশূন্যে শূন্যপ্রাণে
শূন্য আলম্বনে অহর্নিশ লম্বিত হইয়া
অন্তর্হিত ভগ্নমনে কাঁদিয়া বেড়াতে !

যযাতি । কহ তপোধন !
সম্ভব কি নয় প্রেতাত্মা-উদ্ধার ?
রোদনের দ্বার রুদ্ধ কি হবে না
প্রেতাত্মা-উদ্ধারে নহুষ পিতার ?

অগস্ত্য। নহে অসম্ভব ; কিন্তু যতদিন পুত্র তাঁর
পাপ সনে জঘন্য বিহার করি পরিত্যাগ
শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করি সমাপন
শুভ দিনে বিভাহ-বন্ধনে বদ্ধ নাহি হয়,
ততদিন শূন্য আলম্বনে সলিল বিহনে
তৃষ্ণাতুর নহুষের রোদন সম্বল !
পিতৃঋণ শুধিতে বাসনা যদি,
চাহ যদি পিতৃমুক্তি,
শুদ্ধমনে বিশেষ বিধানে
নরমেধ মহাযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান।

যযাতি। মুনি ! আতঙ্কে শিহরে কায়—
যজ্ঞ নরমেধ ?
পাপক্ষয়ে মোর প্রয়োজন নরহত্যা ?
সাধিলে সে নরহত্যা,
রক্তে তার পিতৃমুক্তি ঘটিবে আমার ?
বাজিবে ধর্ম্মের শঙ্খ—
খুলে যাবে তাঁর স্বর্গের দুয়ার ?
বিষম রহস্য কথা ! কহ গুরু !
সে যজ্ঞের কিরূপ বিধান ?

অগস্ত্য। স্থিরচিত্তে এসো সাথে মন্ত্রণা-ভবনে—
দিব মুক্তি যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

ছদ্মবেশী নারায়ণ ও সহচরগণ।

সহচরগণ।—

গীত

ওগো রাজার রাজা।
কার তরে বল কার তরে হ'লে বনের রাজা॥
বনফুলে বনমালী, যত্নে ভুলে রত্ন ফেলে এত সজা॥
কোন্ বাঁধনে বাঁধার টান,
কার ডাকেতে ভুলে গেলে এত মান,
কার গানেতে মিশিয়ে সুতান উড়িয়ে দিলে প্রেমের ধ্বজা॥
আজ খেল্‌বে বল কিসের খেলা,
কার বা মনের ভুল্‌বে মলা,
এ যে নয়কো নূতন সাজের ছলা, সেজে কত সাজাও সাজা॥

নারায়ণ।—

গীত।

খেলা খেলিতে আসা।
বেদন-ব্যথায় আকুল হিয়ায় জাগাইব আজ সুখ-আশা॥
তমসাভরা গভীর রাতি, উজল করিব জ্বালিব বাতি,
আলোকে ফিরাবো জীবনগতি বিলাইব ভালবাসা॥

৪

নারায়ণ। রঙ্গপ্রিয় সঙ্গীগণ! কেন আজ দীনের সাজে সেজেছি, জান? কেন আজ পরম যত্নে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যের উপবনে মাটির সিংহাসন পেতেছি, জান? কেন তোমরা রাখাল সেজে রাখালের সঙ্গী, জান? আমার মর্ম্মের ভাবে প্রাণের ভাষায় আজ তা বুঝিয়ে দেবো। আশা ছিল আস্‌বো না, কিন্তু কর্ম্মের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম-সমাধানে আস্‌বো না বল্‌লেই কি আসা হয় না? আকুল-আহ্বানে আমার বৈকুণ্ঠের নিশ্চিন্ত বিলাসের আসন টলিয়ে দিয়ে অব্যক্ত আকর্ষণে টেনে এনেছে একটী মূর্ত্তিমান দরিদ্র শিশুজীবন—ভক্তিমান কুশধ্বজ; তার প্রাণের ডাক কি সহজ ডাক! সে কি সহজ কান্না! না এসে কি করি ভাই? চল না, আর একটু এগিয়ে যাই; অন্তরালে থেকে দেখ্‌বে এসো, ভক্তবীর কুশধ্বজকে নিয়ে কেমন প্রাণখোলা রঙ্গ করি।

[সহচরগণ পূর্ব্বোক্ত গীতের প্রথম চরণ গাহিতে গাহিতে
নারায়ণের সহিত প্রস্থান করিল।]

কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। কেন এমন হয়? ক্ষিদের জ্বালায় জ্বলি—খেতে পাই না। জগতে কি সবাই এমনি—সবাই কি খেতে পায় না? সবাই কি আমার মত, আমার বাবা মা ভাইয়েদের মত কাঁদে? এই যে কত গাছ, গাছে কত ফল ফলেছে; এ সকলের একটিও কি আমাদের জন্য নয়? গাছের মিষ্টি ফল গাছে থেকে দোল খায়, আমি শুধু দেখি; কি করবো! ও তো আমার নয়, গাছের ফল গাছেই থাক্‌বে। সে তো জানে না আমার কত ক্ষিদে! আমি যে ভিখারীর ছেলে, তাই ক্ষিদে আমার—চোখের জল আমার—যন্ত্রণা আমার,—আমার দিকে তো কেউ ফিরে চাইবে না!

গীত।

হরি দয়াময় করুণায় কর করুণা।
ক্ষুধার যাতনা সহে না সহে না, সহে না মরম-বেদনা॥
আমার বাবার চির-দৈন্য,
সবার পেটে নাইকো অন্ন,
আমার মা চির-বিষণ্ণ দেখিতে কি তুমি পাও না?

ফলের চুপড়ি লইয়া গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী
নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।— ওরে কুশী রে, কেন রোদনে রোদন বাড়ালি?
কেন টেনে এনে হেন অভিমানে কঠিন বাঁধনে বাঁধিলি॥
আয় কুশী ভাই আর দুঃখ নাই,
দুঃখ পেলে তুই আমি দুঃখ পাই,
কুশধ্বজ।— কে তুমি আমার বল না ভাই,
করুণার তব তুলনা যে নাই,
নারায়ণ।— আয় কাছে আয় মুছাই আঁখিজল,
এনেছি রে যত্ন ক'রে বনের মিষ্টি ফল,
কুশধ্বজ।— পরের তরে এমন সরল,
কে তুমি গো প্রাণটী কোমল,
নারায়ণ।— পরের তরে কাঁদি ব'লে ডেকে এনে কাঁদালি॥

নারায়ণ। কুশী! তোমাদের বড় দুঃখ—তোমরা বড় গরীব! এই নাও ভাই, এই ফলগুলো তোমায় দিলুম। কেমন মিষ্টি ফল! বড্ড ক্ষিদে তোমার; তুমি খাও, আর তোমার বাপ মা দাদাদের জন্যে ঘরে নিয়ে যাও। আজ এখন আসি ভাই! যখন আবার ক্ষিদে পাবে,

মিষ্টি-মিষ্টি ফল নিয়ে আস্‌বো। ঐ খোলা মাঠে গরুগুলো রয়েছে, তাড়িয়ে আনি—কেমন? [প্রস্থান।

কুশধ্বজ। কেমন মিষ্টি কথা—কেমন দয়ার প্রাণ! রাখালের ছেলে মাঠে গরু চরাতে এসে, আমি কাঁদ্‌ছি দেখে দয়া ক'রে কত মিষ্টি ফল হাতে দিয়ে গেল! ঐ যা, তার নামটী তো জিজ্ঞাসা করা হ'লো না! আবার আস্‌বে বল্‌লে; এলে জিজ্ঞাসা করবো। রাখালের ছেলে! রাখালের ঘরে অমন ছেলে জন্মায়? অমন মিষ্টি কথা কইতে পারে? যার অমন রূপ, অমন মিষ্টি কথা, না জানি তার নামটীও কত মিষ্টি! একটা ফল খাই, বাকিগুলো বাপ মা দাদাদের জন্যে নিয়ে যাই।

রতন দত্তের প্রবেশ।

রতন। আ-মরি-মরি, বলিহারি রতনদত্তের যত্নের বাগান! বরাত রে, তোর বালাই নিয়ে মরি! পয়সা গেছে বটে, কিন্তু এমন সোনার চাঁদ বাগানখানা হাতে না এলে একটা আপশোষ থেকে যেতো! আ-ম'রে যাই, বাগান দেখে আমার কবিতা রচনা করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে! এমন ফলন্ত বাগান তো আমি বাপের জন্মে দেখি নি; একেবারে দেশশুদ্ধু গাছের ফল পাতায় পাতায় ডালে ডালে ঝোলাঝুলি করছে! বেঁচে থাক্—বেঁচে থাক্ আমার সোনার মাটির ফলভরা পয়মন্ত বাগান! চাঁদকপালে রতন দত্তের কপালখানা আঁতুরঘরে ষেট্‌রাপুজোর দিন থেকেই আষ্টে-পিষ্টে জ্বল্‌জ্বলে! যদি কাণাকড়ির বীজ বুনে দিই, তাই থেকে মাভৈঃ-মাভৈঃ ক'রে গজিয়ে উঠ্‌বে রূপোর গাছ, বড় বড় সোনার পাতা, রাশি রাশি হীরের ফুল, লাখ লাখ জহরতের ফল! এ একেবারে জলজ্যান্ত ঘটনা! একখানি মুদ্রা যাকে ধার দেবো, তার

পরকাল ঝরঝরে আমার হাতেই! আসল থেকে প্রসব করবেন সুদ, সুদের ব্যাটা সুদ, তার বেটা সুদ, দেখতে দেখতে অফুরন্ত বংশবৃদ্ধি—একেবারে ভিটেমাটি চাটি! ভালই বল আর মন্দই বল, এই হ'চ্ছে রতন দত্তের হাতযশ। বেঁচে থাক্ তুই দত্তের পো, তোর ছপ্পরফোঁড়া কারবারের জয়-জয়কার হোক্! সুদখোর ব'লে লোকে নিন্দে করে—ব'য়ে গেল! আবার গায়ের জ্বালায় বলা হয়, রতন দত্ত মহাজন নয়—সাক্ষাৎ কাঁচাখেগো মহাযম! তাই তো—যমই তো! [কুশধ্বজকে দেখিয়া] আ-ম'লো, এ বেটা আবার কে রে? ব'সে ব'সে মনের সাধে এক চুপড়ী টাট্কা ফল সাবাড় করছে! ওরে বেটা সর্ব্বনেশে পুঁট্কে চোর! ফলন্ত বাগান পেয়ে একবারে পোয়া বারো দেখতে পাই যে! ভারি মজা—নয়? খোসমেজাজে পাড়া হ'চ্ছে আর খাওয়া হ'চ্ছে! তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে গলায় দই বসে, এই বয়েসে চুরি-বিদ্যে শিখেছ? রাখ্ ঝুড়িশুদ্ধু ফল; ওঠ্—দাঁড়া!

কুশধ্বজ। কই, আমি তো চুরি করি নি; ক্ষিদের ব্যথা বুকে নিয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছি, চুপড়িভরা ফল নিয়ে একটা রাখালের ছেলে আমায় খেতে দিয়ে গেল।

রতন। এঁ্যা, এ ব্যাটা বলে কি? একা রামে রক্ষে নেই, তার ওপর আবার সুগ্রীব! কি সর্ব্বনাশ—এর ওপর আবার রাখাল! কদ্দিন বাগানে আস্ছিস—এঁ্যা, কদ্দিন বাগানে আস্ছিস? একেবারে বাগান খালি ক'রে দিয়েছে গা! চতুর রতন দত্তকে একেবারে ফতুর ক'রে ছাড়্লে! দে—ফলের ঝুড়ি দে! এখনো ধ'রে রইলি যে? দাঁড়া—ডাক্ছি একবার নগর-কোটালকে, ডেকে তোমায় যমের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করছি! [ঝুড়ি ধরিয়া] ছাড়্ হতভাগা—ছাড়্! আবার গায়ের জোর দেখানো হ'চ্ছে!

কুশধ্বজ। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, মুখ থেকে ক্ষিদের খাবার কেড়ে নিও না গো কেড়ে নিও না; এ থেকে আমি আর একটীও খাবো না, আমার বাপ মা দাদাদের জন্যে নিয়ে যাবো। ওগো, তুমি দেখ নি—তুমি জান না তাদের কত ক্ষিদে! তারা আজ দু'দিন উপবাসী—মুখে একরত্তি জল দেয় নি।

রতন। তবেই তো আমার চোদ্দ পুরুষ নরকস্থ হ'লো—আমার ভিটেয় ঘুঘু চ'রে গেল! তো বেটার বাপ মা দাদারা খেতে পায় নি ব'লে আমার তো ঘুম ধরছে না! উপুসী ছারপোকা, তাই সগুষ্টি মিলে আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছ—এঁ্যা!

কুশধ্বজ। আমার মত দীন দুঃখী এত বড় বাগানের দু'টো ফল খেলে কোনো ক্ষতি হবে না।

রতন। বা রে পুঁটকে চোর, আবার ঘটা ক'রে বেদব্যাসের বক্তৃতা দেওয়া হ'চ্ছে! ওরে হতভাগা, গরীবের ঘরে জন্মালে গরীবের মতই থাকতে হয়। জোটে খাবি, না জোটে না খাবি; খুব ক্ষিদে পায়, মাটি—মাটি খেয়ে ক্ষিদে মেটাবি। বুকে ব'সে দাড়ী ওপড়াচ্ছেন, আবার লম্বা লম্বা কথা দেখ! ফের যদি তর্ক করবি, দেবো ঠাস্-ঠাস্ ক'রে চড়িয়ে।

কুশধ্বজ। আপনার ঘরেও তো ছেলে আছে—তাদেরও তো ক্ষিদে পায়! তাদের মুখে ক্ষীর সর না দিয়ে একদিনের জন্যও কি একটু মাটি তুলে দিতে পারেন?

রতন। বটে; এই বয়সে জেঁপোমিটুকু তো বেশ শিখেছ! ওরে হতভাগা! ছেলেরা ক্ষীর সর খায় তার বাপ মার পুণ্যিতে। বড় বড় ঘরে জন্মালেই ক্ষীর সর খায়। ভাগ্যি করা চাই—ভাগ্যি করা চাই।

কুশধ্বজ। গরীবের ক্ষীর সরের ক্ষিদে হয় না; ক্ষিদে যার, তা তুমি জান না। তুমি তো দেখ নি আমার মার আধমরা দেহ, দেখ নি তো আমার দাদাদের চোখের জল; যদি দেখ্‌তে তুমি, আমায় তিরস্কার কর্‌তে না। ওগো, আজকের মত ফলগুলো দাও, আর আমি কোনো দিন তোমার বাগানে আস্‌বো না—বাগানের দিকে ফিরেও চাইবো না—বাগানের একটী ফলও মুখে তুল্‌বো না; শুধু আজ— এই একটী দিনের জন্য ফলগুলি ভিক্ষে দাও! আমায় তো তুমি চেনো; আমরা কত গরীব, তা তো তুমি জানো! আমরা গরীব ব'লেই আমার বাপ মা আজও তোমার ধার শুধ্‌তে পারে নি।

রতন। কে বাপধন, তুমি আমার সাত-পুরুষের কুটুম? ও— তাই তো বলি, সিধুঠাকুরের পাথুরে জ্যাঠা ছেলে কুশো না? বটে— ভালই হয়েছে, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে। মুদ্রার তাগাদায় বেরিয়ে হাতে নাতে চোরও ধরা হ'লো। চল্‌ তোর বাপের কাছে; এই একটী একটী ফলের দাম একটী একটী মুদ্রা ধ'রে দিতে হবে বাছাধন! এ আমার সুদী কারবারের সখের বাগান; বাগানের ফল অমনি আসে না, কামড় দিতে অনেক কাঠ-খড় চাই।

কুশধ্বজ। ওগো! তুমি কঠিন হও—পাষাণ হও, আমাদের দুঃখ একটিবার বুঝ্‌তে চেষ্টা কর! কেন বুঝ্‌বে না? তুমিও তো মানুষ! মানুষের দুঃখ মানুষ যদি না বোঝে, তবে কি জন্যে মানুষের সৃষ্টি? তুমি তিরস্কার কর—প্রহার কর, তবু আমি এ ফল দোবো না— কিছুতেই দোবো না।

রতন। তবে রে বামুনের পো! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ভাব্‌লুম বামুনের ছেলে অজান্তে ক'রে ফেলেছে এক কাজ, মুদ্রা ধ'রে নিলেই চল্‌বে—গায়ে আর হাতটা তুল্‌বো না, তা নয়; হাত তোলালি,

তবে ছাড়্লি ! ছাড়্ ফলের ঝুড়ি—ছাড়্ বল্ছি ! তোর বামুনের নিকুচি করেছে—[প্রহার] এই চড়ের উপর চড়, এই ঘুসির ওপর ঘুসি—[প্রহার] ছাড়্ বলছি—[ফলের ঝুড়ি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা ।]

কুশধ্বজ। না—আমি ছাড়বো না ; আমায় মার কাট, তবুও না।

রতন। বটে ; আবার গায়ের জোর দেখানো হ'চ্ছে ! হাতের কাছে ফলন্ত বাগান পেয়ে আষ্টে-পিষ্টে আমার সর্ব্বনাশ করতে বসেছ, আবার ট্যাকটেকে কথা ! এ্যাঁ ! চুরি কি রে হতভাগা ? আমার বাগানের ফল—[পুনঃ প্রহার]

কুশধ্বজ। ও মা—মা গো—ম'রে গেলুম গো—

রতন। ওঃ, ম'রে গেলি তো আমার ভারি ব'য়েই গেল ! একে পরের ছেলে, তার ওপর চোর ; তো বেটার ওপর আমার দরদ কিসের রে ? পাজি হারামজাদকে আজ চড়িয়ে মেরে ফেল্বো ! [প্রহার করিতে করিতে] আর চুরি কর্বি ? আমার বাগানের ফল—এ্যা ?

কুশধ্বজ। ও মা—মা গো—আমায় মেরে ফেল্লে—

লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। কুশী ! কুশী ! কি হয়েছে বাবা ? এ কি, দুধের ছেলেকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করছেন, কে আপনি ? এ কি, দত্তমশায় ? কি অপরাধ করেছে কুশী আপনার নিকটে ? যদি তাই হয়, বালক-বোধে মার্জ্জনা করুন। ছিঃ-ছিঃ, কেমন প্রকৃতি আপনার ? ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন কুশীকে আমার ! সহস্র অপরাধে অপরাধী হোক্, তবু মার সাম্‌নে ছেলেকে অমন ক'রে মার্‌বেন না !

রতন। অত দরদ যদি, গুণধর ছেলেকে আঁচলের খুঁটে বেঁধে রাখ্‌তে পার না ! একটুখানি ছেলে—গলা টিপ্‌লে প্যাঁক-প্যাঁক ক'রে

দুধ বেরোয়, বেটা আমার খোরাকে ভাগ বসাতে বসেছে! কি সর্ব্বনাশ! এ সব দেখে শুনে আমি যে এখনো পাগল হই নি, এই আমার বাপের ভাগ্যি! ওরে বাপ রে—বাপ রে—বাপ রে, চুরি! এক ঝুড়ি ফল পেড়ে হারামজাদা রাক্ষসের মত আমার মাথা খেতে বসেছে! মারবে না? হতভাগাকে আজ যমের বাড়ী পাঠাবো, তবে আমার নাম—[প্রহার]

লক্ষ্মী। শান্ত হোন্—শান্ত হোন্ দত্তমশায়! অবোধ বালক যদি ভুল ক'রে একটা কুকাজ ক'রে থাকে, তার কি মার্জ্জনা নেই? মহৎ আপনি, আপনার এত বড় বাগানের অফুরন্ত ফলের দু'টো পেড়ে খেলে কোনো ক্ষতি হয় না। আমি বামুনের মেয়ে—আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি, শিশুর অপরাধ মার্জ্জনায় আপনার বাড়-বাড়ন্ত হবে! [রতন দত্ত তখনও কুশধ্বজকে মধ্যে মধ্যে প্রহার করিতেছিল।] ছিঃ ছিঃ, এত নিষ্ঠুর আপনি? দু'টো ফলের মায়া আপনার এত বেশী? এই উপবাসী শিশুর মুখখানা কি আপনার কাছে কিছুই নয়? এখনো আপনি পীড়ন করছেন? দত্তমশায়! আমার অনুরোধ—দুধের বাছা আজ দু'দিন কিছু খায় নি, আর তাকে প্রহার করবেন না।

কুশধ্বজ। ও মা, তুমি নিষেধ কর না মা! আর আমি বাগানে আসবো না—আর আমি একটি ফলও দাঁতে কাটবো না!

লক্ষ্মী। ওরে কুশী, বাপ রে আমার! পরের বাগানে কেন এসেছিলি বাবা? গরীবের বাছা, কেন তোর এত ক্ষিদের জ্বালা? ওরে গরীবের যে ক্ষিদে থাকতে নেই! এত ক্ষিদে যদি, তবে মুখ ফুটে আমায় বললি নি কেন? আমি মা—আমি তোকে গায়ের মাংস কেটে খেতে দিতুম।

রতন। গরীবের যে রাক্ষুসে ক্ষিদে! তাই হতভাগা আমারি

বুকে ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়োচ্ছে, আর রাক্ষসের মত আমারি গায়ের কাঁচা মাংস খাচ্ছে! হতভাগাকে—[প্রহার]

লক্ষ্মী। কি কর্‌ছেন—কি কর্‌ছেন দত্তমশায়? এত পাষাণ—এত নিষ্ঠুর আপনি? আপনার হাত উঠ্‌ছে ক্ষুদ্র অপরাধে অপরাধী একটা শিশুর উপর অত্যাচার করতে? তাই করুন—একেবারে মেরে ফেলুন! জগতে দরিদ্রের কি প্রয়োজন? কি তাদের জীবনের মূল্য? কি সাধে সে বেঁচে থাক্‌বে? বিশ্বের এক কোণে এক দরিদ্র পরিবার—তার একটুকরো দুঃখের বোঝা পৃথিবীর বুক থেকে স'রে গেলে জগতের ইতিহাস তো কলঙ্কিত হবে না! আরও পাষাণ হও! ভগবানের সৃষ্টির বুকে আদর্শ মানুষ তুমি—তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে তুমি আরও পাষাণ হও; দেখ, পাষাণ বুকে পাষাণের আঘাত কত সহ্য করতে পারি!

রতন। থাম্ মাগী, থাম্; অমন হাউ-হাউ ক'রে চীৎকার করলেই রতন দত্তের প্রাণ গল্‌বে না? চ্যাঁচাতে হয়, বুক চাপ্‌ড়াতে হয়, ঘরে গিয়ে করগে যা! কচি ছেলেই হোক্ আর তের্‌কেলে বুড়ো-হাবড়াই হোক্, রতন দত্তের মুণ্ডুপাতে যিনি হাত বাড়িয়েছেন, তিনিই ধনে-প্রাণে মরেছেন! অন্যায় করলেই দেখ্-মার—আর মুখটী বুজে চুপ ক'রে স'য়ে যেতে হবে!

লক্ষ্মী। কত আর সইবো দত্তমশায়? ভগবান কত শক্তি দিয়েছেন সহ্য করবার? আপনি জানেন না, দেখেন নি, বুঝি সন্ধান পান নি, কি সহ্য করেছি আমি আমার দৈন্যভরা ভগ্ন কুটীরে ব'সে! দারিদ্র্যের সকল অধিকার আমাদের কুটীরে; জল নেই, রৌদ্র নেই, ভিক্ষার ঝুলি হাতে তুলে দিয়ে স্বামীকে নিত্য নিত্য ভিক্ষায় পাঠাই। তিনটী অবোধ সন্তান, যেদিন ভিক্ষা মেলে না, সপরিবারে গাছের পাতা খেয়ে

দিনযাপন করতে হয়। আরো শুনবেন? আজ দু'দিন আমার স্বামী পুত্র উপবাসী; তাদের সে উপবাসের যন্ত্রণা আপনি বুঝতে পারবেন না, আমি জানি—আমি বুঝি! তাই দীন বুভুক্ষু সন্তানের অপরাধের প্রহার আমি এসেছি পিঠ পেতে নিতে। আয় তো মায়ের সন্তান, আয় তো কুশী আমার বক্ষাশ্রয়ে, দেখি রতন বেনের ক্রুদ্ধ আঁখি অবিচারের শাসন কতখানি শক্তিবিস্তারে সক্ষম! ওরে নির্ম্মম! ওরে কুশীদজীবি! আয় তো দেখি তোর অর্থের দাম্ভিকতায় অত্যাচারের বন্যা নিয়ে! দেখি, তোর মত কত রতন বেনে জননীর বক্ষাশ্রিত সন্তানের শোণিতশোষণে তৃপ্তির প্রয়াসী! তোলো তোমার শাসন-বেত্র: আমি সহ্য করবো, যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল চৈতন্য চমকিত হ'য়ে স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত সত্তা হারিয়ে বিমুগ্ধ হবেন নির্ব্বাক-বিস্ময়ে নীরবতায় অবিকল পাষাণের মত!

রতন। দাঁড়াও, আজ নগর-কোটালকে ডেকে তোমাদের পাষাণ বুকে পাষাণ চাপাবার ব্যবস্থাটা ভাল ক'রেই করছি!

রাঘবসেনের প্রবেশ।

রাঘব। নগর-কোটাল কিন্তু এমন পাষাণ নয় যে, তোমার তুল্য পাষাণের উপর আরও কাঠিন্যভরা পাষাণ রচনা ক'রে সৃষ্টির কোমল বুকে নিষ্ঠুরতায় চাপিয়ে দেয়। দত্তমশায়! ভগবান ব'লে একজন মাথার উপরে আছেন, মানুষ মাত্রকেই তা মানতে হয়—আর তাঁর বিচারও ঠিক খাঁটী নিক্তির ওজনে। তাঁরই কর্ম্ম-চাতুর্য্যে তুমি আজ কুশীদজীবী, এরা আজ উপবাসী ভিক্ষুক, আর আমি মহারাজ যযাতির সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষক নগর-কোটাল। ভগবানের চক্রে তুমি আজ অত্যাচারী, আর তাঁরই প্রেরণায় আমি আজ অত্যাচারীর দলনযন্ত্র।

কোমল বুকে পাষাণ চাপাতে তোমার মত পাষাণের সৃষ্টি, আর তোমার মত পাষাণের বুকে পাষাণ চাপাতে আমার সৃষ্টি। প্রহারে ব্যথার বোঝা বুকে তুলে দিতে তুমি বড় তৎপর, তাই ভগবানও আমায় পাঠিয়েছেন সেই ব্যথার বোঝা কত মিষ্টি লাগে, নিখুঁতভাবে তোমায় বুঝিয়ে দিতে। একটু চেকে দেখ না—অনুভব কর না, এই শান্তির ডাণ্ডা—ঠিক এই এমনি ক'রে—[রাঘব রতন দত্তকে প্রহার করিতে লাগিল, ইত্যবসরে লক্ষ্মীময়ী কুশধ্বজকে লইয়া চলিয়া গেল।]

রতন। ওরে বাপ রে! আঃ—আচ্ছা হয়েছে!

রাঘব। হ'তেই হবে—এ যে শান্তির ডাণ্ডা! অবুঝের দ্বন্দ্বের বুকের এমন আর দ্বিতীয় প্রলেপ নেই; তুমি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব কর। এর প্রলেপ তো দূরের কথা, যতক্ষণ চোখের সামনে এই মহা-পুরুষ লক্-লক্ করবেন, অন্ততঃ ততক্ষণ সকল বিষয় বোঝ্‌বার কোনো কষ্ট হবে না। এমনি ওষুধ যে, অবোধ্য বিষয় সহজেই মীমাংসা হয়, আর জলের মত পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়। অবুঝকে বোঝাবার জন্য এ জিনিষটা ভারি দরকার; আর এটা যে ভগবানের দান, তাও মনে রাখ্‌তে হবে। এ শান্তির ডাণ্ডা এমন নয়; এতে বোবার বোল্ ফোটে—দুষ্টু টিট্ হয়—ভূতের দলও দোরস্ত হয়। তুমি কারবারী লোক, তুমিও যে জান না, এমন নয়। একটু আগে তুমিও তো বল্‌ছিলে, এই শান্তির ডাণ্ডা ঠিক এই এমনি ক'রে—[পুনঃ প্রহার]

রতন। আঃ—ওরে বাপ রে—বাপ রে—

সিদ্ধার্থের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থ। কি—কি, ব্যাপার কি—ব্যাপার কি? সর্ব্বনাশ! একি, দত্তমশায়!

রতন। যাক্—থাক্, ঢের হয়েছে; দত্তমশায় ব'লে আর কাষ্ঠ-আপ্যায়িত করতে হবে না। বলি হ্যাঁ হে সিধুঠাকুর! তোমার জন্যে যে আমার মান-মর্য্যাদা সব যেতে বস্‌লো হে! মুদ্রা ধার দিয়ে কি এমন অপরাধ করেছি যে, আমায় প্রহার পর্য্যন্ত পরিপাক করতে হ'চ্ছে? কোথায় এলুম সুদের তাগাদায়,—যাবার পথে ভাবলুম, খরচ ক'রে বাগান তৈরী করেছি—একবার দেখে যাই ফল-টল ফলেছে কেমন! দেখি, তোমার ঐ ডাংপিটে ছেলে—ঐ কুশোটা—কখন পেড়েছে কে জানে—এই একরাশ ফল নিয়ে চুপড়িতে সাজিয়ে কাঁউ-কাঁউ ক'রে গিল্‌ছে! আমার সহ্য হ'লো না বাপু! অপরাধের মধ্যে কুশোটার গালে পিঠে দু' চারটে চড় বসিয়েছি—এই! তা বল্‌বো কি, তোমার পরিবার তো তাড়কা রাক্ষসীর মত খাই-খাই ক'রে তেড়ে এলো; তার ওপর ইনি এসে ইচ্ছামত খাচ্ছে-তাই প্রহার অপমান কিছু আর বাকি রাখ্‌লেন না। মুদ্রা ধার নিলে তুমি, ফল চুরি করলে তোমার ছেলে, আর অপরাধী হ'লুম আমি; বাঃ রে ব্যবস্থা!

রাঘব। মহারাজ যযাতির রাজ্যে সকল ব্যবস্থাই ঠিক আছে। তাই তোমার কর্ম্ম যেমন দীন-দুঃখীর ছেলে শাসন করা, আমার কর্ম্ম তেমনি তোমার মত সাংঘাতিক জানোয়ার শাসন করা। দত্তমশায়! ক্ষুধার যন্ত্রণায় একটা গরীবের ছেলে না হয় আপনার বাগানের দু'টো ফলই খেয়েছে, তা ব'লে তাকে শৃগাল-কুকুরের মত প্রহার! মহারাজ যযাতির ধর্ম্ম-রাজ্যে আপনি কত বড় মহাপাপী, তাই আপনাকে আজ একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলুম। এখনো যদি না বুঝে থাকেন, আপনার মুখের কথা পেলে এই শাস্তির ডাণ্ডা চালাতে আমিও দস্তুরমত প্রস্তুত!

রতন। বলি কি হে সিধুঠাকুর, কথা কইছো না যে? যাক্—

যা হবার হ'য়ে গেছে ; এখন পাওনাদার আমি, আস্তে আস্তে সুড়-সুড় ক'রে আমার পাওনা মুদ্রাগুলি বার ক'রে দাও দেখি !

রাঘব। তার জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ আবেদন করতে পার ; কিন্তু অত্যাচার ক'রে মুদ্রাগ্রহণের আশা পরিত্যাগ কর। তোমার মজ্জাগত রুচির যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তা হ'লে আবার এই শান্তির ডাণ্ডা—

রতন। আপনি এই গোলযোগের মধ্যে কেন এলেন বলুন দেখি ? আমাদের দেনা-পাওনার বিষয় নিজেরাই বুঝে প'ড়ে নিচ্ছি। আপনি যান—যান, আমরা একটা মিট-মাট ক'রে নিচ্ছি !

রাঘব। কি বলেন ব্রাহ্মণ ? আপনি নিজেকে নির্ভয় মনে করলে আমায় বিদায় দিতে পারেন।

সিদ্ধার্থ। কোটালমশায় ! আপনি নিশ্চিন্তমনে বিদায় গ্রহণ করতে পারেন। সত্যই আমি ঋণী ; উনি এসেছেন আমার কাছে প্রাপ্য মুদ্রা গ্রহণ করতে। আর আমার দুষ্ট ছেলেকে শাসন করতে যদি সামান্য প্রহারই ক'রে থাকেন, তাতেও আমি ক্ষুণ্ণ নই। এ বাগান ওঁরই ; আমার ছেলে অভাবের তাড়নায় সত্যই হয় তো চুরি করেছে ! উনি কিছুই অন্যায় করেন নি ; বণিকমশায়ের কাছে আমিই সকল প্রকারে অপরাধী।

রাঘব। উত্তম ; তবে আমার প্রতিবাদ করবার কিছু নেই। কিন্তু সাবধান দত্তমশায় ! ব্রাহ্মণের উপর অন্যায় অত্যাচার করবেন না— বিশেষতঃ দরিদ্রের উপর। প্রজাবৎসল মহারাজ যযাতির নিয়ম-শৃঙ্খলা তোমার ইচ্ছার উপাদানে তৈরী নয় ; তাঁর লক্ষ্য ন্যায়-ধর্ম্মে, তাঁর লক্ষ্য সুবিচারে,—অবিচারের তিনি পূর্ণ প্রতিবাদী।

[প্রস্থান।

রতন। [রোষকষাইতনেত্রে] বলি হ্যাঁ হে সিধুঠাকুর! কি ঠাউরেছ বল দেখি? অপমান মার প্রহার যতদূর হবার, তা তো হ'য়ে গেল! তা যাক্, বেশ হয়েছে; এখন ঋণের কড়িগুলো ফেলে দিয়ে আমায় রেহাই দাও তো দেখি! আমার এই শেষ কথা, সুদ আসল আজই সব চুকিয়ে দেওয়া চাই!

সিদ্ধার্থ। দত্তমশায়! আপনি বিরক্ত হবেন না; আমার মনের অবস্থা, আমার সংসারের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন।

রতন। আর রতন দত্তের অবস্থাও তো তুমি জান বাপু!

সিদ্ধার্থ। জানি; আমি পরমুখাপেক্ষী পরপ্রত্যাশী ভিক্ষুক, আপনি ধনজনভোগী কৃতী পুরুষ; আপনি পরমানন্দে বসবাস করছেন দাস-দাসী-পরিসেবিত সুখ-শান্তিভরা ঐশ্বর্য্যের অট্টালিকায়, আর আমি বাস করছি দারিদ্র্যের নিশ্বাসঘেরা নিদাঘতাপে তাপিত মরুভূমি তুল্য দগ্ধপ্রায় শ্মশানপ্রান্তরে; আপনি সচ্ছন্দতার শীতল স্বচ্ছ সলিলে তৃপ্তির অবগাহনে শান্তির রস-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় মুহ্যমান, আমি জ্বলন্ত আগুনের নগ্ন গর্ভে পতিত তৃষ্ণিত চাতকের তৃষ্ণার যাতনায় দহ্যমান; আপনি চিরতৃপ্তিকর রাজভোগে পরিতৃপ্ত মহান্ বলীয়ান, আমি অতৃপ্ত উপবাসক্লিষ্ট মুমূর্ষু হতজ্ঞান; আপনি দেবতাবাঞ্ছিত স্বর্গ, আমি পাপ-অধিকৃত নরক; আমার সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ।

রতন। বলিহারি! বাঃ—বেড়ে উপন্যাস তৈরী করেছ তো! এখন ও সব বাজে কথা রেখে দাও; আজ আসল আর সুদ মায় কড়া-ক্রান্তি চুকিয়ে না দিলে তোমার রেহাই নেই চাঁদ! নিত্যি নিত্যি মুদ্রার তাগাদা করতে এসে মার খেয়ে কে এমন অপমান হবে বল? তার চেয়ে দেনার কড়ি মিটিয়ে দাও, আমিও নিশ্চিন্দি—তুমিও নিশ্চিন্দি, —ব্যস!

সিদ্ধার্থ। নিশ্চিন্ত হবার উপায় কই দত্তমশায়? জানেন তো, ভিখারীর গৃহে চির-দারিদ্র্য; ভিক্ষাবৃত্তিতে আপনার ঋণ কত আর পরিশোধ করতে পারি? রতন দত্তের ঋণ শোধ করি, সে ক্ষমতা দীন হীন সিদ্ধার্থের দেহের একখানি হাড় অবশিষ্ট থাক্‌তে নয়।

রতন। বাঃ সিধুঠাকুর—বাঃ! মনে মনে বেশ জমা খরচ কেটেছ তো! শোনো সিধুঠাকুর! ঋণ শোধ না করলে উপায় নেই; অন্ততঃ সুদের কিছু ফেলে দিয়ে বউনি ক'রে আমার কারবারের খাতার মান বাঁচাও। আর দোবো না বল্‌লেই বা শুনছে কে?

সিদ্ধার্থ। কোথায় পাবো দত্তমশায়? ধর্ম্ম জানেন, আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। তবে হ্যাঁ—যদি ভগবান দিন দেন, যদি কোনো সুকৃতির ফলে এ জীবনে কখনো মুদ্রার মুখ দেখি, তবে সকলের সাক্ষীভূত সেই নারায়ণ সাক্ষী—জীবনের দুর্ব্বহ বোঝা ফেলে দিতে সর্ব্বাগ্রে আপনার ঋণ পরিশোধ করবো।

রতন। আ-ম'রে যাই—একেবারে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার দেখ্‌তে পাই যে! ও সব বাজে জ্যাঠামো রেখে দাও। আমি অভাবও বুঝি নি, স্বভাবও বুঝি নি, —কারবারের দোহাই দিয়ে আসলও বজায় রইলো, সুদও বজায় রইলো! তোমার গুণধর পুত্রের ফলচুরির অপরাধে বা ফল অপচয়ের দোষে যাবতীয় মালপত্র সহ তোমার ঐ কুটীরখানি আমায় লিখে দাও।

সিদ্ধার্থ। কি বল্‌ছেন দত্তমশায়! ঐ একখানি ভাঙ্গা কুঁড়ে, একটী দীন দুর্ব্বল অসহায় পরিবারের একমাত্র আশ্রয়স্থল, তাতে আপনার ন্যায় ধনবানের কি প্রয়োজন হবে দত্তমশায়? দোহাই আপনার— দরিদ্রকে রক্ষা করুন! বিপদের উপর আর বিপদ সৃষ্টি করবেন না; এই দুর্দ্দিনে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তা হ'লে আমায় গাছতলায় দাঁড়াতে হবে।

রতন। তা ঘর-দোর না থাক্‌লে গাছতলায় দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় কি? তোমার মত হতভাগ্যের জন্যে তো আর সৃষ্টিছাড়া দয়া বৃত্তি সৃষ্টি হ'তে পারে না! এই আমার ব্যাব্‌সা; আমি কি তোমার জন্যে ব্যাব্‌সা মাটি ক'রে দেউলে হবো? দয়া করতে গেলে অমন অনেককেই দয়া করতে হয়। দয়া কর—দয়া কর—দয়া কর! কেন হ্যাঁ—আমার মাগ-ছেলেকে ভাসিয়ে দিয়ে তোমায় দয়া করতে যাবো কেন হ্যা? আমি সাদা কথা বল্‌ছি বাপু, ও কুটীরেও আর ঢুক্‌বে না, আর তৈজসপত্রেও হাত দেবে না; ভাল মানুষের মত কথা শোনো, নইলে হিতে বিপরীত হবে। আমি চাবি দেবার ব্যবস্থা ক'রে যাই।

সিদ্ধার্থ। দরিদ্রের এই একটা অনুরোধও কি রক্ষা করবার আপনার শক্তি নেই? একটু দয়া করবারও কি আপনার অধিকার নেই?

রতন। কই আর পার্‌ছি বল? কথায় বলে—মহাজন যেন গতাঃ স পন্থা। তোমার অনুরোধে পিতৃ-পুরুষের বাক্য, গুরু মহাজনের কঠিন আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কি শেষে নরকস্থ হবো? ব্যাব্‌সা যে কি দায়িত্ব পূর্ণ, তুমি তা কি বুঝ্‌বে? ব্যাব্‌সা করতে গেলে খাতিরও চলে না, আর দয়া-দাক্ষিণ্য দেখালেও চলে না। তুমি ভিখিরী বামুন, ব্যাব্‌সার মূল্য তুমি কি বুঝ্‌বে?

সিদ্ধার্থ। সত্য, এ অতি প্রগল্‌ভতা। শৃগাল-কুক্কুরের অধম ভিখারীর আবার মনুষ্যত্ব কোথায়? তার বিবেক কোথায়? জ্ঞান কোথায়? ধারণাশক্তি কোথায়? সে যে চিরদিন পরপ্রত্যাশী—পরের হাতের যন্ত্র-পুত্তলিকা! আমি ভুলে গিয়েছিলুম দত্তমশায়! ভাল, তাই হবে; আমি আর ওই কুটীরে প্রবেশ করবো না। তবে আর একটী ভিক্ষা দেবেন কি?

রতন। আচ্ছা—বল শুনি; সাধ্যায়ত্ত হ'লে দিলেও দিতে পারি।

সিদ্ধার্থ। একটা মাটির কল্‌সী ঐ কুঁড়ে ঘরে আছে; ছেলেরা আর তাদের গর্ভধারিণী তাই থেকে জল খায়। সেই কলসীটী আপনার কাছে ভিক্ষে চাই।

রতন। ওরে বাপ্‌রে, কি সর্ব্বনেশে কথা! ভাগ্যে মনে ক'রে দিলে তাই, নইলে ঠোকে গেছ্‌লুম আর কি! মাটির কলসী বেচ্‌লে কিছু না হোক্, দশ কড়া কড়িও তো হবে! না বাপু, অমন বেয়াঁড়া অনুরোধ ক'রো না—ও কলসী আমি দিতে পার্‌বো না।

সিদ্ধার্থ। তবে তারা জল খাবে কিসে?

রতন। যেমন বরাত, তেমনি ব্যবস্থা; জল খাবে হাতের আঁজলায়। মর্‌বার বয়েস হ'লো, এখনো নিজের অঁবস্থা বুঝ্‌লে না? ভিখিরীর মাগ-ছেলে জল খাবে, তার আবার হাঁড়ি-কলসী ঘটী-বাটি কি দরকার হ্যা?

সিদ্ধার্থ। ভুলে গিয়েছিলুম দত্তমশায়—অবস্থা-বিপর্য্যয়ে আমি আপনার ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পারি নি। ঠিক্ বলছেন—দারিদ্র্যকবলিত যে, তার আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কেন? পরমুখাপেক্ষী যে, তার আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কি? তাদের দেহ প্রাণের মূল্য কি? কিছু না—কিছু না দত্তমশায়! আপনি কর্ত্তব্যবোধে দরিদ্রের তৈজসপত্রগুলো নির্ব্বিবাদে চাবিবন্ধ ক'রে যান; আজই—এখনই। আমি তো আর আগ্‌লাবার জন্যে ব'সে থাক্‌বো না! আমার অনেক কাজ, এখনই স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি বড় ব্যস্ত হয়েছি; আসুন—আসুন, মহাগর্ব্বে আজ আপনার ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিগে!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

গীতকণ্ঠে গন্ধরাজের প্রবেশ।

গন্ধরাজ।—

গীত।

কেন সাধের নিশি ভোর, শূন্যে হ'লো রঙের বাটি।
রঙে ঢঙে সুরে, ঢঙ্-ঢঙ্-ঢঙ্, ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্,
বাজ্‌বে না আর পরিপাটী॥
ছিলি তুই সরেস রূপের ডালি,
ঢলঢলে তুই মধু লালি,
কিসে দাগা পেলি, বল্ কোথা গেলি, কেন ব্যথা দিলি,
তুই বল্ বুলি খুঁটিনাটি॥
মাতন হিয়া বাজ্‌তো যেই সুরে,
বাজ্‌রে বাটি বাজ্ তেমনি ক'রে,
আবার ওঠ ভ'রে নবরূপ ধ'রে, দোল্ ঢঙ্ ক'রে,
আমায় মাৎ ক'রে তোর ছুটী॥

শর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

শর্ম্মানন্দ। গন্ধরাজ! গন্ধরাজ! আমাদের তিন সাত্তে তিপ্পান্ন পুরুষের গৌরব শ্রীমতী চন্দ্রাবতী ডুলি থেকে নেমে সরাসর প্রায় সভায় উপস্থিত—একেবারে সাক্ষাৎ চাতকিনীর মত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যযাতির দর্শনপ্রার্থিনী! এখন ভুরভুরে গন্ধরাজ! একটা নির্ঘণ্ট ক'রে দাও দেখি—শ্রীমতীকে বাগানে চালান দেবো না সভায় টেনে আনবো?

গন্ধরাজ। মহামহোপাধ্যায় শর্ম্মানন্দ যখন কর্ম্মাবতার হ'য়েও চন্দ্রাসুন্দরীর আগমনে একেবারে মাথা খারাপ ক'রে ফেলেছেন, তখন ব্যবস্থাপত্র আমাকেই করতে হবে; সুতরাং দুর্গা ব'লে একবার এগিয়ে দেখি।

[প্রস্থান।

শর্ম্মানন্দ। হ্যাঁ, ভারি মন্দ—শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর! যাও না একবার, এই তালে অগস্ত্যঠাকুরের চোখে পড়্‌লে উল্‌টে তোমার ব্যবস্থা তিনি কর্‌বেন! ওরে বাপ্ রে, একবার কট্‌মটিয়ে চাইলে কি আর রক্ষে আছে! একেবারে চাকা উল্‌টে দিয়েছে! মহারাজের কানে কি যে মন্তর দিলে, সর্ব্বদাই যেন কি রকম ছম্‌ছমে ভাব—হ্যাঁও নয়, ছঁ ও নয়—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই,—অথচ বারোতে আছেন। কি সর্ব্বনেশে মুনি বাবা! দিব্যি রঙের নেশা, অফুরন্ত আমোদ, ফূর্ত্তির ফোয়ারা—ব্যস, কোথা থেকে বাবা রাঘব-বোয়াল ওই অগস্ত্য এসে ঘুরোণ চাকা ইচ্ছামত উল্‌টো ঘুরিয়ে ছাড়্‌লে! নাও—এখন ঘুরপাক খাও!

গন্ধরাজসহ চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। নমস্কার শর্ম্মানন্দ-ঠাকুর, ভাল আছেন তো?

শর্ম্মানন্দ। রি-রি-রি—কট্-কট্-কট্-কট্—কোঁ-কোঁ—পাপীচ-পাপীচ—কি খাস্—কোথায় যাস্—ফুড়ুৎ! যদি-চ ফুড়ুৎ, তথাপি আপনি বেশ ভাল আছেন তো?

চন্দ্রাবতী। কে ফুড়ুৎ গো, কে ফুড়ুৎ? আমি অত হেঁয়ালি বুঝি নি। মহারাজকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? আজকাল সভায় আসেন, না বাগানে বসেন?

শর্ম্মানন্দ। তুমি যে আমায় বসিয়ে দিলে শ্রীমতী! আমার ধারণা

ছিল, তোমার আঁচলে বাঁধা মহারাজ তোমার সঙ্গেই আস্‌ছেন। বলি, আঁচলে বাঁধা কর্পূর উপে গেল না কি?

চন্দ্রাবতী। আ-ম'রে যাই, কত ঢঙই শিখেছেন! নিজেরাই জোর ক'রে আমোদ-আহ্লাদ তুলে দিয়ে এখন ঠোক্কর মেরে মুখ নাড়া হ'চ্ছে! মহারাজ যদি ডুমুরের ফুল হ'য়ে থাকেন, তার জন্যে আমি দায়ী না কি? তিনি যা ভাল বুঝেছেন, করেছেন।

শর্ম্মানন্দ। ভালর লক্ষণ একটুও দেখ্‌ছি না সুন্দরী—মহাপ্রলয় হবে! ওই কাঁচাখেগো অগস্ত্যরূপী মহেশ্বর কুস্‌মন্তরে মাটি জল এক ক'রে দেবে। আমি বরাবর জানি, অত বড় কাঠ-গোঁয়ার ঋষি কি পৃথিবীতে আছে—ওর জোড়া নেই! একবার ক্ষেপ্‌লে কি আর রক্ষে আছে! পৈতের গোছা ধ'রে বক্‌বকম্ বক্‌বকম্ ক'রে মন্তর আওড়াবে, আর চোখ মুখ দিয়ে গল্‌গল ক'রে আগুন বেরুতে থাক্‌বে। একটা যাচ্ছে-তাই কেলেঙ্কারী করতে ওর কতক্ষণ! যাদু জানে—যাদু জানে; চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে মানুষকে গরু ক'রে দিলে, মোষকে ছার-পোকা ক'রে দিলে, সাপকে ব্যাঙ্ ক'রে দিলে, বেরালকে কুকুর ক'রে দিলে, ইট্ পাথর পাহাড় পর্ব্বত গাছপালা নদী নালা দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্দেশ রসোগোল্লা ক্ষীর রাবড়ি ক'রে দিলে। উনিই তো মহা-রাজ নহুষকে প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ ক'রে দিয়েছিলেন; আবার অপরূপ রূপবতী লোপামুদ্রাও সৃষ্টি করেছিলেন ঐ অগস্ত্য। কত আর বল্‌বো—তালে-বেতালে এই রকম বেয়াড়া বেয়াড়া কাণ্ড ক'রে বসেন। যে রকম হাওয়া দেখ্‌তে পাচ্ছি, আমাদের ধ'রে ধ'রে জলপড়া দিয়ে এক একটা ছাগল ভেড়া যা হয় ক'রে দিলেই হ'চ্ছে!

চন্দ্রাবতী। সত্যি না কি? ওমা, এমন তো কোথাও শুনি নি!

শর্ম্মানন্দ। ও আর শোনাশুনি কি, বাণ ছাড়্‌লেই হ'চ্ছে! মন্তরের

ঠেলায় মহারাজকে তো প্রায় ভেড়া করেইছে, কেবল লোম-ফোমগুলো আর ল্যাজ-ট্যাজগুলো এখনো গজায় নি। তবে ভেড়া ব'নে গেছেন— পোষা জন্তুটীর মতন অগস্ত্যমুনির পেছনে পেছনে ঘুর্-ঘুর্ ঘুর্-ঘুর্ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

চন্দ্রাবতী। তাই তো শর্ম্মানন্দ ঠাকুর, তা হ'লে কি হবে?

শর্ম্মানন্দ। আমারও তো ঐ কথা সুন্দরী—তা হ'লে কি হবে? ও এমন বেয়াড়া ঋষি নয়! যদি চণ্ডালে রাগ নিয়ে একবার পৈতের গোছা ধরে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছাইয়ের গাদা।

চন্দ্রাবতী। ওমা, সে আবার কি গো? এরই মধ্যে ছাই-ভস্ম করবে কিগো? আমার এই আশাভরা কচি বয়েস, এই বয়েসে আমার কত সাধ-আহ্লাদ—কত ফুলের গন্ধে মেতে, কত জ্যোৎস্নার হিল্লোলে ভেসে আত্মহারা হবো বিলাস-বঁধুর মধুর পরশে, আমি হবো কাঠ-গোঁয়ার ঋষির পাল্লায় প'ড়ে ছাই-ভস্ম?

শর্ম্মানন্দ। হ'তেই হবে, তা ছাড়া উপায় কি? পাল্লায় তো পড় নি চাঁদ—সোহাগ দেখাতে কাঠ-গোঁয়ার ঋষির ফাঁদে তো ভরসা ক'রে পা দাও নি! ও আর কথাটী নয়; আস্‌বে—ড্যাব-ড্যাব ক'রে চাইবে— মন্তর ব'লে টুক্ ক'রে একটু জলপড়ার ছিটে দেবে, আর সঙ্গে সঙ্গে খড়ের আঁটীর মত জ্ব'লে উঠে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে একগাদা ভস্ম! মাও বল্‌তে দেবে না—বাপ্‌ও বল্‌তে দেবে না—আর কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রাণনাথও বল্‌তে দেবে না।

চন্দ্রাবতী। বলেন কি? তারপর—তারপর? সেই ছাইগুলো কি হবে?

শর্ম্মানন্দ। কি আর হবে? আমি আর গন্ধরাজ ভায়া সেই ছাইগুলো ধামা ক'রে তুলে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দেবো; আর মিহিসুরে গাইবো—

মরিলে ভাসায়ে দিও যমুনার জলে ;
সখি ভাসায়ে দিও—
আমার সোনার অঙ্গ ভাসায়ে দিও,
আমার সোনার অঙ্গ কাঁধে ক'রে কালো জলে ভাসায়ে দিও ।

চন্দ্রাবতী । আ-ম'রে যাই ! মানুষ ম'রে বুঝি ঐরকম ক'রে গায় ?

শর্ম্মানন্দ । যে ব্যবসা বোঝে, সে ম'রে ম'রেও গায় সুন্দরী—ম'রে ম'রেও গায় ; ব্যবসার কাছে মরা বাঁচার খাতির নেই । ব্যবসা বজায় রাখ্‌তে গান পায়, ক্ষিদে পায়, কান্না পায়, দেঁতো হাসি হাস্‌তে হয়, বাঁচ্‌তে হয়, মরতে হয়, আবার ভূত হ'য়ে ডুগ্‌ডুগী বাজাতে হয় ।

চন্দ্রাবতী । ওমা, ভূত হ'য়ে ডুগডুগী বাজাবো কিগো ?

শর্ম্মানন্দ । তুমি কি আর সখ ক'রে বাজাবে, ঠেলায় প'ড়ে বাজাবে ।

চন্দ্রাবতী । ওমা, সে কি কথা গো—কোথায় যাবো গো ?

গীত ।

চন্দ্রাবতী ।—ওমা কোথা যাবো গো, শুনে আঁৎকে ওঠে প্রাণ ।
ভরা এই টাট্‌কা বয়েস, তাতে সাধ সমাবেশ,
তোলে নানা তান ॥
গন্ধরাজ ।—তার কিছু মিছে নয়, সামাল দেওয়া দায়, ছোটে ভরা বান,
চন্দ্রাবতী ।— আমার হিয়ার নাচন বাঁধন কই মানে,
গন্ধরাজ ।— প্রেমের বেসাত উঠ্‌ছে আঁখির ওই কোণে,
চন্দ্রাবতী ।— আমার সাগরছেঁচা সোহাগরতন জীবনভরা মান ॥

যযাতির প্রবেশ ।

যযাতি । সেই সুর—সেই কণ্ঠস্বর ! জীবনতোষিণী মানসমোহিনী অপ্সরারূপিনী প্রাণময়ীর সুধা-নির্ঝরের কল্লোলিত সঙ্গীত ! প্রকৃতি

সুন্দরীর চিত্র তুল্য চন্দ্রার সম্মোহন স্বরের স্বর্গীয় ফোয়ারা ! একি, চন্দ্রা —তুমি ? কত দীর্ঘ দিবসের সঞ্চিত ব্যথার ভরা নামিয়ে দিতে তুমি আপনি এসেছ সুন্দরী এই তাপিত তৃষিতের পাশে ? একি মানময়ী, নিরুত্তর কেন ? ও—অভিমান ! কেন—কিসের অভিমান ? কথা কও প্রাণময়ী ! আমায় আশ্বস্ত কর।

চন্দ্রাবতী। মহারাজের অনুকম্পার প্রশংসা করি ; আমার অভিমানে কি আসে যায় মহারাজ, যদি গুরুর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে আপনি আপনার সামাজিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন ? আমার কথার মূল্য কি, যদি আপনার কোনো কথায় আমি থাক্‌তে না পাই ?

যযাতি। না—না, নিরস্ত হও ; কোনো কথা নয়, আমি সে অধিকারে বঞ্চিত। চল্‌তে হবে আমায় আমার ন্যায়পথে, সকল মিথ্যা পরিত্যাগ ক'রে। ঐ ছায়া—দূরে শূন্য অবলম্বনে তৃষায় পীড়িত মর্ম্মাহত পিতা নহুষের প্রেত-মূর্ত্তি ! কই—না ! তবে এ কি দেখ্‌লুম ? এ কি যাদুদণ্ডধারী তপাচারী অগস্ত্যের মন্ত্রক্রিয়ার পরিণাম ? কেন এই মন্ত্রের প্রয়োগ—কেন এ আতঙ্ক—কেন এ শাসনবন্ধন ? চন্দ্রা ! পার্‌বে তুমি আমায় রক্ষা করতে ? আমি কোন্ অজ্ঞাতে, কোন্ যাদুমন্ত্রে, কোন্ রক্তচক্ষুর আতঙ্কে তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছি ? আমায় যেতে দিও না চন্দ্রা ! তোমার প্রেম-ভুজলতায় আমায় আবদ্ধ ক'রে রাখ, অগস্ত্যের দৃষ্টি যেন কোন দিন কোন কালে তার সন্ধান না পায়। চন্দ্রা ! আমি শুধু দেখ্‌তে চাই তোমারি চিত্র। আমি চাই না এ বিষের সংসার—আমি বিচার কর্‌তে চাই না ইহকাল-পরকাল— আমি ভোগ কর্‌তে চাই না কামনার সাধনার পরম মোক্ষ ; আমি শুধু ডুবে থাক্‌তে চাই সৃষ্টির বাহিরে মন্দাকিনী সম অমিয়-তরঙ্গে— রঙ্গের রঙ্গিনী তোমার সোহাগ-বেষ্টনীর পরশটুকু সাথী ক'রে।

শর্ম্মানন্দ। [স্বগত] যা শত্তুর পরে পরে। অগস্ত্য ঋষির ওপর মহারাজ যদি চটিতং হ'য়ে থাকেন, তা হ'লে তো পোয়া বারো-তেরো ; ও ঋষি-টিষি ভেস্তে যাওয়াই ভাল, যেন সাক্ষাৎ শনি। [প্রকাশ্যে মহারাজ! আমি শর্ম্মানন্দ।

গন্ধরাজ। আর আমি গন্ধভুরভুর গন্ধরাজ।

যযাতি। গন্ধরাজ! শর্ম্মানন্দ! বলিহারি—চমৎকার! তোমরাও তা হ'লে আছ? আমার সুখের সংসার অগস্ত্য তা হ'লে ভাঙ্গতে পারে নি? তাই তো, আমার তো সবই আছে, কিছুই তো আমার হারায় নি, কেউ তো আমায় পরিত্যাগ করে নি! আমি তো ডুবে আছি ঠিক পূর্ব্বেরই মত আপন রচিত মন্দাকিনীলাঞ্ছিত তৃপ্তির সলিল-তরঙ্গে। এখনো আমি গন্ধরাজের গন্ধে মুগ্ধ, শর্ম্মানন্দের সর্ব্বানন্দে বিভোর, চিত্রের মত চন্দ্রার চিত্রে চিত্রিত ; তবে আমার কিসের চিন্তা—কিসের ভয়? আমি সকল শত্রুর বাহিরে ; আমি মুক্ত—আমি নিশ্চিন্ত।

মান্দারণের প্রবেশ।

মান্দারণ। না সম্রাট! গ্রহচক্রে নিমজ্জিত তুমি
তোমার অজ্ঞাতে অশান্তির গভীর পঙ্কিলে ;
উপলক্ষ হ'য়ে মায়াবিনী বারাঙ্গনা কুহকিনী
হরিয়াছে অস্তিত্ব ব্যক্তিত্ব তব
সহ বুদ্ধি ধৃতি স্মৃতি কীর্ত্তি সব।
সেই তুমি সম্রাট যযাতি,
মহাপ্রাণ—সাধুতায় চির-গরীয়ান্,
সভামণ্ডপের চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া

দৃঢ়পদে রত্ন-বেদিকার সুদৃঢ় সোপানে
শিরে ধরি নহুষের রত্ন-শিরোশোভা,
হাতে নিয়ে রাজদণ্ড
প্রজাপুঞ্জে দিয়েছিলে আশ্বাস-বচন ;
বলেছিলে—মুকুট দণ্ডের বিপুল মর্য্যাদা
অক্ষুণ্ণ রহিবে চিরকাল ; বলেছিলে—
সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত
রাজসিংহাসন শূন্য নাহি রবে
প্রকৃতিপুঞ্জের কাহিনী শুনিতে ।
তাই প্রকৃতিপুঞ্জের পক্ষ হ'তে
অধমের আবেদন মহারাজ !
দলি যত গ্রহচক্র, রাহুগ্রস্ত প্রজাগণে তব
রক্ষা কর দারুণ বিপদ হ'তে ;
ভিক্ষা—শুধু ভিক্ষা—
আর রাজগুরু অগস্ত্যের মঙ্গল আদেশ ।

যযাতি । রাজগুরু ? রাজগুরু ?
অতীব কঠোর তাঁর মঙ্গল বিধান ।
আদেশ তাঁহার কঠোরতাভরা,
বজ্রস্বরে কর্ম্মের নির্দ্দেশে ক্রিয়া-আচরণে
মর্ম্মে সদা শেল বিদ্ধ হয় ।
শোনো সেনাপতি !
বিলাস-বিভোর মন্দাকিনীস্রোতে
শান্তি খুঁজে নিতে আরাম-তরীতে
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ অবহেলে দিয়াছি ঢালিয়া,

চলেছি ভাসিয়া মন্দ মন্দ সমীরপরশে
প্রমত্ত হরষে তৃপ্তির অজানা দেশে।
সাধ মম নিভৃতে নিবাস,
যাও—রাজকার্য্যে নাহি যাবো।
ইচ্ছা হয় দিতে পার রাজবেশ,
রাজদণ্ড, শিরোশোভা রাজার মুকুট,
যোগ্যপ্রাপ্য রাজার সম্মান,
নহে বীর তুমি—উপদেষ্টা তুমি
তুমি লহ সর্ব্বস্ব আমার!
প্রভুভক্ত তুমি, তুলে দিব তব করে
রাজদণ্ড, মস্তকেতে রাজার মুকুট

মান্দারণ। ক্ষমা কর হে মহান্! পতঙ্গ এ দীন,
চিরদিন অক্ষম এ দাস
মাতঙ্গের ভার করিতে বহন।
নাহি মম মুকুটের লোভ,
আত্মীয় আবাস ত্যজি
প্রলোভনে প্রমত্ত হইয়ে আসি নাই
রাজ্যে স্বার্থসিদ্ধি-আশে;
আজ্ঞাবাহী দাস আমি,
আসা মাত্র মম নিঃস্বার্থ সেবায়
ধর্ম্মে লক্ষ্য রাখি, স্পর্শ করি তরবারি,
ন্যায়োচিত কর্ত্তব্যে মাতিয়া
রাজার কল্যাণে। হে মহান্!
রাজ্যের কল্যাণে দিতে পারি প্রাণ—

তুলনায় তার, পরিণামে যে সম্পদ
করিব অর্জ্জন, তার কাছে ঐশ্বর্য্য বিপুল,
রত্নময় রাজার মুকুট
অতি ক্ষুদ্র—অতি দীন পুরস্কার।

যযাতি। আরো চমৎকার!
নহ শুধু কর্ম্মবীর—জ্ঞানবীর তুমি।

মান্দারণ। ক্ষুদ্র আমি অজ্ঞান অবোধ—
জ্ঞানতত্ত্বের না জানি সন্ধান;
মাত্র ক্ষুদ্র প্রেরণায় তাঁর,
শুভকামী গুরু-উপদেশে
আসিয়াছি রাজ্যের কল্যাণে
বিলাস-বাসরে তব বিপত্তি হইয়া।
সত্য কহি—নহে মম বাক্য,
গুরুবাক্যে তব আদিষ্ট করমে
দূত মাত্র আমি; উপদেশ তাঁর—
করি পরিত্যাগ কলঙ্কের ডালি,
বিলাসের ঘৃণ্য উপাদান যত,
হইয়ে বিরত গণিকার সৌন্দর্য্যসেবায়,
ধরাবক্ষে কীর্ত্তি প্রচারিতে
অনুষ্ঠিতে হবে যজ্ঞ নরমেধ—
ফলে যার নহুষের প্রেতাত্মা-উদ্ধার।

যযাতি। না—না, ব'লো তুমি অগস্ত্য তাপসে—
অসম্ভব নরমেধ-অনুষ্ঠানে
পিতৃমুক্তি সম্ভব না হয়।

পিতা মোর রহুন প্রেতাত্মা—
নাহি চাহি শুনিতে বারতা
অশনিসম্পাত সম নরমেধ-কথা !
পিতৃমুক্তি হেতু এ হেন বিধান
কভু কি সম্ভব ? দিলে প্রাণ বিসর্জ্জন
অষ্টমবর্ষীয় শিশু প্রচণ্ড পাবকে,
পরিত্রাণ প্রেতাত্মা পিতার
এই কি বিধান ? কেবা হেন নিষ্ঠুর জনক,
মাতা হেন মমতাবিহীন,
সুভীষণ নরমেধ-যাগে, সাধ করি
দিবে ছাড়ি শত সাধনার শত কামনার
জীবন-আধার হৃদয়নিহিত নিধি ?
দিবে অভিশাপ ধ্বংস হবো
নিজসৃষ্ট ধ্বংসের অনলে ! পাপী আমি
ধর্ম্মে উদাসীন, তাই ধ্বংস হেতু মোর
ধ্বংসরূপী অগস্ত্যের কঠিন বিধান ;
তাই এ শাসন—তাই ভীষণ শত্রুতা !

অগস্ত্যের প্রবেশ ।

অগস্ত্য । তাই শত্রু ভাব অগস্ত্যের পদ্ধতি-ক্রিয়ায় ?
তাই ভাব ; মন্ত্র-দীক্ষায় দীক্ষিত তুমি যার,
মোহের ছলনে অজ্ঞানতাবশে
শত্রু যদি ভাব তারে, তবে শত্রু সে অগস্ত্য !
শত্রুতাই কর্ম্ম তার ; সেই শত্রুতায়

রবে তুমি আমার অধীন। রাজা তুমি—
তবু যতদিন পিতৃমুক্তি না হয় তোমার,
রাজ্যভার, রাজদণ্ড, মহামূল্য মুকুটরতন
ততদিন আমার অধীন রবে।
যাদুমন্ত্রবলে আমার ইঙ্গিতে
মন্ত্র-পুত্তলিকা সম সাথে মম রবে অনিবার!
ইচ্ছামত যেদিকে চালাবো,
দ্বিধাহীন চালিত হইবে তুমি ;
বিনা যুক্তি-তর্কে এসো সাথে মন্ত্রণা-ভবনে,
ধর্ম্মক্রিয়া-অনুষ্ঠানে আছে পরামর্শ।
নরমেধ-যজ্ঞের কারণ বিপ্রশিশু ক্রয় হেতু
দেশে দেশে পাঠাইতে হবে বহুজন
বিনিময় গোধন রতন সহ।

যযাতি। তপোধন! ক্ষম এ প্রগল্‌ভতা—
নরমেধ নিষ্ঠুর বারতা!
নরমেধ বিনা ভিন্ন পন্থা দেহ দেখাইয়া
মুক্তি হেতু প্রেতাত্মা পিতার!

অগস্ত্য। কোথা পন্থা বিনা নরমেধ
পিতৃকর্ম্মে উদাসীন পুত্রের কারণ?
নরমেধ পুত্রের পাপেতে—
পিতৃমুক্তি হেতু একমাত্র বরণীয় যাহা।

যযাতি। তাই হবে—তাই হবে মুনি!
অনুষ্ঠিব নরমেধ-যাগ—
নিষ্ঠুর আচারে হোতা তুমি যার।



ভাগ্যদোষে রত্ন বিনিময়ে
না মিলিলে বিপ্রের তনয়,
বহু প্রচেষ্টায় জ্বলিবে যে ধ্বংসের অনল,
করিব সফল পিতৃমুক্তি হেতু
আত্মযজ্ঞে আত্মপ্রাণ দিয়ে বলিদান।
এসো গুরু! গুরুত্বের দাবী ল'য়ে
দেশে দেশে পাঠাও বারতা—
কাঞ্চনের বিনিময়ে দিতে হবে
বক্ষ ছিঁড়ে সখ্যভাবে বুকের রতন;
পিতৃমুক্তি হেতু নির্ব্বিবাদে
পূর্ণ হোক্ নরমেধ-যাগ!

[যযাতি ও অগস্ত্যের প্রস্থান।

গন্ধরাজ। তা হ'লে নরমেধ-যজ্ঞ হোক্, কি বলেন সেনাপতি মশায়? আসি তবে—নমস্কার! [প্রস্থান।

শর্ম্মানন্দ। সেনাপতিমশায়ের শরীর-গতিক ভাল তো? সৈন্যেরা বেশ যুদ্ধ-টুদ্ধ শিখ্ছে? তা তো শিখ্বেই! আপনি যখন আছেন, তখন এ প্রশ্ন উঠ্তেই পারে না। যাই হোক্, অগস্ত্য মুনির কি ব্যাপার বলুন দেখি? মহারাজকে দিয়ে সত্যিই নরমেধ-যজ্ঞ করাবে না কি? ছেলে টেলে কাট্বে?

মান্দারণ। তা কাট্তে হবে বৈ কি! ব্যাধি-উপশমের জন্য যেমন ঔষধের প্রয়োজন, তেমনি পিতৃ-উদ্ধারে নরমেধ-যজ্ঞের প্রয়োজন। অগস্ত্য মুনিকে ব'লে তোমার মত সৎ ব্রাহ্মণের বলিদানের ব্যবস্থা কর্লেই ভাল হ'তো, কিন্তু এখন আর উপায় নেই; তিনি পূর্ব্বেই বিধান দিয়ে ফেলেছেন—এ যজ্ঞের যোগ্য বলি অষ্টমবর্ষীয় শিশু। তা সেজন্য বিশেষ

চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই ; তোমার পরিবর্ত্তে যদি তোমার কোনো ছেলে-পিলে থাকে, তাদের একটাকে বলি দেওয়া চল্‌তে পারে। আমি সেই ব্যবস্থা কর্‌বো না কি ?

শর্ম্মানন্দ। কি সর্ব্বনাশ! এ বলে কি ? এ কি বেয়াড়া যজ্ঞ রে বাবা! আমার সবেধন নীলমণি নেড়ুকে ধ'রে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে না কি ? ওরে বাবা, অগস্ত্য মুনি আমার জন্যেই এই সর্ব্বনেশে যজ্ঞের বিধেন দিলে না কি ? দোহাই সেনাপতিমশায়! আপনার বাড়-বাড়ন্ত হোক্, আমার অন্ধের নড়ি নেড়ুটীর আর সন্ধান দেবেন না—আমার নেড়ুকে আর আগুনে ফেলে বেগুনপোড়া করবেন না। যা হ'য়ে গেছে, তা হ'য়ে গেছে মশায়, একটু ক্ষ্যামা ঘেন্না ক'রে নিন্। নাক মল্‌তে বলেন, এই নাক মল্‌ছি—কান মল্‌তে বলেন, এই কান মল্‌ছি—ভুলেও কখনো আর রাজবাড়ীর ধারেও ঘেঁস্‌বো না। মহারাজ যযাতি খুব পুণ্যি করুন, অগস্ত্য মুনি উচ্ছন্ন যাক্, আপনি বেঁচে-ব'র্ত্তে থাকুন, আমার নেড়ুকে ধ'রে আর টানাটানি করবেন না।

মান্দারণ। শপথ কর—পাপ অভিলাষ নিয়ে জীবনে কখনো আর নিষ্কলঙ্ক মহারাজকে কলঙ্কিত করতে আস্‌বে না ?

শর্ম্মানন্দ। তাঁরা তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে আসুন, আমি দিব্বি কর্‌ছি—আর কখনো আস্‌বো না। ওরে বাপ্ রে—আবার ? আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম ; এখন পালাতে পার্‌লে বাঁচি! ছিষ্টিছাড়া সর্ব্বনেশে কাণ্ড! নরমেধ কি রে বাবা! বাপের জন্মে কখনো শুনিও নি—দেখিও নি! সিংহমেধ, ভাল্লুকমেধ, ব্যাঘ্রমেধ, অশ্বমেধ, মুখরোচক ছাগ-মেধ, এ সব চুলোয় গেল—কোথা থেকে গজিয়ে উঠ্‌লো এক নরমেধ! বাপ্—বুকটা আমার ধড়াস্-ধড়াস্ করছে!

[প্রস্থান।

মান্দারণ। [চন্দ্রাবতীর প্রতি] তোমার কি অভিপ্রায় ?

চন্দ্রাবতী। মহারাজ ব্যতীত আমার মনের অভিপ্রায় আপনার কাছে প্রকাশ করতে আমি বাধ্য নই।

মান্দারণ। অন্ততঃ মহারাজেরই শুভানুষ্ঠানে তুমি প্রকাশ করতে বাধ্য !

চন্দ্রাবতী। কেন ভদ্র, চন্দ্রা বারাঙ্গনা হ'লেও তার কি কোনো মর্য্যাদা নেই ? মনে রাখ্‌বেন, আমি মহারাজেরই অনুকম্পা প্রার্থিনী।

মান্দারণ। মহারাজ এখন মহামুনি অগস্ত্যের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় রত ; তাঁর কাছে এখন অনুকম্পার আশা করা বৃথা—অধিকন্তু ধৃষ্টতা ! তোমার মত বিলাসের উপাদানকে প্রশ্রয় দেওয়া মহামুনি অগস্ত্যের আদেশ নয়।

চন্দ্রাবতী। কি তাঁর আদেশ ?

মান্দারণ। তোমার স্পর্দ্ধার অপরাধ বুঝিয়ে দিয়ে, তোমার নারীত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে, প্রহরার মধ্য দিয়ে ডুলিতে চাপিয়ে তোমায় গৃহে পৌঁছে দেওয়াই মহামুনি অগস্ত্যের আদেশ।

চন্দ্রাবতী। আমি যদি না যাই ?

মান্দারণ। যাতে যাও, সেই ব্যবস্থা করা হবে।

চন্দ্রাবতী। আর আমার জীবন বিনিময় দেবার দাবী—

মান্দারণ। কিসের দাবী ? কার দাবী ? এ দাবীর অর্থ কি ? রূপ বিনিময় দিয়ে অর্থসঞ্চয় যার ব্যবসা, স্বার্থ যার জীবনরক্ষার চেষ্টা, তার আবার দাবী কিসের ?

চন্দ্রাবতী। কেন ভদ্র, রক্ত-মাংসজড়িত এ দেহখানায় কি প্রাণ নেই ? সে প্রাণের কি এতটুকু মূল্য নেই ? পুণ্যময় দেব-মন্দিরের আবর্জ্জনা ব'লে সে কি দেবতার পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বারও

যোগ্যা নয়? আমি মহারাজের কথা না পেলে রাজপুরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য নই। বলুন তিনি—আমার উপর তাঁর কোনো দাবী নেই! বলুন—এই আশ্রিতাকে তিনি পরিত্যাগ করলেন! বলুন তিনি—যদি আমার সংশ্রবে কলঙ্কিত হন, আমি নতশিরে এই পুরী পরিত্যাগ করবো। নীচ বেশ্যা আমি, দেবতা পায়ে ঠেল্‌লে আমার তাতে অপমান নেই। যে প্রাণে তাঁর অন্ন গ্রহণ করি, সে প্রাণে ততখানি স্বার্থ নেই ভদ্র! তাই প্রকৃত প্রাণের কথা প্রকাশ ক'রে বল্‌ছি, আমি বিদায় নিতে চাই তাঁরই মুখের কথায়।

মান্দারণ। প্রশ্ন-উত্তরের সময় নেই—যুক্তি-তর্কের অবসর নেই। আমার শেষ কথা—যথারীতি যদি তুমি পুরী পরিত্যাগ না কর, আমি বাধ্য হবো তোমায় আজীবন রাজ-কারাগারে বন্দিনী ক'রে রাখ্‌তে। নীচ বারাঙ্গনা তুমি—তোমার এমন কি দাবী থাক্‌তে পারে, যাতে একটা পুরুষকে তোমার আপনার ব'লে পরিচয় দিতে পার? দাবী তোমার সম্পদে—মাত্র অর্থের লালসায় রূপ বিনিময় দিয়ে কপট ভালবাসার অভিনয় দেখাতে সক্ষম! ভাণ দেখিয়ে বাস্তবতার রঙ্গ মাত্র—দাবী তোমার স্বার্থে! যদি স্বার্থসিদ্ধি মাত্র তোমার অভিলাষ হয়, আমি তোমায় প্রচুর অর্থ দিচ্ছি—তুমি চিরজন্মের মত এ স্থান পরিত্যাগ কর।

চন্দ্রাবতী। বারাঙ্গনারও প্রাণ আছে, আপনার হৃদয়ে আমি এ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবো না। সে বিলাসিনী, কিন্তু বিলাস ত্যাগ ক'রেও সে ভিখারিণী হ'তে জানে। কি অর্থ দেখাচ্ছেন ভদ্র, যার কাছে প্রাণের মূল্য অনেক বেশী? আমি দাবী জানিয়েছি আমার মনের চাঞ্চল্যে; আমার সে মন ক্ষত-বিক্ষত—আমি পদাহত! যাক্, আর বাক্-বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই; যদি বিবেচনা করেন, ডুলি ডেকে দিন—আমি বিদায় হই।

মান্দারণ। ডুলি প্রস্তুত—তোমারি অপেক্ষা করছে। ঈশ্বর করুন, এই তোমার অগস্ত্য-যাত্রা হোক্।

চন্দ্রাবতী। ভাল বলেছেন ভদ্র! কিন্তু ঈশ্বরের চিরন্তন প্রথায় একই সূর্য্য যেদিন অস্ত যায়, আবার পরদিনেই উদয় হয়।

মান্দারণ। তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছে বর্ষার আকাশে ঘন মেঘের অভেদ্য আবরণ।

[অগ্রে চন্দ্রাবতী, পশ্চাতে মান্দারণের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শর্ম্মানন্দের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

কলসীকক্ষে প্রতিবেশিনীগণ গাহিতেছিল।

প্রতিবেশিনীগণ —

গীত।

আমাদের খালি কলস ভ'রে আনি চল্।
কাঁকালে হাল্কা ঠেকে পল্কা কলস করি কি লো বল্॥
ভরা কলস ঠমক তোলে, ঠমকে অঙ্গ দোলে,
কত রঙ্গ ওঠে তালে তালে চোখে মুখে ছল॥
টেনে নে ঘোমটাখানা, পায়ে পায়ে চ'লে চ' না,
পথে আর থাক্তে মানা একটু একটু এগিয়ে চল্॥

[সকলের প্রস্থান।

বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে ঘোষযন্ত্রবাদকের প্রবেশ।

ঘোষবাদক। শোনো শোনো নগরবাসী।
কি সংবাদটী নিয়ে আসি॥
যযাতি রাজা যজ্ঞ করেন।
যার খুসী সে যেতে পারেন॥
যজ্ঞের নাম নর-যজ্ঞ।
রাজার পিতা পাবেন স্বর্গ॥
আট বছরের ব্রাহ্মণ-শিশু।
তিনি হবেন যজ্ঞ-পশু॥
যিনি পারবেন দিতে এনে।
স্বর্ণ পাবেন গুণে গুণে॥

[বাদ্যধ্বনি ও প্রস্থান

নবগঙ্গার প্রবেশ।

নবগঙ্গা। কালী কৈবল্যদায়িনী—এ কি শুনলুম মা—ঢ্যাঁড়া দিয়ে কি ব'লে গেল গো! বুড়ো হয়েছি ব'লে আমার ভীমরথী হ'লো, না ব্যাভ্রম হ'লো? যদি সত্যিই হয়, না জানি বেঁচে থাকলে আরও কত শুনবো! পেরায় চার কুড়ি বয়েস হ'তে চললো, এমন যজ্জিও কখনো দেখি নি—এমন ছেলে ধরাও কখনো দেখি নি! কালী কৈবল্যদায়িনী—কালের কি মাহাত্মি মা! রক্তের ডেলা পুঁটকে পুঁটকে ছেলে-পিলেগুলো কি চারপেয়ে ছাগল ভেড়া না কি, যে কড়ি দিলেই গণ্ডা-গণ্ডা পাওয়া যাবে আর কচ্-কচ্ ক'রে কেটে ফেলতে হবে? ওমা, এ কালে কালে হ'লো কিগো? মানুষের সংসারটা যে

ছাগল-ভেড়ার হাট হ'য়ে উঠ্‌লো গো! বলে চারিদিকে হাম্বা-হাম্বা, অবাক দেখে নবগঙ্গা। কালী কৈবল্যদায়িনী—থাক্‌তো আমাদের আধমুনে কর্ত্তা—তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তুম, গাঁয়ের ভেতর ঢুকে কোন্ মুখপোড়া ঢ্যাপ-ঢ্যাপ ক'রে ঢ্যাঁড়া পিটে যেতো! হুম্‌কি দিয়ে ঢ্যাঁড়াকাটির খোঁচায় ঢাক ঢোল ফাঁসিয়ে ঢাকী-ঢুলীর পিঠ ফাটিয়ে তবে ছাতু-ছোলার আগুছেরাদ্দ কর্‌তো। গাঁয়ে কি আর মনিষ্যি আছে! আমাদের কর্ত্তা, ঘণ্টা দাদা, ভূষণো খুড়ো, মঙ্গল জ্যাঠা, কাণা চণ্ডী, বগ্নি ঘটক, মিছরী দত্ত, এরা যখন চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে তামাক খেতো, তখন বাঘে গরুতে গলাগলি ক'রে একঘাটে তেষ্টার জল খেতো। এখন আর আছে কে? ঐ হতভাগা শর্ম্মানন্দটা—ওর বাপ ছিল ঐ ভূষণো খুড়ো অমন রোখালো—সেই বাঁপের বেটা হ'লো কি না একটা বওয়াটে খোসামুদে! আমাদের রত্না তবু কারবারী হয়েছে—সুদী কারবারে বাপ-পিতেমোর মুখ রেখেছে! তুই ছোঁড়া ভট্‌চায্যির ছেলে, বওয়াটে হ'লি কি ব'লে? ডাকি একবার মুখপোড়াকে—ভাল ক'রে দু'টো কড়া কথা শুনিয়ে দিই! শর্ম্মা—ওরে ও শর্ম্মা—

শর্ম্মানন্দের প্রবেশ।

শর্ম্মানন্দ। কে ডাকে গা? ও, নবগঙ্গা পিসি—

নবগঙ্গা। আরে আমার ভূষণো খুড়োর কীর্ত্তি রে! বলি, ঘোরে খিল দিয়ে কি ঘুমুচ্ছিলি বাবা? দোরগোড়া দিয়ে যে ঢ্যাপ-ঢ্যাপ ক'রে ঢ্যাঁড়া দিয়ে গেল, কানে তুলো দিয়ে কি ম'রে আছিস্? বলি, শুনতে পেলি নি ছেলে কেন্‌বার ঢ্যাঁড়া?

শর্ম্মানন্দ। না গো পিসিমা, কানে তুলো দিই নি; ঢ্যাঁড়া শুনে সদর দরজার হুড়কোটা ভাল ক'রে এঁটে দিচ্ছিলুম।

নবগঙ্গা। হুড়কো দিয়ে কি করবি রে অনামুখো—হুড়কো দিয়ে কি করবি? হুমদো-হুমদো যম-দূত এসে যখন হুড়কো ভাঙ্গবে, তখন তুই করবি কি? চিত্রগুপ্ত খাতা দেখে যখন টানবে, তখন বাপও বলতে দেবে না—বাছাও বলতে দেবে না! ওরে শম্মা রে তোর আট বছরের নেড়ু বুঝি গেল রে!

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো—

নবগঙ্গা। আহা, কালী কৈবল্যদায়িনী—

শর্ম্মানন্দ। ওগো পিসিগো, আমার নেড়ুর কি হ'লো গো—

নবগঙ্গা। যা হবার নয়, তাই হ'লো রে শম্মা—

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো, আমার পাথরের মতন নেড়ু কোথায় গেল গো—

নবগঙ্গা। বলিস্ কি রে শম্মা—বলতে বলতে ছেলেধরায় ধ'রে নিয়ে গেল না কি রে?

শর্ম্মানন্দ। ছেলেধরায় ধরে নি পিসি—যমের বাড়ীর যমদূতে ধ'রে নিয়ে গেল। নেড়ু আমার কথা কইতে কইতে চ'লে গেল গো! ওগো নবগঙ্গা পিসিগো—তোমায় কি বলবো গো! আমার আট বছরের নেড়ু আজ ভবের পটল তুলেছে গো—[ক্রন্দন]

নবগঙ্গা। চুপ কর শম্মা—চুপ কর; কাঁদলে আর কি হবে বল! সকাল সকাল চান ক'রে দুটি খেয়ে নে, শোক-তাপ সব ভুলে যাবি। ও ভিরকুটবিচি এমন নয়! আমাদের আধমুনে কর্ত্তা যখন ম'লো, দেখেছিস্ তো, আমি কি কান্না কেঁদে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিলুম, —ঐ ভিরকুটবিচি খেয়ে তবে জল থামাই! এখন সব স'য়ে গেছে; দিব্যি খাচ্ছি দাচ্ছি, আর দু'বেলা জপ-তপ ক'রে দিন কাটাচ্ছি।

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো—

নবগঙ্গা। ওরে শম্মা রে! দেখ্, তুই যদি পিসিগো পিসিগো ক'রে কাঁদ্‌বি, তবে আমিও জপের মালা ফেলে হাউ-হাউ ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌তে থাক্‌বো। তোর জলজ্যান্ত নেড়ু গেল—আর আমার যে কর্ত্তার মত কর্ত্তা গেছে রে! সেই হুঁকোর খোলের মত মিশ্‌মিশে চেহারা—সেই ভাঁটার মত চোখ—সেই কাব্‌লে বেরালের ল্যাজের মত গোঁফ—চাপ-চাপ দাড়ী—এই এতখানি ভুঁড়ী, তাও যে যমের মুখে ধ'রে দিয়েছি রে! আমার আলোকরা ঘর যে আঁধার হয়েছে রে! আহা, কালী কৈবল্যদায়িনী—

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো—

নবগঙ্গা। হ্যাঁ রে অনামুখো মুখপোড়া! আমায় এই বুড়ো বয়েসে পথের মাঝখানে ভেউ-ভেউ ক'রে 'কাঁদালি, তবে ছাড়্‌লি? তবে বস্‌তে হ'লো হাত পা ছড়িয়ে—মনে করতে হ'লো কর্ত্তার মুখখানা! ওগো কর্ত্তাগো—

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো! তোমার দুঃখে আর কাঁদতে পারি না গো! চোখের জল-টল সব শুকিয়ে গেল গো—

নবগঙ্গা। আমি যে ভুল্‌তে পারছি নি গো! আজ কি কি খেয়েছি, শুনে যাও গো!

শর্ম্মানন্দ। ওগো নবগঙ্গা পিসিগো, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খাও গো—কিন্তু ফজলী আমটী খেও না গো! আমার জলজ্যান্ত নেড়ু ফজলী আঁব খেতে খেতে সদ্য সদ্য যমের বাড়ী চ'লে গেল গো—

নবগঙ্গা। হ্যাঁ রে শম্মা, বলিস্ কি রে? নেড়ু ফজলী আম খেয়ে ম'লো?

শর্ম্মানন্দ। নবগঙ্গা পিসিগো! তোমার এতখানি বয়েস হ'লো, এর চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা কখনো শুনেছ? কথা কইতে কইতে

ফজলী আঁবের আঁঠিটা কোঁৎ ক'রে গিল্‌লে, আর চোঁৎ ক'রে সিঙ্গে ফুঁক্‌লে! [সহসা ঘোষযন্ত্রবাদকের বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল ।] ওগো নবগঙ্গা পিসিগো! এইবার বুঝি তোমার আমার পালা গো—আমি বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে পালাই গো—সদর দরজার হুড়কোটা এঁটে দিইগো—

[সভয়ে প্রস্থান ।

নবগঙ্গা। কালী কৈবল্যদায়িনী—তারা শিবসুন্দরী! রক্ষে কর মা! নরবলির বদলে বুড়ী নারী বলি দিলে কি আর বাঁচ্‌বো মা? এখন শোকের পুঁটুলি মাথায় ক'রে ঘরের মেয়ে ঘরে যাই মা! টিপ-টিপ ক'রে ঢ্যাঁড়া দিচ্ছে—মনের সাধে দু'দিন ডাল ভাত খাবো, কপালে তা সইলে হয়! কালী কৈবল্যদায়িনী, মুখ তুলে চাও মা—ভরসা দাও মা— [প্রস্থান ।

ভদ্রবলের প্রবেশ ।

ভদ্রবল। না; এ মহামুনি অগস্ত্যের অদ্ভুত বিধান এ অসম্ভব যজ্ঞ কখনো পূর্ণ হবার নয়! শুধু আমি কেন, রাশি রাশি অর্থ নিয়ে যারা বিপ্রশিশু ক্রয় করতে বেরিয়েছেন, সকলকেই বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরতে হবে। জগতে কে এমন নিষ্ঠুর পিতা মাতা আছে, যে অর্থ বিনিময় নিয়ে পুত্রকে মরণাগ্নিতে বিসর্জ্জন দেবে? বৃথা লোককে বিরক্ত করা, আর তাদের অভিসম্পাৎ বহন ক'রে বেড়ানো!

সহসা শর্ম্মানন্দের পুনঃ প্রবেশ ।

শর্ম্মানন্দ। পিসি! পিসি! তাড়াতাড়ি একটা কথা ব'লে রাখি; যদি এই দুর্দ্দিনে—

ভদ্রবল। আরে কেও, শর্ম্মানন্দ না কি?

শর্ম্মানন্দ। ওরে বাবা, কি সর্ব্বনাশ—[পলায়নের চেষ্টা]

ভদ্রবল। বলি, পালাচ্ছ কেন? শুনে যাও—শুনে যাও, ভারি দাও —মস্ত দাও!

শর্ম্মানন্দ। আর দাঁওয়ে কাজ নেই মশায়, আর এক বাড়ী ফিরে দেখুন! এ বাড়ীতে আট বছরের ছেলেপিলে নেই মশায়!

ভদ্রবল। ভয় নেই—ভয় নেই, আমি ছেলেধরা নই—আমি এসেছি তোমার কপাল ফেরাতে।

শর্ম্মানন্দ। এ ভাঙ্গা কপাল আর ফিরবে না মশায়! পারেন তো নিজের কপালখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলুন।

ভদ্রবল। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না; যদি সখ হয়, কপালখানা ফিরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর, নয় তো ঝমাঝম চাক্কির বাদ্যি শুনে যাও।

শর্ম্মানন্দ। মশায় যে বড় ঘনীভূত ক'রে তুললেন দেখতে পাই! কে বলুন তো আপনি? ও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[কাছে আসিয়া] মন্ত্রীমশায়!

ভদ্রবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, যুক্তি আছে—শোনো; বলি, বড়লোক টড়লোক হ'তে চাও?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে বড়লোক হ'তে তো খোলো আনাই ইচ্ছে; কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা না হ'লে আমাদের আশা কি ক'রে পূর্ণ হয় বলুন? এ কি কম আক্ষেপের কথা মন্ত্রীমশায়? এমন অভাগা আমি, আজ ঘরে আমার এমন একটা আটবছুরে ছেলে নেই যে, যযাতি রাজার নরমেধ-যজ্ঞে পাঠিয়ে দিয়ে থলিভরা করকরে স্বর্ণ-মুদ্রাগুলো গুণে ঘরে তুলি!

ভদ্রবল। সে কি হে? তোমার একটী ছেলে ছিল না? হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি দেখেছি দিব্যি ছেলে—খাসা ছেলে!

শর্ম্মানন্দ। আর দুঃখের কথা বলেন কেন? ফাটা কপাল চির-

কালই ফাটা! নেড়ু আমার বেঁচে থাক্‌লে কি আমার এই দুরবস্থা হয়! হায়—হায়—হায়, বল্‌বো কি ভদ্রবল মশায়! হীরের টুক্‌রো জলজ্যান্ত নেড়ু আমার এই ক'দিন আগে হাস্‌তে হাস্‌তে নাচ্‌তে নাচ্‌তে একটা ফজলী আঁব খাচ্ছিল—সেই ফজলী আঁবই তার কাল হ'লো! বেশ খাচ্ছিলো, হঠাৎ আঁঠিটা বুকে লেগে—আ-মরি রে, বাবা আমার কাটা ছাগলের মত ছট্‌-ফট্‌ কর্‌তে কর্‌তে চোখের সাম্‌নে ভবের পটল তুলে ফেল্‌লে! সাঁড়াশী দিয়ে এত টানাটানি কর্‌লুম, আঁঠি আর খুঁজে পেলুম না মন্ত্রীমশায়!

ভদ্রবল। বল কি হে শর্ম্মানন্দ? এত বড় দুর্ঘটনার কথা, কই আমাদের তো কানে ওঠে নি?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে দুঃখের কথা কানে যত না শোনা যায়, ততই ভাল। কি বল্‌বো মন্ত্রীমশায়, আমি মরমে ম'রে আছি। আপনাকেও ব'লে রাখি, ছেলে-পিলে নিয়ে ঘর করেন—একটু সাবধানে থাক্‌বেন, হুট্‌ বল্‌তে ছেলেদের কখনো ফজলী আঁব খেতে দেবেন না। ফজলী আঁবের আঁঠি সাক্ষাৎ যমের দোসর—একেবারে মৃত্যুর কলকাটি! নেড়ু আমার কোঁৎ ক'রে গিল্‌লে, আর চোঁৎ ক'রে শিঙ্গে ফুঁক্‌লে—কথাটী পর্য্যন্ত কইতে দিলে না। নেড়ু হারা হ'য়ে আমি একেবারে নাড়ু-গোপাল হ'য়ে গেছি মন্ত্রীমশায়! আর তার গর্ভধারিণী অর্থাৎ আমার স্ত্রী কেঁদে কেঁদে তার গা হাত পা সব ফুলে উঠেছে মশায়! যে রকম কাঁদ্‌ছে, আর ক্রমশঃ যে রকম ফুলে উঠ্‌ছে, আর দিন কতক বাদে সেই অনুপাতে ঘরের দরজা-জানলাগুলোও কাটাকাটি কর্‌তে হবে মশায়! আর আমার বাবা মশায়—দেখেছেন তো তাঁকে? অমন লম্বা চওড়া চেহারা, নাতীর শোকে শুকিয়ে বেঁটে হ'য়ে এই এতটুকু হ'য়ে গেছেন মশায়—একেবারে যেন বামন-অবতারটী!

ভদ্রবল। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে না কি? তোমার বাবা আবার কোথা থেকে এলেন? তিনি তো বহুকাল মারা গেছেন! তাঁর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ এলুম—লুচি পর্য্যন্ত খেয়ে গেলুম—

শর্ম্মানন্দ। ওই লুচিই খেয়েছিলেন! তিনি একজন সখদার পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ। সৌখীন বাবা মহাশয়ের বরাবরই সখ ছিল, নিজের শ্রাদ্ধটা দাঁড়িয়ে থেকে নিজেই করেন। তিনি ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি, মনুষ্যদেহে ছল্‌তে এসেছেন। এক নাতী ছাড়া বিশেষ শোক-তাপও পেতে হয় নি! দিব্যি সুস্থশরীরে বেঁচে রয়েছেন—মাত্র আদরের নাতীহারা হ'য়ে বেটে হ'য়ে পড়েছেন! নেড়ুর শোক যে রকম তাঁকে লেগেছে, বোধ হয় আর বেশী দিন নয়! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মন্ত্রীমশায়! বেঁটে হ'লেও তাঁর দাড়ী-গোঁফের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি; সেই অমায়িক দাড়ী—সেই সুললিত গোঁফ—

ভদ্রবল। তুমি যে আমায় আরও আশ্চর্য্য ক'রে দিলে হে! শ্রাদ্ধ-শান্তি হ'য়ে গেল, অথচ তোমার বাবা মশায় বেঁচে আছেন? কই, ডাক তো—ডাক তো, আমার পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে একটু আলাপ করি!

শর্ম্মানন্দ। বেশ তো, আলাপ করুন না! বাবা! আপনার তামাক খাওয়া হয়েছে? এদিকে একবার কষ্ট ক'রে আসুন তো! আপনার পুরোণো বন্ধু মন্ত্রীমশায় এসেছেন—আপনার সঙ্গে একটু আলাপ-টালাপ করবেন!

পাকা দাড়ী-গোঁফ পরিয়া নেড়ুর প্রবেশ।

ভদ্রবল। কি সর্ব্বনাশ! এই তোমার বাবামশায় না কি?

নেড়ু। আরে কেও, ভদ্রবল ভায়া না কি? অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি; ভাল আছ তো? ছেলে-পিলে সব ভাল?

ভদ্রবল। ভাল তো ছিলুম ভায়া! তোমার দাড়ী-গোঁফের বহর দেখে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে। বলি, ওঁর বাবা তুমি, না তোমার বাবা উনি?

নেড়ু। ভায়া হে, তামাসা কর্‌বার আর সময় পেলে না? এই কি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবার সময়? একটা দিন-ক্ষ্যাণ মান না? অত বড় একটা ফজ্‌লী আঁবের আঁঠি খেয়ে আদ্‌রে নাতীট' ফট্ ক'রে মারা গেল, আমি একেবারে হাড়-গোড়ভাঙ্গা 'দ' হ'য়ে গেলুম, আর তুমি ফূর্ত্তি ক'রে জিজ্ঞাসা করছো—কে কার বাবা? তুমি তো ভায়া বুড়ো হ'য়ে চুল পাকিয়ে ফেল্‌লে; তুমিই বল তো, তুমি কার বাবা, আর তোমার বাবাই বা কে?

শর্ম্মানন্দ। মন্ত্রীমশায়! বাবার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথায় মনক্ষুণ্ণ হবেন না। একে বৃদ্ধ বয়স, তার ওপর নাতীর শোক,—ওতে মাথার ঠিক থাকে না। মতিভ্রম -মতিভ্রম, নইলে নিজের শ্রাদ্ধ কেউ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করায়?

নেড়ু। করবার, চেষ্টা থাক্‌লেই করা যায়। অপরের কি? তারা কেবল হিংসেয় ফেটে মরে। দু'বেলা খেয়ে আঁচালে লোকের সহ্য হয় না। কেন, এতে আপত্তি কিসের? আমার শ্রাদ্ধ আমি নিজে কর্‌বো, আমার জ্ঞাত-ভোজন, আমার সপিণ্ডকরণ আমি নিজে কর্‌বো, তাতে কার কি কথার ধার ধারি রে শর্ম্মা? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! কালের ধর্ম্ম---কালের ধর্ম্ম! শর্ম্মা! আর কথায় কাজ নেই, বাড়ীর ভেতর আয়। ওদের কি? ওরা কি খপর রাখে—নেড়ুর শোকে বউ-মা আমার কতখানি ঢোল হ'য়ে ফুলে উঠেছে!

ভদ্রবল। বলি ভায়া, তানপুরা বাজিয়ে আগে আমাদের কত বড় বড় তালের বড় বড় রাগিণীর সুর ভেঁজে গান শোনাতে; এখনো সে

সব চর্চ্চা আছে না কি? তোমার এই বেটে শরীরে গান এক আধখানা শুনতে পেলে মন্দ হ'তো না!

নেড়ু। ভায়া হে, তুমি একেবারে গোল্লায় গেছ! এই ভাড়ভাঙ্গা শোকের সময় গান? অপঘাতে নাতীটা পটল তুললে, বউ-মা দণ্ডে দণ্ডে ফুলে ঢোল হ'চ্ছে, শর্ম্মানন্দ আমার কেঁদে কেঁদে নিরানন্দ, এ সময় গান?

ভদ্রবল। কি করবো বন্ধু, তোমার সেই বড় বড় রাগিণীর গান এখনো আমি ভুলতে পারি নি; তার ওপর তোমার সুকণ্ঠ—

নেড়ু। [জনান্তিকে] হ্যাঁ বাবা, ঠাকুর্দ্দা গান গাই তো না কি? তবে দুর্গা ব'লে গান একখানা শুনিয়ে দিই—কি বল?

শর্ম্মানন্দ। শোনা বাবা—শোনা, নইলে তোর ফিকিরের বাবাগিরি ধোপে টেঁকবে না।

নেড়ু। তবে শোনো ভায়া—শোনো! গান একখানা না শুনে যখন ছাড়বে না, তখন শুনে যাও একখানা! চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে কি রকম তানপুরো ছাড়তুম, মনে আছে তো? ছেলে বুড়ো আদি ক'রে কি রকম ভূরি ভূরি যশ—কি রকম প্রশংসাপত্র, হ্যাঁ—হ্যাঁ, ভায়ার সব মনে আছে তো? শোনো—ভায়া শোনো!

গীত।

কেন পুরুষ হ'য়ে নারীর তরল মন।
আসল কালী ভজতে নিলি গুপো কালীর ফণ॥
পুরুষ কালী ভজতে যাওয়া, অতুল হ'য়ে বাতুল হওয়া,
অমূল্যধন হেমের হাওয়া যেথায় অনুক্ষণ॥
ভজ সেই পরম কান্তি, পঞ্চাননে ভাব শান্তি,
তুলসী দিয়ে কর শান্তি গ্রহের মহাজন॥

এই শুনলেন তো মশায়? আসি তবে এখন—নমস্কার! দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হ'য়ে এলো; এক ছিলিম তামাক খেয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিকটা সেরে নিইগে। শর্ম্মা! যে রকম হাঁদা তুই; বাইরে দাঁড়িয়ে আর জ্যাঠামো করতে হবে না। কি রকম দিন কাল পড়েছে, দেখছিস তো? চুরি-ডাকাতির হ্যাঙ্গাম এই ক'দিনে যেন হাউ-হাউ ক'রে বেড়ে উঠেছে। হুড়কো দিয়ে বাড়ীর ভেতর আয়—আগে ঘটী-বাটি সামলা, তারপর সব। শর্ম্মা! কথা শুনিস্ নি কেন? বাড়ীর ভেতর আয় না! বাপের কথা অমান্যি করলে কান ছিঁড়ে দেবো জানিস! আয়—বাড়ীর ভেতর আয়!

[প্রস্থান।

ভদ্রবল। বলিহারি শর্ম্মানন্দ—বাঃ ভেবে ভেবে খুব একটা তথ্য আবিষ্কার করেছ তো? কচি ছেলের মুখে একমুখ দাড়ী-গোঁফ পরালেই কি ছেলে বাবা হয়? যাক্, যা করেছ করেছ, যার তার সামনে এ বিদ্যেটুকুর আর পরিচয় দিও না; তাতে লোকে মূর্খ তো ভাববেই, তার ওপর ফ্যাসাদ ঘটতে পারে—হয় তো তুমি জুয়াচোর প্রতিপন্ন হবে! নিজেও যাবে—জলজ্যান্ত ছেলেটিকেও বিসর্জ্জন দিতে হবে।

শর্ম্মানন্দ। অবাক কাণ্ড! আমি কি মিছে কথা বলছি মন্ত্রীমশায়? উনি বাবাই তো! শোক-তাপ পেয়ে ঐরকম বেঁটে সেঁটে হ'য়ে গেছেন। কি আশ্চর্য্য, আপনি চিনতে পারলেন না? সেই অমায়িক দাড়ী—সেই অমায়িক গোঁফ—তার ওপরে ঝঙ্কার দেওয়া সুললিত গান—

ভদ্রবল। থাক্ শর্ম্মানন্দ—থাক্, যথেষ্ট হয়েছে; আর আমার বুঝতে বাকি নেই। এখন একটা আসল কথা শোনো। মহামুনি অগস্ত্যের বিধানে নরমেধ-যজ্ঞে বলিদানের বিপ্রশিশু ক্রয়ের ভার বহু ব্যক্তির

উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। আমিও বিপ্রশিশু ক্রয় করতে থলিভরা স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়েছি। আমার মনে হয়, এ অসম্ভব নরমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হবার নয়। অর্থের লোভে কেউ পুত্র বিক্রয় করবে না, এটা নিশ্চয় কথা। যদি পাবার হয়, বলিদানের বিপ্রশিশু যজ্ঞক্ষেত্রে আপনি এসে উদয় হবে; সুতরাং থলিভরা এই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বৃথা ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। তুমি এই থলিভরা স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখ; পরে এগুলি তোমার আমার মধ্যে যোগ্য ভাগে ভাগ করা যেতে পারবে।

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, যদি বিপদের আশঙ্কা না থাকে, তা হ'লে এর চেয়ে সৎকার্য্য আর কি আছে? তার ওপর আপনি হ'চ্ছেন মহাশয় ব্যক্তি—আপনার কথা অমান্য করা মহাপাপ—আর যেহেতু আপনার মুখ চেয়েই বেঁচে আছি।

ভদ্রবল। আমি প্রচার করবো, দস্যুদল দস্যুতা ক'রে স্বর্ণমুদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে তোমারই বাড়ীর সামনে; যদি প্রয়োজন হয়, তোমাকে তার সাক্ষ্য দিতে হবে।

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, আবার সাক্ষী দিতে হবে আমায়?

ভদ্রবল। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়; তবে সাবধান হ'তে হবে। এ গুপ্তকথার এতটুকু যেন কোনো সন্ধানী ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে; এমন কি তোমার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়-স্বজনের একটা প্রাণী পর্য্যন্ত নয়।

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, আমার তো পুত্র নেই!

ভদ্রবল। স্থির হও নির্ব্বোধ! থাকে থাক, না থাকে না থাক, আমার তা জানবার প্রয়োজন নেই। এই নাও—মুদ্রার থলি নাও; সাবধানে রাখবে—খুব গুপ্তস্থানে। [শর্ম্মানন্দ যাইতেছিল] হ্যাঁ—আর একটা কথা! তুমি মনে ক'রো না যে স্বর্ণমুদ্রা আমি আত্মসাৎ করবার মানসে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি! প্রকৃত দস্যু আমার উপর

দস্যুতা না কর্‌লেও, আমি জানি, আমার পুত্র রাঘবসেন বিপ্রশিশু-ক্রয়ের বিপত্তিরূপে উপস্থিত হ'য়ে আমার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দস্যুতা ক'রে অর্থ ছিনিয়ে নেবে। সে দস্যুতায় আসে যায় না, কিন্তু রাজ্যময় ঘোষিত হবে—রাজ্যে প্রতিভূ স্বরূপ ভদ্রবলেরই পুত্র দস্যু; সেই কলঙ্ক অপবাদ হ'তে রক্ষালাভের জন্য তোমার মত নির্ব্বোধের শরণাপন্ন। রক্ষা হোক্ আমার পিতৃত্ব—রক্ষা পাক্ আমার পুত্র। আমার সকল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে সাবধানে আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন কর।

[প্রস্থান।

শর্ম্মানন্দ। যে আজ্ঞে! তাই তো, এতগুলো স্বর্ণমুদ্রা একসঙ্গে পেয়ে মেজাজটা যে গরমে গরমে উঠ্‌ছে! এখন তুড়িলাফ খাই, না ডিগ্‌বাজী খাই? এখন বাঁধি তো পেটকাপড়ে মুদ্রার থলি! [তথাকরণ] আচ্ছা, এগুলো নেই ব'লে ফাঁকি দেওয়া যায় না? ঠিক হবে! একটা মতলব বার ক'রে থলেশুদ্ধ মুদ্রা হজম করতেই হবে। ওরে বাপ্ রে! থলিশুদ্ধ মুদ্রা পোষ মানিয়ে বিলিয়ে দিতে হবে? না—নেই দেঙ্গা কভি নেই দেঙ্গা! মন্ত্রী ভদ্রবল বল্‌লেন—দস্যুতে লুটে নিয়েছে, তাই নিক্। আমি এই পথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করি, দস্যুতে লুটে নিয়ে গেছে! ওগো পিসিগো—ওগো মন্ত্রীমশায়গো—তোমরা আপনারা কে কোথায় আছগো—শীগ্‌গির বেরিয়ে এসো—সব লুটে নিলে!

ভদ্রবলের পুনঃ প্রবেশ।

ভদ্রবল। কি—কি? কি হয়েছে—কি হয়েছে?

শর্ম্মানন্দ। ভদ্রবলের বেটা রাঘবসেন সব লুটে পুটে নিয়ে গেল গো! এই এতখানি ছোরা—

ভদ্রবল। রাঘবসেন? কি বল্‌ছো শর্ম্মানন্দ? সত্য না অভিনয়?

মান্দারণের প্রবেশ

মান্দারণ। রাঘবসেন? রাঘবসেন লুট করেছে? কোন্ রাঘবসেন? একি, মন্ত্রীমশায়? শর্ম্মানন্দ? আপনি—

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, ছোরা দেখালে, আর থলিশুদ্ধ মুদ্রা কেড়ে নিয়ে চ'লে গেল।

মান্দারণ। কে?

শর্ম্মানন্দ। মন্ত্রীমহাশয়ের রাঘববোয়াল ছেলে রাঘবসেন। ওরে বাবা, কি লক্‌লকে ছোরা রে বাবা!

মান্দারণ। তুমি থলিভর্‌রা মুদ্রা পেলে কোথা থেকে?

শর্ম্মানন্দ। ছেলে কিন্‌তে যাবো ব'লে মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে নিয়ে হাতে ক'রে গুণ্‌ছি, মন্ত্রীমশায় পেছনটি ফিরেছেন, অমনি চিলের মত এলো—ছোঁটি মারলে, আর উধাও হ'লো!

মান্দারণ। রাঘবসেন—রাঘবসেন? আমারই অনুগ্রহে প্রশ্রয়প্রাপ্ত রাঘবসেন? যাকে তার ভবিষ্যৎ গ'ড়ে দিতে কারামুক্তি দান করেছি, সেই রাঘবসেন? ছিঃ—ছিঃ, এ আমারই অপবাদ—আমারই কলঙ্কের কথা!

ভদ্রবল। শুধু কি তোমারই অপবাদ—তোমারই কলঙ্কের কথা? আমার নয়? যদি তাই হয়, যদি রাঘবসেন যথার্থই দস্যুপদবাচ্য, তবে সে দস্যুতার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তুমি! তোমারই প্রবল প্রশ্রয়ে আজ সে দস্যু। তার প্রকৃত চরিত্র গ'ড়ে তুল্‌তে, তাকে গ'ড়ে তুলছ প্রকৃত দস্যু ক'রে রাজকোষ হ'তে অর্থসাহায্য দিয়ে। এর জন্য একমাত্র দায়ী তুমি—যার ফলে লোকচক্ষে আজ আমার পিতৃত্ব পর্য্যন্ত কলুষিত!

মান্দারণ। আপনার অনুমান মিথ্যা বা অমূলক না হ'তে পারে;

এর মীমাংসা শেষ হবে, যতক্ষণ না অপহরণকারী পলায়িত রাঘবসেন ধরা না পড়ে। উত্তম; আপনি অপহৃত মুদ্রার পরিবর্ত্তে আমার আনীত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করুন—অগ্রসর হোন্ বিপ্রশিশুক্রয়ের সঙ্কল্প নিয়ে, আমি যাবো এই মুহূর্ত্তে রাঘবসেনের সন্ধানে। রাজমন্ত্রী ভদ্রবলপ্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিনিয়ে নিয়েছে শর্ম্মানন্দের হাত থেকে, দস্যু রাঘবসেনের এতে অব্যাহতি কোথায়? আশা করি, দ্বিতীয় শর্ম্মানন্দের হাতে মুদ্রা তুলে দিয়ে আর দ্বিতীয় রাঘবসেনের সৃষ্টি কর্‌বেন না; কেন না আমি জানি, আপনার মনের চাঞ্চল্যে বহু রাঘবসেন বহুরূপী হ'য়ে আপনার চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভদ্রবল। তাই যদি হয়, তবে সেই বহু রাঘবসেনের প্রশ্রয়দাতাও সেই একই মান্দারণ, যার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে নগরের সর্ব্বস্থানে আজ আতঙ্কের সৃষ্টি। এর জন্য মহারাজ হ'তে প্রত্যেক নগরবাসীর কাছে তোমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

মান্দারণ। ক্রুদ্ধ হবেন না; দিতে হয়—আমি দেবো অন্তরের প্রকৃত কৈফিয়ৎ, কিন্তু আপনি পার্‌বেন না কৈফিয়ৎ দিতে আপনার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত! আমার খাঁটী বিশ্বাস—আমি এমন রাঘবসেনকে মুক্তিদান করি নি—এমন বর্ব্বরের চরিত্রগঠনের পোষকতাকল্পে উত্তেজিত হই নি, যার কাতরতা শুধু কপটতাভরা—যার দীনতা শুধু বাহ্যিক—যার উপবাসের মুখখানি শুধু অভিনেতার অভিব্যক্তি মাত্র! এখনো বল্‌ছি, সে পুত্র—আপনি পিতা; সে মাতৃহারা সন্তান—বিমাতার নয়নের বিষ। বিচার করুন অন্তরে; কৈফিয়ৎ আমার দিতে হবে না—কৈফিয়ৎ নির্দ্ধারিত হবে আপনারই মুখে। শর্ম্মানন্দ! তুমি আমার সঙ্গে এসো, প্রয়োজন আছে।

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, আমার এখনো সন্ধ্যে-আহ্নিক হয় নি—

মান্দারণ। ভয় নেই, তার যথেষ্ট সময় আছে; এসো।

[মান্দারণ ও শর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

ভদ্রবল। দিন দিন আমি হীন হ'য়ে পড়ছি মান্দারণের চক্ষে; যেন কত অপরাধী আমি তার কাছে! রাঘব আমার চক্ষে এতটুকু অপরাধী প্রমাণিত হ'লে তার যেন অসহ্য! এই কি সংসারের নিয়ম— এই কি দ্বিতীয় বিবাহের পরিণাম? প্রথমার গর্ভজাত সন্তান দ্বিতীয়ার শত্রু হ'লে কি পিতারও শত্রু হয়? এ শত্রুতা কিন্তু—

রতন দত্তের প্রবেশ।

রতন। প্রণাম! একটা তথ্য আবিষ্কার করতে এলুম। শুনতে পাচ্ছি, পিতৃ-উদ্ধারের জন্য মহারাজ যযাতি না কি নরমেধ-যজ্ঞ করছেন?

ভদ্রবল। হ্যাঁ, নগরে নগরে এই অদ্ভুত যজ্ঞের বার্ত্তা প্রচারিত হ'চ্ছে। যজ্ঞ-কুণ্ডে জ্বলন্ত অগ্নিতে একটা অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশুকে মন্ত্রপূত ক'রে নিক্ষেপ করা হবে।

রতন। সর্ব্বনাশ! কিন্তু এ অসম্ভব যজ্ঞ কি পূর্ণ হওয়া সম্ভব?

ভদ্রবল। কিছুই বলা যায় না—ভগবানের অভিপ্রায়!

রতন। তা তো বটেই! এমন একটা বিরাট যজ্ঞ—আর বোধ হয় অর্থব্যয়ও যথেষ্ট হবে!

ভদ্রবল। আশাতীত ধন-রত্ন না পেলে কোন্ পিতা-মাতা প্রাণ ধ'রে পুত্রকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জ্জন দেবে বল? তবু রাশি-রাশি মুদ্রা ঘোষণা ক'রে বাঞ্ছিত বিপ্রশিশু পাওয়া যাচ্ছে কই?

রতন। বলেন কি? ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? আপনি কত অর্থ দিতে পারবেন? প্রয়োজন মনে করেন, আমার সঙ্গে আসুন; আমার সন্ধানে এমন বিপ্রশিশুর পিতা-মাতা হাত বাড়িয়ে আছে।

ভদ্রবল। বল কি? জগতে এমন পিতা-মাতা আছে না কি?

রতন। শুধ্ কানে শুনে ফল কি? আমার সঙ্গে আসুন—সব নিষ্পত্তি হ'য়ে যাবে! আপনি অর্থব্যয় করতে পারবেন তো?

ভদ্রবল। শিশুর পিতা-মাতা যত অর্থ চায়, তারও অধিক পাবে।

রতন। ব্যস্! তবে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন, মাত্র কর্‌করে মুদ্রাভরা থলিটা হাতে তুলে দিতে যতটুকু সময়! আহা, বড় দরিদ্র তারা; এক সঙ্গে একরাশ মুদ্রার মুখ দেখ্‌লে আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ছেলে বিক্রী করতে পথ পাবে না। বড্ড ভালে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়ে গেছে! হ'তেই হবে; এমন অসম্ভব যজ্ঞ পূর্ণ হবে ব'লেই এই যোগাযোগ! মানুষের কাছে মুদ্রাই এখন সব চেয়ে বড় জিনিস, মুদ্রাই মানুষের ইহকাল-পরকাল; মুদ্রায় বিচ্ছেদ—মুদ্রায় মিলন। বাপ বলুন, ভাই বলুন, ভগ্নী বলুন, বন্ধু বলুন, মুদ্রার জোরেই সব আপনার! এর সত্য-মিথ্যা অবগত হ'তে চান তো আমার সঙ্গে আসুন; দুর্ভাগ্যপীড়িত ছেলের বাপ-মা কিভাবে মুদ্রার থ'লি নিয়ে বুকে আঁকড়ে ধরে, একবার গিয়ে দেখে আস্‌বেন চলুন।

ভদ্রবল। নিরাশায় আশা সঞ্চারিত হ'চ্ছে! জানি না, ভগবানের কি উদ্দেশ্য! এত অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে একমাত্র তিনিই তাঁর তুলনা। চল—সত্য মিথ্যা পরীক্ষা ক'রে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণগণ।—

গীত।

ওরে আমার রসিক রসনা।
কি ফলার চাগ্‌লো রে আজ, আহ্লাদে প্রাণ আটখানা॥
খাস্তা পাকের ফুল্কো লুচি, লুস্‌তে হবে মরি বাঁচি,
তাজা পটল বেগুনভাজি কলার পাতে ভেবে নে না॥
মেঠাই মণ্ডা তার কথা নাই, খেয়ে দেয়ে তার ছাঁদা চাই,
দই ক্ষীরেতে ভাস্‌বো সদাই, সাঁতরে কূলে উঠ্‌বো না॥

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৃক্ষতল।

সিদ্ধার্থের প্রবেশ।

সিদ্ধার্থ। ঋণ—ঋণ—ঋণ! কি ভয়াবহ কঠোর শব্দ! কি দুর্দ্দমনীয় কঠিন শাসন তার, যাতে ঋণগ্রস্তের দারিদ্র্যভরা শুষ্ক বুক অধিকতর শুষ্ক হ'য়ে নীরস মরুভূমিতে পরিণত হয়। এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তার কেউ নেই—কেউ তার থাক্‌তেও নেই; সে শুধু ভোগ ক'রে যাবে জগতের অভিশাপভরা দীর্ঘশ্বাসের বাতাস—মনুষ্য-সংসারের এতটুকু শান্তি অন্বেষণ কর্‌বার তার কোনো অধিকার নেই। দরিদ্র যদি মানুষ নয়, দরিদ্র যদি জগতে সৃষ্টিছাড়া জীব, যদি শৃগাল-কুক্কুরেরও অধম সে, তবে কি প্রয়োজন ছিল সৃষ্টি কর্‌বার অপদার্থ এই দরিদ্রের? চোখের উপর স্ত্রী-পুত্র উপবাসী—হাতের আঁজলায় নদীর জল আর গাছের পাতা তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্‌বার একমাত্র সম্বল! ভগবান! জগতে এত ঘৃণ্য আমি, তোমার এত বড় বিশ্ব-সংসারে পশু-পক্ষীকেও যাতে অবাধ অধিকার দিয়েছ, এ দীন হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কি তাতেও অধিকার নেই?

গীতকণ্ঠে অনুরাগের প্রবেশ।

অনুরাগ।—

গীত।

ওরে, আঁখিজলের আল্‌পনাতে ফুট্‌লো হিয়ার উজল রেখা।
তোর বিমল মনের কল্পনাতে জীবনসখার জল্পনাতে
সকল ব্যথার উঠ্‌লো গীতি-লেখা॥

দয়াল নইলে দয়া কোথায়, দয়ার ব্যাসাত ক'জন করে,
শান্তি কোথায় মরুভূমে, ভ্রান্ত সবাই অহঙ্কারে,
রতন না দেয় রত্নাকরে, অনাথ দেখে চায় না ফিরে,
ঘুরে ফিরে চোখে দেখা॥
বুকের আগুন নেভায় ক'জন, ছলা ভাবে দুষ্ট খল,
আপনি নেভাও আপন জ্বালা, ফেল শুধু নয়নজল,
ওরে কাঁদ্‌বি যত দুঃখে, তুই ভাস্‌বি তত সুখে,
দেখে শুনে অনেক শেখা॥

[প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। এইটুকুই শান্তি—দুঃখের বোঝা নামিয়ে ফেল্‌বার একমাত্র উপায় নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন। তার পরিণামে যা কামনা, তার আশ্বাসেও শান্তি। জানি বৃথা আশ্বাস—বৃথা তার আশা, তবু মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অন্বেষণ করতে হবে কামনার শান্তি-প্রস্রবণ। কবে আসবে সেই শান্তি? কবে আস্‌বে সেই মৃত্যুর দিন? কবে ঘুমাবো শান্তি-প্রস্রবণে অবগাহন ক'রে দরিদ্রতার অবসান করতে? [নেপথ্যে লক্ষ্মীময়ী। কুশী—কুশী!] ঐ যে ক্ষুৎপিপাসায় কাতরা লক্ষ্মীময়ীর কণ্ঠস্বর! এখনি ঐ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বজ্রাঘাত দেবে আমার মাথায়; এখনি এসে জিজ্ঞাসা করবে, উপবাসী পুত্রদের ক্ষুধা দূর করতে কি এনেছ? ভিক্ষার শূন্য ঝুলি তার সম্মুখে ধ'রে দিয়ে আমি কোন্ মুখে বল্‌বো, হায় অভাগিনী! ফিরে এসেছি শূন্যহাতে—স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ভিক্ষাও এ জগতে মেলে না। এর উপর শার্দ্দূলপ্রকৃতি রতন দত্ত আস্‌বে ঋণের মুদ্রা নিতে; মুদ্রা তার চাই! মুদ্রা! এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান নেই—মুদ্রা! তার বিনিময়ে নিয়ে যাক্ এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের কঙ্কালসার দেহগুলো—আশ মিটিয়ে রক্তপান করুক্! দেহ-রক্তের চেয়ে তার মুদ্রার মূল্য তো আর বেশী নয়!—কি করবো—অক্ষম আমি ঋণ পরিশোধ করতে।

লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ ৷

লক্ষ্মীময়ী ৷ তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? ওগো, আর আমাদের গাছ-তলায় দাঁড়াতে হবে না; বাপ-মার কষ্ট দেখে ছেলেরা কেমন পাতার কুঁড়ে তৈরী করেছে, দেখবে এসো—

সিদ্ধার্থ ৷ কি বল্‌লে লক্ষ্মী? তারাও বুঝতে পেরেছে তাদের বাপ মায়ের কষ্ট? হায় ভগবান, এও তোমার করুণা বল্‌তে হবে ৷ আমরা পারি নি পিতা মাতা হ'য়ে পুত্রদের একটু আশ্রয় গ'ড়ে দিতে, আর যাদের আমরা নিরাশ্রয় ক'রে পথে বসিয়েছি, সেই পুত্রেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা ভুলে অক্লান্ত পরিশ্রমে পাতার কুঁড়ে তৈরী করেছে ৷ এর বেশী আর কি চাই লক্ষ্মী? সেই কুঁড়েয় ব'সে এখন মরতে পারলেও পরম সুখ ৷ সম্পদভরা কোন্ অট্টালিকায় গিয়ে এমন শান্তি খুঁজে পাবো লক্ষ্মী? প্রয়োজন নেই আমাদের দুঃখ ভুলে যাওয়া সম্পদের, আমি খুঁজে নেবো পৃথিবীর সার ঐশ্বর্য্য, এই দুর্ব্বল বাহুতে স্নেহের সবলতা দিয়ে পুত্রদের আঁক্‌ড়ে ধ'রে তাদের হাতে গড়া পাতার কুঁড়েখানিকে বিশ্বের সার সম্পদ মনে ক'রে ৷

লক্ষ্মীময়ী ৷ আমারও তা সুখের স্বর্গ; সেই স্বর্গ-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে আমার পত্নীত্ব মাতৃত্ব অনুক্ষণ প্রহরীর কার্য্য করবে ৷ বুক পেতে সহ্য করবো সকল দরিদ্রতা—নির্নিমেষনয়নে দেখে যাবো স্বামী-পুত্রের উপবাসক্লিষ্ট শুষ্ক মুখের কাতরতা ৷

সিদ্ধার্থ ৷ দারিদ্র্যের প্রবল তাড়নায় তুমিও চঞ্চল হয়েছ লক্ষ্মী? তুমিও চোখের জল ফেল্‌ছ? তোমায় তো কখনো কাঁদতে দেখি নি, তবে বুকের ব্যথায় লুকিয়ে কোনো দিন কেঁদেছ কি না জানি না ৷ লক্ষ্মী! কাঁদলে হবে না—যুদ্ধ করতে হবে অপ্রতিহত প্রভাবশালিনী

নিয়তির সঙ্গে। চোখের জল ফেলো না—তোমার আগুনভরা চোখের জলে সৃষ্টির বুকে দাবাগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌বে!

লক্ষ্মীময়ী। না—না, আর আমি কাঁদ্‌বো না। আমি সহ্য করবো—আমি সহ্য করবো! আমি শুধু এইটুকু ভাব্‌ছি, দুধের ছেলে তারা—কি ক'রে বুঝ্‌লে তাদের বাপ-মায়ের কষ্ট? কে বোঝালে তাদের, নিরবলম্বন নিরাশ্রয় বাপ মায়ের এতটুকু ক্ষমতা নেই শীত জল রৌদ্রতাপ থেকে তাদের রক্ষা কর্‌বার? কে শেখালে তাদের, নিজের আশ্রয় নিজে গ'ড়ে নিতে হয়—গ'ড়ে দেবার কেউ নেই? ক্ষুদ্রমতি তারা, অথচ হাসিমুখে কেমন কুঁড়ে তৈরী কর্‌লে! এত দুঃখে হাস্‌তে পারে কে? ওগো দেবতা, এ আমার সেই হাসির কান্না—দুঃখের নয়।

কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। বাবা! তুমি রোদের সময় বাইরে দাঁড়িয়ে আছ? আমরা কেমন পাতার কুঁড়ে তৈরী করেছি, দেখ্‌বে এসো। আহা, কেমন মিষ্টি ছাওয়া, আর আমাদের গাছতলায় থাক্‌তে হবে না, আর আমাদের রোদ্দুর লাগ্‌বে না—মাথায় বৃষ্টি পড়্‌বে না।

সিদ্ধার্থ। তোমরা কুঁড়ের গিয়ে ব'সোগে বাবা, আমাদের আর রোদ্দুর লাগে না।

কুশধ্বজ। না—লাগে না বই কি! ঐ তো তোমার চোখ রাঙা হয়েছে, মুখ শুখিয়ে গেছে! না—তোমায় আস্‌তে হবে, তা না হ'লে আমি কুঁড়েঘর ভেঙ্গে ফেল্‌বো। কই, তোমার ভিক্ষের ঝুলি আমার হাতে দাও; আজ আমাদের বড্ড ক্ষিদে। কত ভিক্ষে এনেছ বাবা? আজ আমরা পাতার কুঁড়েয় ব'সে সবাই পেট ভ'রে খাবো!

সিদ্ধার্থ। ওরে অবোধ, কে ভিক্ষা দেবে তোর পিতাকে? এই

দেখ্, ভিক্ষার ঝুলি শূন্য! পাতার কুঁড়েয় ব'সে আজও আমাদের ঘটা ক'রে উপবাস করতে হবে। চল্ কুশী, ক্ষুধার বুকে ভিক্ষার শূন্য ঝুলি আঁক্‌ড়ে ধ'রে সবাই মিলে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিগে চল্! দেখি, সেই কান্নার জলে যদি ভগবানের পাদপদ্ম ধৌত করতে পারি!

কুশধ্বজ। তা হ'লে কি হবে বাবা? আমার বন্ধুকে যে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি!

সিদ্ধার্থ। গরীবের আবার বন্ধু কে কুশী? কোথায় পেলি তেমন বন্ধু?

কুশধ্বজ। সত্যি সে আমার বন্ধু; কেমন, বন্ধু নয় মা? সেই যে আমার সঙ্গে গাছের তলায় লুকোচুরি খেলছিল—সেই তো বললে পাতার কুঁড়ে তৈরী করতে! গাছে উঠে পাতাভরা ডাল ভেঙ্গে দিলে, আমরা তিন ভায়ে কুঁড়ে তৈরী করলুম! সেই যে—সেই রাখালদের ছেলে—

সিদ্ধার্থ। তার নামটী কি বাবা?

কুশধ্বজ। অনাথবন্ধু; আমায় বললে, বন্ধু ব'লে ডাকতে। আমিও বন্ধু বলি, অনাথবন্ধুও গলা ধ'রে আমায় বন্ধু বলে।

সিদ্ধার্থ। অনাথবন্ধু? বেশ নামটী তো! অনাথবন্ধুকে বন্ধু ব'লে ডাক্‌লে দোষের হয় না! কই, আমায় তো তোমার অনাথবন্ধুকে দেখাও নি! দেখ্‌তুম—যার নামটী এত মধুর, তার রূপটী কেমন সুন্দর!

লক্ষ্মীময়ী। রূপটী তার পাগলকরা—রাখালের ঘরে এসেছে যেন ছলনা করতে!

কুশধ্বজ। সত্যি বাবা! তার কালো রূপ বনের মাঝে আলোর মত জ্বলে।

সিদ্ধার্থ। বল্ তো—বল্ তো কুশী, কেমন সে আলোর মহিমা?

কুশধ্বজ ।—

গীত

নীল নীরদ তনু ভানুর কিরণ খেলে ।
নীল কমল যেন কুসুম-কাননে দোলে ॥
স্বপনে ফুটেছে যেন সুহাসগলিত,
ঢল ঢল কলেবর গন্ধবিলেপিত,
কাজলে উজল আঁখি বনফুলমালা গলে ॥
চরণে মরণ যাচে ভৃঙ্গ সতত,
নবরাগে অনুরাগে পরাণ মোহিত,
বান্ধব মনোহর খেলে খেলা কুতূহলে ॥

শুন্‌লে বাবা, আমার বন্ধু কেমন? এমন বন্ধুকে আমি কি ক'রে নেমন্তন্ন ফেরৎ নিতে বল্‌বো বাবা ?

সিদ্ধার্থ। বল্‌বে—দরিদ্রের বন্ধু অনাথবন্ধুকেই আমি নিমন্ত্রণ করেছি ; অনাথবন্ধুবেশে দেখা না দিলে নিমন্ত্রণে তার কোন অধিকার নেই ।

কুশধ্বজ। এ কথা শুনে যদি আমার উপর রাগ করে ?

সিদ্ধার্থ। যে প্রকৃত অনাথবন্ধু, সে কখনো রাগ করে না—সে রাগ করতে জানে না।

কুশধ্বজ। ঠিক বলেছ বাবা, তা নইলে সে কিসের বন্ধু ? সে যদি রাগ করে, আর আমি তাকে বন্ধু বল্‌বো না। আসুক না বন্ধু, আমি তাকে তোমার কথা বল্‌বো। এখন এসো—আমরা যাই।

[সকলের প্রস্থান ।

রাখালবালকবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। আবার বল্ কুশী—আমি আবার শুন্‌বো তোর ঐ বিমল

কণ্ঠের বন্ধু—বন্ধু—বন্ধু! ঐ ধ্বনি এখনো আমায় কানে বাজ্‌ছে; যত শুনি, ততই মিষ্টি! বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে বন্ধু আমার আকুল হ'য়ে পড়েছে। ওরে সরল ভক্ত—ওরে প্রাণের আকর্ষণে বন্ধুত্ববিতরণকারী—ওরে সাধক—ওরে কুশধ্বজ! তোর নিমন্ত্রণ-আবাহনের সকল বস্তুই আমি পেয়েছি; বাহ্য সংসারের লোকদেখানো অন্নের থালা পাই নি বটে, কিন্তু পেয়েছি তোর ভক্তিবাঁধন, অন্তরের নিবেদন, তীর্থচারী সাধকের প্রেমাশ্রু-অর্ঘ। অজ্ঞাতসারে হাত পেতে নিয়ে আমার সকল সাধের তৃপ্তি করেছি, আর আমার প্রার্থনা নেই বন্ধু! আমি ঋণী তোর কাছে, আমায় ঋণ পরিশোধ কর্‌বার সুযোগ দে—

গীত।

আমি ঋণের দায়ে বিকিয়ে দিয়েছি প্রাণ।
সুধা পিয়ে আমি সুধা নিয়ে ফিরি শান্তির প্রতিদান॥
আমি মুক্তির বীজ করেছি বপন শান্তির তরু সৃজিতে,
সুন্দর শাখে প্রীতি-পত্রে তৃপ্তি-কুসুমে সাজাতে,
ভোগের ফলেতে আত্মা ভুলাতে ঘুচাতে অভিমান॥

কই ভাই কুশী, আমি একা এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? আমি নেমন্তন্ন এসেছি, তুমি বুঝি আমার আগেই খেয়ে নিয়েছ?

কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। না ভাই, কাউকে নেমন্তন্ন কর্‌লে কি আগে খেতে আছে? আর খাবোই বা কি? আজও সেই গাছের পাতা খেয়ে থাকৃতে হবে। বাবা তো ভিক্ষায় কিছু পান নি! তাই আমার মা বাবা দাদারা সবাই উপবাসে থাক্‌বে—আমিও থাক্‌বো।

নারায়ণ। আর আমি?

কুশধ্বজ। ভাগ্যহীন বন্ধুর সঙ্গে তোমারও উপবাস। কি করবে ভাই, আমরা যে গরীব—গরীবদের উপবাসে থাক্‌তে হয়। তাই বাবা বল্‌লেন, অনাথবন্ধুকে ব'লো—অনাথবন্ধু অনাথবন্ধুরূপে দেখা না দিলে আর নিমন্ত্রণে অধিকার নেই।

নারায়ণ। তবে আর বৃথা অপেক্ষা ক'রে ফল কি? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। কোথায় আশা ক'রে আছি, বন্ধুর বাড়ী গিয়ে ঘটা ক'রে পাতা পেতে ভাল-মন্দ কত কি খাবো, তা বন্ধু যে এমন ক'রে ফাঁকি দেবে, তা কি ছাই আগে জানি? ঢের ঢের বন্ধু দেখেছি ভাই, নেমন্তন্ন ফেরৎ দিতে বলে, এমন বন্ধু কিন্তু কোথাও দেখি নি! [কুশধ্বজ কাঁদিয়া ফেলিল।] ছিঃ বন্ধু, তুমি আমার কথায় অভিমান ক'রে কাঁদ্‌ছো? না ভাই, বন্ধুর উপর অভিমান করতে নেই; আমি সরলভাবে একটু তামাসা করেছি মাত্র! তোর মলিন মুখ যে আমি দেখ্‌তে পারি না ভাই!

গীত।

নারায়ণ।—তোর মলিন মুখের ছবি দেখে বাজের ব্যথা পাই।
কুশধ্বজ।—ব্যথা দিলে ব্যথাই মিলে আগে কি তা শোনো নাই॥
নারায়ণ।—গরলবিহীন সরল যে তুই কোথায় মেলে তুলনা,
কুশধ্বজ।—সরলপ্রাণে রেখো মনে দীনের কথা ভুলো না,
নারায়ণ।—তোর কথা কি ভুল্‌তে পারি,
কুশধ্বজ।—তুমি আমার শান্তি-বারি,
নারায়ণ।—কেন তবে নয়নজলে বয়ান ভাসে ও কুশী ভাই?
কুশধ্বজ।—মনের ব্যথা ঘুচাও যদি ব্যথার কথা ভুলে যাই॥

নারায়ণ। দুঃখ ক'রো না কুশী! আজ তবে আসি ভাই! নাই

বা খেলুম নেমন্তন্ন! বন্ধুর বাড়ী আবার একদিন আস্‌বো—আর একদিন পাতা পেতে খেয়ে যাবো। মাকে ব'লো—তাঁর হাতের রান্না খাবার আমার আশা রইলো; আর ভাল ক'রে তৈরী কর্‌তে ব'লো মিষ্টি নাড়ু। [প্রস্থান।

কুশধ্বজ। কার এমন বন্ধু মেলে? নিমন্ত্রণ পেয়ে খেতে এসেছিল, দ্বিরুক্তি না ক'রে আমাদের দারিদ্র্য দেখে কত আশ্বাস দিয়ে ফিরে চ'লে গেল; কিন্তু বন্ধুর এ সাধুতায় আমার কষ্টের যে অবধি নেই। হরি! দীনবন্ধু! তুমিও কি আমার মনের কষ্ট বুঝ্‌লে না? গরীবের ঘরে কি একটা নাড়ু, এক দানা চালও থাক্‌তে নেই? আমি উপবাসে থাকি, তাতে আমার আক্ষেপ নেই, কিন্তু নিমন্ত্রিত বন্ধু আমার শুখ্‌নোমুখে ফিরে গেল, এ দুঃখ যে আমার যাবার নয়—[কাদিয়া ফেলিল।]

রতন দত্তের প্রবেশ।

রতন। কে দাঁড়িয়ে রে—কুশো না? এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিস কেন—কি হয়েছে? তোর বাবা কোথা? মা কোথা?

কুশধ্বজ। ঐ যে—ঐ কুঁড়ের পাশে গাছ্‌তলায় ব'সে আছে।

রতন। বাঃ, ব'সে ব'সেই দিন কাটানো হ'চ্ছে বুঝি? আজ যে বড় ভিক্ষেয় বেরোনা হয় নি—ব্যাপার কি? একরাশ দেনা শোধ কর্‌তে হবে, মনে নেই? ডেকে দে—ডেকে দে—[কুশধ্বজের প্রস্থান] মা গো মঙ্গলময়ী মঙ্গলচণ্ডী, বলিহারী তোমার লীলা! এতদিন পরে মুখ তুলে চাইলি ব'লেই স্থদে আসলে একরাশ কর্‌করে মুদ্রা স্থড়স্থড় ক'রে রতনদত্তের ঘরে ঢুক্‌তে চলেছে! মা গো দয়াময়ী, এতদিন পরে বুঝ্‌তে পার্‌লুম, ছেলের ডাকে যথার্থই মায়ের প্রাণ কাঁদে! আহা,

করুণাময়ী মা গো! সুদের কড়ি ঘরে তুল্‌তে তুল্‌তেই যেন রতন দত্তের দিনগুলো কেটে যায় মা!

সিদ্ধার্থের প্রবেশ।

রতন। আর কেও? মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত সিধুঠাকুর যে? বলি, পায়ের ওপর পা দিয়ে ভাল আছ তো? জমিদারী-টমিদারী চল্‌ছে কেমন? নিশ্চিন্দি হ'য়ে ব'সে ব'সে দিন কাটাচ্ছ—ব্যাপারখানা কি? সময়টা এখন ভাল যাচ্ছে বুঝি? তা বেশ—বেশ, তোমারও ভাল, আমারও ভাল। এখন ভালমানুষের মত সুদে আসলে পাওনা মুদ্রাগুলো ফেলে দিয়ে আমায় রেহাই দাও দেখি! রতন দত্ত আজ রতন না পেলে এখান থেকে এক পাও নড়ছে না। কি হে, হাঁ ক'রে রইলে যে? কথার উত্তর দাও!

সিদ্ধার্থ। কি উত্তর দেবো? অহোরাত্র যার দারিদ্র্য, ক্ষুধায় অন্ন নেই, গাছতলায় সংসার, স্ত্রী-পুত্র উপবাসী, ভিক্ষায় এক মুষ্টি চাল নেই, আপনার এত বড় প্রশ্নের উত্তর দিই কি ক'রে বলুন?

রতন। তুমি তো বড় একগুঁয়ে লোক হ্যা! আর প্যান-প্যান ক'রে নাকে কান্নাও তো বেশ অভ্যাস করেছ! পেটে ভাত নেই, হাঁড়ীতে চাল নেই, স্ত্রী-পুত্র উপবাসী, তা আমি কি করবো হে বাপু! তুমি খেতে পাও না ব'লে রতন দত্তের সুদের কড়িও সেই আওতায় শুখিয়ে যেতে পারে না!

সিদ্ধার্থ। দত্তমশায়! বোধ হয়, একটা কাজ করলে আপনার ঋণ পরিশোধ হ'তে পারে। আমার অনুরোধ—আপনার গৃহে আমায় দাসরূপে নিযুক্ত করুন; আমার প্রাপ্য মাসিক বৃত্তি আপনি গ্রহণ ক'রে আমায় ঋণ হ'তে মুক্তিদান করুন।

রতন। তাও তো ভেবেছিলুম হে! তবে বামুনের ছেলে ব'লে নানান লোকে নানান কথা কইবে—আমারই দোষ দেবে, তাই ও প্রস্তাবটা ধামাচাকা দিয়েই রেখেছি।

সিদ্ধার্থ। কেন দত্তমশায়! দারিদ্র্যের তাড়নায় ধর্ম্মপ্রাণ নল রাজাকেও অশ্বশালায় নিযুক্ত হ'তে হয়েছে, তাও তো শুনেছেন? বিশ্বামিত্রের পরীক্ষায় দানবীর হরিশ্চন্দ্রকে পত্নী-পুত্র বিক্রয় ক'রে চণ্ডালত্ব স্বীকারে অর্জ্জিত মুদ্রায় দানের দক্ষিণা সংগ্রহ করতে হয়েছে, তাও তো শুনেছেন? সেই আদর্শে আমিও না হয় ঋণ পরিশোধ করতে আপনার দাসত্ব স্বীকার করবো!

রতন। ও সব বাজে কথা ছেড়ে আমার পাওনা মুদ্রা চুকিয়ে দাও দেখি! কতবার তোমায় বলবো?

সিদ্ধার্থ। আমিও আর কতবার বলবো দত্তমশায়? নিঃস্ব দরিদ্রের গৃহে মুদ্রা নেই—মুদ্রা নেই।

রতন। তুমি গলাবাজী করলেই তো আমার সুদ আসলের জলজ্যান্ত মুদ্রাগুলো জলে ভেসে যাবে না? মুদ্রা চাই—মুদ্রা চাই—মুদ্রা চাই! পাওনা মেটাও, নইলে তোমার কিছুতেই অব্যাহতি নেই!

সিদ্ধার্থ। তার পরিবর্ত্তে আপনি স্বয়ং আমায় শাস্তি দান করুন, অথবা রাজদ্বারে অভিযোগ ক'রে আমায় সপরিবারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করুন,—আপনার ঋণ পরিশোধ হোক্।

রতন। আ-ম'রে যাই! মনে মনে খুব লঙ্কাভাগ হ'চ্ছে যে! শোনো সিধুঠাকুর! ঋণ পরিশোধ করবার যথেষ্ট উপায় আছে; যদি বাঁচতে চাও, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর।

সিদ্ধার্থ। কি বললেন দত্তমশায়, উপায় আছে? বলুন দত্তমশায়, ঋণমুক্তির কি উপায় আছে, আমি প্রাণ দিয়েও তা সম্পন্ন করবো।

রতন। শুনে আবার আঁৎকে উঠ্‌বে না তো? প্রাণদানও যে অপেক্ষা নিতান্ত সহজ! কথাটা বেশ ক'রে বুঝে দেখ সিধুঠাকুর! একটী থলে কর্‌করে মোহর! তা থেকে রতন দত্তের দেনা পরিশোধ তো হবেই—চাই কি পুরুষানুক্রমে অমন কত পুরুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে! মতামত স্থির ক'রে মোহরের থলিটী হাতে নিলেই সব দিক রক্ষা পায়।

সিদ্ধার্থ। দত্তমশায়! এ কি সত্য, না দরিদ্র ব'লে বৃথা প্রলোভন দেখিয়ে আমার সঙ্গে রহস্য করছেন? আমার যে স্বপ্নবৎ মনে হ'চ্ছে! কোন্ করুণাময় মহাপুরুষ এ দরিদ্রকে ঋণের দায় হ'তে মুক্তি দিতে স্বর্গ হ'তে ধরায় অবতীর্ণ? কে সেই মুক্তিদাতা?

রতন। সিধুঠাকুর! যাকে এতদিন পাষণ্ড ব'লে জেনে এসেছ, সেই রতন দত্তই আজ তোমায় ঋণ হ'তে মুক্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প। তোমার যদি উপকার হয় তো আমা হ'তেই হবে। গুণ্ডা দিয়ে তুমি আমার অপমান করলেও আমার হৃদয়খানা কত উঁচু, তাই তোমায় একটু বুঝিয়ে দিতে চাই। ব্রাহ্মণ তুমি—সে কি কথা, তোমার একটা উপকার করবো না! নিয়ে আস্‌ছি আমি মোহরের থলি।

প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। একি ছল? একি মিথ্যা? আমি ধারণায় আনতে পারছি না, সহসা আমার প্রতি রতন দত্তের কেন এই অনুগ্রহ? ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত দরিদ্রের হাতে আজ সে করুণায় মোহরের থলি তুলে দিতে চায়! একি সেই রতন দত্ত, যে আসলের সুদ আদায় করতে গায়ের মাংস পর্য্যন্ত কেটে নেয়, সে আজ আমার অদৃষ্ট ফেরাতে কৃতসঙ্কল্প? কেন তার এ করুণা? এ কি দয়া না স্বার্থপরতার রূপান্তর? না—চাই না আমি মোহরের থলি—আমার দারিদ্র্য

ভুলে চাই না আমি অর্থের মুখদর্শন করতে! বুঝি সে মঙ্গলের নয়—প্রত্যক্ষ সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসের কোলাহল! লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! ভগবানের দেওয়া আমার দীনতার সাম্রাজ্য বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায়! অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার আমায় গ্রাস করতে আসছে! আমি আত্মহারা; আমায় রক্ষা কর—আমায় রক্ষা কর!

লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ।

লক্ষ্মীময়ী। ও কি, কেন অমন অস্থির হ'চ্ছো? স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা অত ভাবতে হবে না; ভাবনায় উন্মাদনা সৃষ্টি হয় মাত্র! হা ভগবান! দুঃখের মাঝে একটু সুখও কি তুমি সইতে পারছো না? আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্বামীর পদাশ্রয়; নিষ্ঠুর! তাও তুমি বাজের আঘাতে ভেঙ্গে দিতে চাও?

সিদ্ধার্থ। লক্ষ্মী! অভিমানে চোখের জল ফেলো না। রতন দত্ত করুণায় আমার হাতে মোহরের থলি তুলে দিতে চায়। আমি ধারণায় আনতে পারি নি, সে তার অনুগ্রহ কি নিগ্রহ! তাই হৃদয়-চাঞ্চল্যে অস্থির হয়েছি; ভয় নেই, এখন আমি সুস্থ—প্রকৃতিস্থ।

রতন দত্ত, ভদ্রবল ও দুইজন দেহরক্ষীর প্রবেশ।

রতন। আসুন—আসুন! এই দেখুন—এই সেই দুঃস্থ পরিবার! একটী দিনের জন্য সাধ ক'রে পেট পূরে খেতে পায় না। একে দরিদ্র, তার উপর প্রকাণ্ড সংসার; স্ত্রী, নিজে, আর অপগণ্ড তিনটী ছেলে—দ্বারে দোরে ভিক্ষে ক'রে সংসার চলে। ওহে সিধুঠাকুর! অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছো কি? রাজবাড়ী থেকে মন্ত্রীমশায় এসেছেন, একটু খাতির-টাতির কর!

সিদ্ধার্থ। বলেন কি! মন্ত্রীমশায়? ওরে জনার্দ্দন! ওরে অর্জ্জুন! ওরে কুশো—

ভদ্রবল। থাক্—থাক্, ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই ব্রাহ্মণ! অযথা আড়ম্বরপূর্ণ অভ্যর্থনা উপভোগ করতে আসি নি। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি—শোনো; বোধ হয় শুনে থাক্‌বে যে, মহারাজ যযাতি নরমেধ যজ্ঞ করছেন?

সিদ্ধার্থ। আমার ন্যায় দীন দরিদ্র কি সে যজ্ঞদর্শনে প্রবেশাধিকার পাবে?

ভদ্রবল। কোনও বাধা নেই ব্রাহ্মণ! তুমি সপরিবারে সেখানে উপস্থিত হ'তে পারবে, আর তোমার পরিতৃপ্তির জন্য বহুবিধ দানেরও সুবন্দোবস্ত ক'রে দেবো। হ্যাঁ, কি নাম বল্‌লে তোমার পুত্রদের? জনার্দ্দন, অর্জ্জুন, কুশধ্বজ; অনুমান কুশধ্বজই সর্ব্বকনিষ্ঠ?

সিদ্ধার্থ। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রবল। কই, কুশধ্বজকে ডাক তো!

সিদ্ধার্থ। কুশী! এদিকে এস তো!

কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। কেন বাবা? এ কি, এরা সব কে বাবা?

সিদ্ধার্থ। ইনি রাজ্যের মহাসম্পদ মহারাজ যযাতির প্রধান মন্ত্রী! মহারাজ যযাতি যজ্ঞ করছেন, তাই আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন।

কুশধ্বজ। কবে যজ্ঞ হবে বাবা? আমরা কবে যাবো?

ভদ্রবল। ইচ্ছা হয়, আজই আমার সঙ্গে যেতে পার।

রতন। বেশ ক'রে দেখুন মন্ত্রীমশায়! যেমনটী প্রয়োজন, একেবারে ঠিক্-ঠাক্ মিলিয়ে নিন্। আমি তো দেখ্‌ছি হুবহু একেবারে—

ভদ্রবল। কুশধ্বজ! তুমি যজ্ঞে যাবে?

কুশধ্বজ। শুধু আমি কেন, আমার বাবা, মা, দাদারা সবাই যাবে।

ভদ্রবল। ব্রাহ্মণ! তোমার এই পুত্রটীকে আমায় দান করতে পার?

সিদ্ধার্থ। ও তো আপনাদেরই পুত্র মন্ত্রীমশায়!

ভদ্রবল। সেরূপে নয়; আমি চাই তোমার দাবীর হাত থেকে চিরকালের জন্য গ্রহণ করতে।

সিদ্ধার্থ। পুত্রের উপর আর আমাদের দাবী থাকবে না?

ভদ্রবল। তার বিনিময়ে আমি তোমাদের যথেষ্ট অর্থ দেবো।

সিদ্ধার্থ। অপার্থিব স্নেহপূর্ণ পিতা-মাতার বুক থেকে বঞ্চিত না ক'রে তাদের পুত্ররত্নের যদি প্রতিপালনের ভার মাত্র গ্রহণ করেন, তাতে কোন্ পিতা-মাতার আপত্তি থাকতে পারে মন্ত্রীমশায়? কিন্তু পুত্রকে পুত্র ব'লে ডাকবার অধিকারে বঞ্চিত হ'য়ে পুত্রদানে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম; বিশেষতঃ কুশধ্বজ এখনো শিশু, পিতা-মাতার কোল ছেড়ে সে তো থাকতে পারবে না!

ভদ্রবল। যদি আশাতীত অর্থ পাও, তবুও না?

সিদ্ধার্থ। মন্ত্রীমশায়! রাজ্যের প্রতিভূ আপনি, জ্ঞানবীর—বিচক্ষণ—বুদ্ধিমান! পিতা-মাতার মর্ম্ম নিয়ে আপনিই বলুন দেখি—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ পাষণ্ড পিতা-মাতা বর্ত্তমান, যারা অসার অর্থের বিনিময়ে সাধনায় সৃষ্ট সন্তান বিক্রয়ে সমর্থ হয়? আমার স্নেহের রত্ন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখতে পারি মাত্র আপনারই হাতে তার শুভাশুভের ভার অর্পণ ক'রে।

ভদ্রবল। শোনো ব্রাহ্মণ, তোমার এই সর্ব্ব-সুলক্ষণ পুত্রকে আমার প্রয়োজন।

সিদ্ধার্থ। মন্ত্রীমশায়! এমন কি প্রয়োজন, যাতে পিতা-মাতার বুক থেকে পুত্ররত্নকে ছিনিয়ে নিতে হবে?

ভদ্রবল। শোনো ব্রাহ্মণ, মহারাজ যযাতি পিতৃমুক্তির জন্য নরমেধ-যজ্ঞ করছেন, সেই যজ্ঞে বলিদান দেওয়া হবে অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু। আমি এসেছি সেই বিপ্রশিশু ক্রয় করতে; তার বিনিময়ে তিনি বিক্রেতাকে সাম্রাজ্যখণ্ড দান করতেও প্রস্তুত।

সিদ্ধার্থ। নরমেধ-যজ্ঞ? এ যজ্ঞে কি পুণ্যানুষ্ঠান হয়? এ কি শাস্ত্রীয় আচার? না—না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যতই পাপে পূর্ণ হোক্, তবু পিতা-মাতার কাছে যজ্ঞ-বলির পুত্র মেলে না—সমগ্র পৃথিবী বিনিময় পেলেও নয়! ওরে কুশী, পালিয়ে আয়—[কুশধ্বজের হাত ধরিলেন।]

রতন। শোনো সিধুঠাকুর! পালিয়ে পরিত্রাণ পাবে, এ কথা ভুলে যাও! রতন দত্তের দেনা পরিশোধ করতে হ'লে পুত্রবিক্রয় ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নেই।

সিদ্ধার্থ। সপরিবারে গাছের পাতা আর মাটি খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবো, তথাপি এ পৈশাচিক কার্য্য আমা হ'তে হবে না। ঋণ-পরিশোধ? ব্রাহ্মণের বুকের রক্তের চেয়ে রতন দত্তের মুদ্রার মূল্য কি অধিক? তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হবে না?

রতন। ধূর্ত্ত বামুন! বেড়ে বাক্যি শিখেছ তো! রতন দত্তের মুদ্রা খোলামকুচি, না? তুমি একটা পুঁটকে ছেলের মায়া ত্যাগ করতে পার না, আর আমি রক্তের ধন মুদ্রার মায়া ভুলে যাবো? মুদ্রা আমার ইহকাল-পরকাল, মুদ্রা আমার বাপের ঠাকুর,—আমার সেই মুদ্রা তুমি কথার ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে? বটে! দেখি তুমি কত বড় ধড়িবাজ বামুন—কত তোমার ছেলের মায়া! দেনার দায়ে তোমায় ছেলে বেচাবো, তবে আমার নাম রতন দত্ত! ওরে কুশো! তোর বাপের

মত থাকুক্ আর নাই থাকুক্, তোর বাপকে ঋণমুক্ত করতে পারবি? তা হ'লে তোর বাপেরও একটা হিল্লে হয়, আর আমারও একটা কিনারা হয়।

কুশধ্বজ। কেন পারবো না? ঋণের দায়ে পিতা'র বিপদ, সে বিপদ থেকে পিতাকে উদ্ধার করা তো পুত্রের কর্ত্তব্য!

রতন। আ-মরি-মরি-মরি—বা-বা-বা, দিব্যি সোনা'র চাঁদ ছেলে—দেখ্‌লে বুক জুড়িয়ে যায়; এমন ছেলে নৈলে বাপের বিপদে বুক দিয়ে দাঁড়ায়? সাক্ষাৎ ধর্ম্ম; নইলে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত হয়! বলিহারি! বলিহারি!

সিদ্ধার্থ। অলীক ধারণা দত্তমশায়—উন্মাদের প্রলাপ! ছেলের পক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ, কিন্তু পিতার পক্ষে ছেলে বিসর্জ্জন দেওয়া সহজ নয়।

রতন। তুমি কি বুঝবে, তোমার চেয়ে তোমার পুত্রদের ধর্ম্ম কত-খানি প্রবল?

সিদ্ধার্থ। আর আপনি কি বুঝবেন দত্তমশায়, পুত্র বিসর্জ্জন দিতে পিতা-মাতার প্রাণে কত ব্যথা? জগতের ঘরে ঘরে সকলেই রতন দত্ত নয় যে, ঋণের মুদ্রা নিতে দীনের বক্ষরক্ত ছিন্ন ক'রে নেবে! মনুষ্যসমাজে এই কি আপনার মনুষ্যত্বের পরিচয়? জানি না, ভগবান আপনাকে কি উপাদানে গঠন করেছেন!

রতন। হাঁ, ভগবান তোমার বুদ্ধি নিয়ে আমায় গড়তে ভুলে গিয়েছিলেন! যাকে যে উপাদানে গড়বার, ভগবান তাকে ঠিক সেই উপাদানেই গ'ড়েছেন। ভিক্ষে করা তোমার অদৃষ্ট, আর সুদের কড়ি আদায় করা আমার অদৃষ্ট; ব্যস্—তাতে তোমারও লজ্জা নেই, আমারও লজ্জা নেই। এই যে মোহরের থলি নিয়ে মন্ত্রীমশায় বিপ্রশিশু ক্রয়

করতে এসেছেন, তাতে ওঁরও লজ্জা নেই। শোনো সিধুঠাকুর! আমি অত কথার ধার ধারি না; দেনা পরিশোধ করতে হ'লে ছেলে তোমায় বেচ্‌তেই হবে, নইলে রতন দত্ত আজ ছেড়ে কথা কইবে না।

সিদ্ধার্থ। অন্তর্দ্দাহের তাড়নায় আমিও বল্‌ছি দত্তমশায়! সপরিবারে উপবাসের নির্য্যাতনে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবো, তবু ছেলেবেচার ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মতি দেবো না।

রতন। দিতেই হবে সম্মতি, নইলে গায়ের জোরে নিয়ে যাবো; দেখি তুমি কত বড় বামুন! ওরে কুশো, চলে আয়! মন্ত্রীমশায়! মোহরের থলি আমার হাতে দিন, সিধুঠাকুরের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে! [ভদ্রবলের হাত হইতে মুদ্রার থলি লইল।] এই আমি মুদ্রা পেলুম সিধুঠাকুর! তুমি ঋণমুক্ত। যান আপনারা, ছেলে নিয়ে যান।

সিদ্ধার্থ। সাবধান রতন দত্ত! এই উপবাসক্লিষ্ট দরিদ্র ব্রাহ্মণের কিছু না থাক্, গায়ত্রী-আশ্রিত তার উপবীতের মহাশক্তি এখনো বিদ্যমান; মর্ম্মপীড়ার দাবাগ্নিতে এখনি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবে—[কুশধ্বজকে ধরিলেন।]

রতন। তবে রে বিট্‌লে বামুন, পেজোমো ধরেছ বটে! ছাড়—ছাড় বল্‌ছি!

সিদ্ধার্থ। দেহে এক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকতে নয়; আগে হত্যা কর—জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি কর!

রতন। তোমার দুষ্কৃতির ফলে তাও হয় তো করতে হবে! মন্ত্রীমশায়! শিকার হস্তগত, যজ্ঞবলি সম্মুখে; আপনি করছেন কি? ছেলেটাকে নিয়ে যেতে বলুন!

ভদ্রবল। থাক্ রতন দত্ত, থাক্! পীড়নে পিতা-মাতার বুক থেকে শিশু ক্রয় করা যায় না। এসেছি নিষ্ঠুরপ্রাণে বলিদানের বিপ্রশিশু

নিয়ে যেতে! এক দিকে কর্ত্তব্যের আহ্বান, অন্য দিকে মায়ার নিলয়-বাসী পিতা-মাতার নয়নাশ্রুর জীবন্ত বাধা! এখানে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! বিপ্রশিশু প্রার্থনার, কিন্তু গায়ের জোরে পিতা-মাতার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার নয়। যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহজে সম্মত হয়, তবে প্রহরীরা রইলো, আর গচ্ছিত রইলো তোমার কাছে মোহরের থলি; বিপ্রশিশুর হাত ধ'রে আমার সঙ্গে মিলিত হবে অরণ্যের প্রান্তভাগে রাজপথে। সাবধান! পীড়ন না হয়; মহারাজের সেরূপ আদেশ নয়।

[প্রস্থান।

রতন। যে আজ্ঞে! [দেহরক্ষীদের প্রতি] বাপুগণ, কি দেখ্‌ছ তোমরা হাঁ ক'রে? ছোঁড়াটাকে বেঁধে ফেল না কড়-কড় ক'রে! [দেহরক্ষীগণ তথাকরণে উদ্যত হইল।]

লক্ষ্মীমণী। সাবধান! নিষ্ঠুরতায় কি রত্ন অপহরণ করতে এসেছ, জান? আমি মা—মায়ের বুক থেকে ছিন্ন ক'রে নিয়ে যেতে এসেছ ভগবানের কৌস্তভ রত্ন অপেক্ষা আদর্শ শ্রেষ্ঠ রত্ন স্নেহসিঞ্চনে গড়া পুত্রকে? কই, নিয়ে যা তো দেখি মায়ের সম্মুখ থেকে তার পুত্ররত্ন, দেখি বিশ্বজোড়া আকাশখানা খান্‌খান্ হ'য়ে তোদের মাথায় ভেঙ্গে পড়ে কি না! আয় তো কুশী তোর মায়ের বুকে, দেখি যমেরও সাধ্য কি না মায়ের বুক থেকে পুত্র কেড়ে নিতে!

রতন। কি হে, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে তোমরা এই চোখরাঙানি উপভোগ করবে না কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানকল্পে বিপ্রশিশু ক্রয় করবার প্রয়োজন ছিল, ক্রয় করা হয়েছে; সিধুঠাকুরের দেনা পরিশোধ করবার প্রয়োজন ছিল, তা করেছে; তাতে ভয়টা কিসের? একটা দীন দরিদ্র পরিবার, কি করবে তারা? কি শক্তি তাদের?

সিদ্ধার্থ। আর্ত্তপীড়িত দরিদ্রের অনেক শক্তি দত্তমশায়! তাদের বুকফাটা চোখের জল দাবানল সৃষ্টি করে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসে!

রতন। আরে রেখে দাও তোমার ব্রহ্মাণ্ডধ্বংস! ছোঁড়াটাকে টেনে এনে বেঁধে ফেল না!

কুশধ্বজ। না গো না, মায়ের গায়ে তোমরা হাত দিও না; আমি বাবাকে মাকে বুঝিয়ে বল্‌ছি। বাবা! পুত্র হ'তে যদি পিতার উপকার না হয়, সৎ প্রজার দ্বারা যদি রাজার ধর্ম্মরক্ষা না হয়, তেমন পুত্র বা প্রজার প্রয়োজন কি বাবা? মা! তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে আমি কি একটী দিনের জন্য এ গর্ব্ব করতে পাবো না যে আমা হ'তে পিতা ঋণমুক্ত—দেশের রাজার পুণ্যযজ্ঞ সম্পূর্ণ? বল বাবা! বল মা! আমি কি তোমাদের কুপুত্র?

লক্ষ্মীময়ী। না রে কুশী, না; তুই যে আমাদের কাছে তুচ্ছ ঋণের চেয়ে অনেক বড়! ঋণের দায়ে পুত্র বিসর্জ্জন দেওয়াও তো পিতা-মাতার ধর্ম্ম নয় বাবা!

কুশধ্বজ। বাবা! আমায় কি পুত্রের কাজ করতে দেবে না?

সিদ্ধার্থ। ওরে অবোধ শিশু, পিতা-মাতার কাছে পুত্র যে কি, তা যদি জানতিস—

কুশধ্বজ।—

গীত।

বিনা মায়ার বাঁধন কিছু নহে আর এসেছি খেলিতে মহীতে।
এ যে মায়ারই মেলা দু'দিনের খেলা এসেছি দু'দিন হাসিতে॥
এসে যেতে হয় সে তো জানা কথা,
তবে কেন মা গো প্রাণে হেন ব্যথা,
তবে কেন বল ভুলে হেন কথা বাবা এ করম সাধিতে॥

সিদ্ধার্থ। চুপ কর্ কুশী, চুপ কর! ঋণের দায়ে নিরয়গামী হবো, তবু মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারবো না!

লক্ষ্মীময়ী। না—না কুশী, কোথায় যাবি—কে তোকে নিয়ে যাবে? ওরে দুঃখিনীর বাছা, মাকে তোর ভুলে যাবি—মায়ের দুঃখ বুঝ্‌বি না? কুশী রে! নিরাশ্রয় হ'য়েও নিরম্বু উপবাসে গাছতলায় তোদের তিনটীকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে আমি যে স্বর্গসুখ অনুভব করি। না—না, আমি শুনবো না তোর কথা—বুকের রত্ন আমি বিসর্জ্জন দেবো না নির্দ্দয় যমের হাতে!

রতন। দিতেই হবে, দেখি তুই কত বড় মাগী!

সিদ্ধার্থ। না—কখনো নয়!

রতন। তবে রে বামুন, এখনি মেরে পিঠের চামড় তুলে দেবো জান! ছাড়্ মাগী, ছাড়্—

সিদ্ধার্থ। আরও কঠিন হও লক্ষ্মী! আজ তোমার মাতৃত্বের মহা-পরীক্ষা—যুদ্ধ করতে হবে নিয়তির সঙ্গে, দেখি কার সাধ্য তোমার মাতৃত্বে কলঙ্কের রেখাপাত করে! [সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; রতন দত্ত ক্ষিপ্তের ন্যায় কখনো কখনো দুঃস্থ পরিবারের উপর প্রহারেও কুণ্ঠিত হইল না, সিদ্ধার্থ তাহাতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।] ভগবান! এই তোমার সৃষ্টির পরিণতি? এই যদি তোমার সৃষ্টি-চাতুর্য্য, তবে ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক্ তোমার সাধের সৃষ্টি—প্রলয়-পয়োধিজলে নিমজ্জিত হোক্ সারা বিশ্বখানা—শান্তি হোক্ সকল বৈষম্যের—[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, রতন দত্ত কুশধ্বজকে ছিনাইয়া লইল।]

লক্ষ্মীময়ী। ওগো, দয়া কর—কুশীকে আমার ফিরে দাও! ওরে কুশী, বাপ রে আমার—[মূর্চ্ছিতা হইলেন।]

রতন। কুশো, চ'লে আয়! আর ভাবনা কি—তোর বাবা বাঘের

হাত থেকে বেঁচে গেল; অত বড় ঋণ এক কথায় পরিশোধ হ'য়ে গেল। আয়—চ'লে আয়!

কুশধ্বজ। বাবাকে তো বলা হয় নি—মার কাছে তো বিদায় নেওয়া হয় নি!

রতন। আর বিদায় নিতে হবে না, এতেই যথেষ্ট হয়েছে! এই, নিয়ে চল্—

কুশধ্বজ। না—আমি যাবো না; বাবার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবো না—মাকে না ব'লে আমি যাবো না। দেখ্ছো না, মা বাবা এখনো যে মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে রয়েছেন!

রতন। মূর্চ্ছা গেছে, তাতে আর দুঃখ কিসের? এই তো সুযোগ! ওরে ওই—নিয়ে চল্ না টেনে

[দেহরক্ষীদ্বয় কুশধ্বজকে টানিয়া লইয়া গেল, তৎপশ্চাৎ রতন দত্তের প্রস্থান।]

কুশধ্বজ। [নেপথ্যে] বাবা! বাবা! মা! মাগো! কুশী তোমাদের জন্মের মত চ'লে যায়—আর দেখা হবে না; তাকে আর মনের কোণেও স্থান দিও না।

সিদ্ধার্থ। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কুশী! কুশী! নেই—আমার কুশী নেই, কাল রাহু তাকে গ্রাস করেছে।

লক্ষ্মীময়ী। বাপ রে আমার! ওগো, আমার কুশীকে এনে দাও—সে যে দুধের বাছা! হা ভগবান, যজ্ঞে বলি দিতে হবে ব'লে কি কুশীকে আমি গর্ভে ধরেছিলুম! দাঁড়া কুশী—দাঁড়া, আমিও যাবো—তোর কাছে গিয়ে আমিও সকল জ্বালা জুড়াবো!

সিদ্ধার্থ। চল লক্ষ্মী, রতন দত্ত তো ছার, একটা পশু-পক্ষীর দয়া লাভে যারা বঞ্চিত হয়, অরণ্যে ব'সে রোদন করলে তাদের কি হবে?

হতাশায় আশা নিয়ে চল একবার প্রজার মা-বাপ রাজার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌বো! প্রজার কান্নায় কি সহৃদয় রাজার চোখে জল আস্‌বে না? পিতা-মাতার স্নেহের সম্পদ পুত্র-রত্ন কি তিনি ফিরিয়ে দেবেন না? দরিদ্রের দুঃখ কি রাজার প্রাণে বাজ্‌বে না? বাজ্‌তেই হবে! এসো শক্তিময়ী, প্রাণভরা আবেদন নিয়ে রাজসভায় যাই। কাঁদ্‌বো সেইখানে, অরণ্যে ব'সে নিষ্ফল রোদনে কোন ফল নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে অনুরাগের প্রবেশ।

অনুরাগ।—

গীত।

কি লীলা তোমার বিধি কে জানে।
কাহারে কি ভাবে রাখ না আসে ধ্যানে॥
গরলে অমৃত ঢাল, অমৃতে গরল,
অনলে সলিল দেখি সলিলে অনল,
হরিষে বিষাদ আন কঠিন প্রাণে॥
প্রকৃতি গড়েছ দিয়ে আলোক আঁধার,
জীবের জীবনে সেই সমান বিচার,
কোমলে কঠিনে খেলা চমক হানে॥

প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নগর-উপকণ্ঠ।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগরিকগণ।-

গীত।

তোমার ধর্ম্মেরো কর্ম্মপথে পথিক হইতে বাসনা।
বিমল সত্য ধর্ম্মতত্ত্ব মর্ম্মের চিরসাধনা॥
দিশেহারা মত ভ্রান্ত মোরা কাটি বৃথা করমে,
ভাবি না মোদের আত্মার গতি পরিণতি কিবা চরমে,
জনমে জনমে আসি ধরাধামে সার শুধু মায়া কামনা॥

রাঘবসেনের প্রবেশ।

রাঘব। শোন দারিদ্র্যপীড়িত বন্ধুগণ! এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অষ্টম-বর্ষীয় শিশুর জীবন বিপন্ন—তাকে রক্ষা করতে হবে; উপরন্তু স্মরণ রাখতে হবে মহারাজ যযাতির পুণ্যানুষ্ঠানে কোনো ব্যাঘাত না হয়। আবেদন নিয়ে ব্রাহ্মণের পুত্র ভিক্ষা করবো; প্রতিবাদ ক'রে নয়—ঠিক ভিক্ষা চাওয়ার মত! যাও ভাই সব, প্রকৃত প্রজার মত রাজা এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণ কামনা কর।

ছদ্মবেশিনী চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। এ আবার কি অভিনয় দস্যু?

রাঘব। দস্যু? কর্ত্তব্যপালনের নাম কি দস্যুতা?

চন্দ্রাবতী। সকলে জানে, জঘন্য-আচারী রাঘবসেন দস্যু।

রাঘব। মিথ্যা কথা!

চন্দ্রাবতী। সাম্রাজ্যবাসী সকলেই মিথ্যাবাদী?

রাঘব। তুমি কে?

চন্দ্রাবতী। আমি যেই হই, আমার কথার উত্তর দাও!

রাঘব। আমারই মুখে শুন্‌তে চাও? হ্যাঁ, আমি ছিলুম একদিন দস্যু আমার সংসারভরা অভাবের তাড়নায়—আর সে দস্যুবৃত্তির সৃষ্টি-কর্ত্তা আমার বুকভরা অভিমান; এখন আর অভিমান নেই—আর আমি দস্যু নই, রাঘবসেন এখন সহজ সরল রাজ্যরক্ষী।

চন্দ্রাবতী। তুমি রাজ্যরক্ষী, এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

রাঘব। কেন?

চন্দ্রাবতী। তুমি রাজ্যের কোনো সংবাদই রাখ না? যদি রেখে থাক, তবে সম্পদের—বিপদের নয়।

রাঘব। ভুল ধারণা তোমার। আমি সংবাদ রেখেছি, রাজ্য-বাসীর সৌভাগ্য-গগনে সর্ব্বগ্রাসিনী এক বারবিলাসিনী চন্দ্রার উদয় হয়েছে; সেই রাক্ষসীর কালদৃষ্টির তাড়নায় মহামুনি অগস্ত্যের বিধানে আজ অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু বলিদান দিতে হবে নরমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে।

চন্দ্রাবতী। সত্যই কি বিপ্রশিশুর বলিদান হবে? চন্দ্রাবতীর সর্ব্ব-নাশী দৃষ্টিতেই কি বিপ্রশিশুর বলিদান? কেন, বিপ্রশিশুর কি অপরাধ? সে কেন আস্‌বে অগস্ত্য মুনির কঠোর বিধানে আত্মাহুতি দিতে? ঋষির অবিচারে কেন কাঁদ্‌বে সেই শিশুর পিতা-মাতা? কেন এক অভিনব অভিশাপের সৃষ্টি হবে শিশুর পিতা-মাতার অন্তর্মথিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে? যদি অপরাধিনী হয় বিলাসিনী চন্দ্রাবতী, রাজ্যবাসীর সমক্ষে রাজ্যের

কল্যাণে বলিদান হোক্ তার! যদি নরমেধেরই প্রয়োজন হয়, তবে রাজার কল্যাণে বলিদান হোক্ বারবিলাসিনী চন্দ্রাবতীর।

রাঘব। তুমি যেই হও, আমি তোমার প্রশংসা করি। সত্যই বলেছ—বলিদান হোক্ বারবিলাসিনী চন্দ্রাবতীর।

চন্দ্রাবতী। তুমি কেন রাজ্যবাসীকে বুঝিয়ে দাও না, নরমেধ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের একমাত্র কারণ চন্দ্রাবতী! তাদের জানিয়ে দাও, কোন ব্রাহ্মণ যেন অর্থলোভে মহাযজ্ঞে বলিদান দিতে পুত্র বিসর্জ্জন না দেয়! অপরাধী চন্দ্রাবতী—রাজ্যের কল্যাণে তারই বলিদান হবে।

রাঘব। তুমি চন্দ্রাবতীকে জান?

চন্দ্রাবতী। অন্ধ অকর্ম্মণ্য দস্যু! আমিই যে সেই চন্দ্রাবতী।

রাঘব। চন্দ্রাবতী তুমি? রাজ্যবাসীর সৌভাগ্য-গগণে তুমিই সর্ব্বনাশী ধূমকেতুরূপে দণ্ডায়মানা? তুমিই চন্দ্রাবতী? বিলাসের অট্টালিকা পরিত্যাগ ক'রে তুমি আজ পথের পথচারিণী? দেখি তোমার রূপ—দেখি কতখানি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ তোমাতে বর্ত্তমান, যাতে একটা সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ববিস্তারে সক্ষম হয়েছিলে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, এই তুমি চন্দ্রা? এই তোমার ভুবনমোহিনী রূপ? এই রূপে তুমি পুরুষের হৃদয় জয় করতে অগ্রসর? এই তোমার সৌন্দর্য্য? এ তো জঘন্য নরকের প্রতিচ্ছবি—এ তো মোহিনী মায়ার আবরণে ধ্বংসের চিত্র—এ তো জ্বালাবিস্তারের অগ্রদূতী—সকল ভোগের বিপত্তি—পথের কণ্টক—ছলাময়ী শত্রু! এমন শত্রুর বক্ষ বিদ্ধ করতে প্রয়োজন হয়, এই তীক্ষ্ণ-ধার ছুরিকা—[ছুরিকা বাহির করিল।]

চন্দ্রাবতী। তা হ'লে তুমি প্রকৃতই দস্যু।

রাঘব। দস্যু? এখনো দস্যু?

চন্দ্রাবতী। নরহত্যায় উদ্যত অস্ত্রধারী বীরপুঙ্গব দস্যু বই আর কি?

রাঘব। না—না, ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর; আমি ভুল করেছি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? কি উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ?

চন্দ্রাবতী। তোমার সাক্ষাৎ অভিলাষে তোমারই অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

রাঘব। আমায়? কেন?

চন্দ্রাবতী। মহামুনি অগস্ত্যের বিধানে অনুষ্ঠিত নরমেধ-যজ্ঞ পণ্ড করবার পরামর্শ করতে।

রাঘব। তাতে তোমার লাভ?

চন্দ্রাবতী। লাভ মাত্র আমার কলঙ্কের ধ্বংস! সারা সাম্রাজ্য-বাসীর চক্ষে আমিই অপরাধী। প্রবৃত্তির তাড়নায় সংসারের পুরুষ-পুঙ্গব ঘৃণিতা বেশ্যার দ্বারে মাথা খুঁড়ে তার রূপ-সৌন্দর্য্য উপভোগ করলে, বেশ্যাই হ'লো সকল অপরাধে অপরাধী, আর কামনার দাস পুরুষপ্রবর হ'লো নিষ্কলঙ্ক সাধু! আমি রাজ্যের সম্পদে বিলাসিনীর দাবীতে দোষী, তাই রাজ্যবাসীর এই বিচার; তাই রাজগুরুর বিচারে গ্রহশান্তির কামনায় এই নরমেধ-যজ্ঞ! গণিকা হ'লেও আমিই বিপ্রশিশুর বলি-দানের কারণ; এ বৃথা অপবাদ আমি বহন করবো না।

রাঘব। কি করতে চাও?

চন্দ্রাবতী। আমি এই বিপ্রশিশু বলিদানে বাধা দিতে চাই, আর তুমি হবে আমার সেই কার্য্যের প্রধান সহায়।

ভদ্রবল, রতনদত্ত ও দেহরক্ষীদ্বয়ের সহিত
কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। মা—মা গো, আর তোমায় দেখতে পাবো না, আর তোমায় মা ব'লে ডাকতে পাবো না!

রতন। পাবে বই কি, একেবারে ঠিকানায় গিয়ে দেখতে পাবে। কি রে, তোদের যে আর পা চল্‌ছে না দেখ্‌ছি! যাড়র গায়ে হাত বুলিয়ে কি হবে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চল্! তুই বেটাও যে মাঝে মাঝে চোখের জল মুছ্‌ছিস—ব্যাপার কি?

প্রহরী। আজ্ঞে, চোখের সাম্‌নে কচি ছেলে চীৎকার ক'রে কাঁদলে বুকে যে বজ্জর বাজে দত্তমশায়!

রতন। হুঁ, কি আমার দয়ার অবতার গো! তবে আর কেন, অত টানাটানির চেয়ে চোখের জলে তোমরাও এক দিকে ভেসে যাও, আর মায়ের বাছাও গুটি-গুটি মার কোলে ফিরে যাক্! আমার তো দায়টা ভারি, অতগুলো কর্‌করে মুদ্রা সত্ত সত্ত ভরাডুবি হবে, তাই কথা কইছি; নইলে আমার কি? মন্ত্রীমশায়! আমি এখন বিদায় নিলুম; দয়া-ধর্ম্মের খাতিরে এখন ছেলে ফিরিয়ে দিতে চান দিন, শেষে আমার যেন দোষ দেবেন না; আমি অমন সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—[প্রস্থানোদ্যত]

রাঘব। [রতন দত্তের সম্মুখে আসিয়া] অর্থাৎ বারোতে আছেন, কেমন? বলি, যাচ্ছেন কোথা? ছেলে কেনবার ইতিহাসটা ভাল ক'রে শুনিয়ে যান! কোথায় পেলেন, কেমন ক'রে কিন্‌লেন? তার বাপ মা বুক চাপ্‌ড়ে কাঁদ্‌লে কি না? বলুন, আপনার মুখে শুনতে ভালই লাগ্‌বে।

রতন। তার মানে?

রাঘব। আমারও তো ঐ কথা; ছেলে কিনেছেন, তার মানে। সময়ের ফেরে প্রতিপালক বাপ মা আপনার মত মহাপুরুষের কাছে ছেলে বিক্রয় করেছে না কি?

রতন। তা আমায় নিয়ে টানাটানি কেন বাপু? মুদ্রা দিয়ে

কিন্‌লেন যিনি, এই তো তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন; আমি তৃতীয় ব্যক্তি, সঙ্গে ছিলুম মাত্র—কেনা-বেচার আমি কিছুই জানি না।

রাঘব। পিতা! আপনি—

ভদ্রবল। হ্যাঁ, আমি; কি চাও তুমি?

রাঘব। আমি চাই সন্তানের মত পিতার কাছে দয়ার দাবী করতে।

ভদ্রবল। এর অর্থ?

রাঘব। অর্থ এই—নিজের পুত্রের উপর পিতার যদি এতটুকু স্নেহ থাকে, তবে তিনি অন্তরে বিচার করুন—অপর পিতার পক্ষে পুত্র-স্নেহ কত প্রবল! যদি স্বেচ্ছায় এই শিশুর পিতামাতা একে বিক্রয় ক'রে থাকেন, তবে জগতে এ এক আদর্শ কীর্ত্তি; আর যদি রতন-দত্তের প্ররোচনায় শিশুকে পিতা-মাতার বুক থেকে কেউ ছিনিয়ে এনে থাকে, তবে এই হীনমতি সন্তানের কাতর প্রার্থনায় দয়ার নিদর্শন স্বরূপ ফিরিয়ে দিতে হবে এই শিশুকে তার পিতামাতার কাছে।

ভদ্রবল। তুমি কি তোমার পিতার কাছে তার কার্য্যের কৈফিয়ৎ চাও?

রাঘব। কৈফিয়ৎ চাই না—ভিক্ষা চাই দীনের প্রতি দয়া! চোখের জলে পিতার বক্ষ গলিয়ে পিতাকে রক্ষা করতে চাই তাঁর কলঙ্কের নির্ম্মমতা থেকে! একটু দয়াভিক্ষাও যদি না পাই, তা হ'লে মহারাজ যযাতির সম্মান রক্ষা করতে আমি বাধ্য হবো এই রোরুদ্যমান শিশুকে আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে।

ভদ্রবল। তুমি জান না, বহু অর্থ দিয়ে এই বিপ্রশিশু ক্রয় করা হয়েছে।

রাঘব। অর্থ? একটা অজ্ঞান শিশুর অপেক্ষা অর্থের মূল্য কি বেশী হ'লো পিতা?

চন্দ্রাবতী। কত অর্থ? আর সেই অর্থ যদি আপনাকে কেউ দেয়?

ভদ্রবল। কে দেবে?

চন্দ্রাবতী। আমি দেবো।

ভদ্রবল। কে তুমি?

চন্দ্রাবতী। বিশ্বনাথের বিশ্বের একটী কোণে তাঁরই সৃষ্ট একটী ক্ষুদ্র জীব।

ভদ্রবল। অসম্ভব! সামান্যা পথচারিণী তুমি, এত অর্থ তোমার? সেই অর্থে তুমি এই শিশুকে ক্রয় করতে সাহস কর?

চন্দ্রাবতী। বৃত্তিতে আমার আজীবন সঞ্চিত অর্থ বড় কম নয় মন্ত্রীমশায়! একটী শিশুর জীবন রক্ষা করতে আমার সেই তুচ্ছ সম্পদ না হয় সানন্দে আপনারই হাতে তুলে দেবো।

ভদ্রবল। না—প্রয়োজন নেই সেই অর্থের; তাতে পণ্ড হবে মহামুনি অগস্ত্যের যজ্ঞবিধান। প্রয়োজন বিপ্রশিশু—প্রয়োজন যজ্ঞ-বলি; এত বড় যজ্ঞের প্রতিবন্ধক হবার একটা নারীর কি প্রয়োজন?

চন্দ্রাবতী। নারীর কি প্রাণ থাকতে নেই মন্ত্রীমশায়? শুধু নারী নই—আমি দেশবিখ্যাত ঘৃণ্যা বারবিলাসিনী চন্দ্রাবতী। আমি শুনেছি, আমার পাপে কলুষিত দেশবাসীর কল্যাণসাধনে এই নরমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান! আমার পাপে মহারাজ যযাতি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; তাঁকেও রক্ষা করবো আমি তাঁর এই নির্ম্মমতা থেকে। আমি পাপিনী হই—বারাঙ্গনা হই—নীচরক্তে আমার জন্ম হোক্, তবু আমি মহাপ্রকৃতির অংশোদ্ভূতা নারী—জগতে নারীত্বের মর্য্যাদা রাখতে মাতৃশক্তি নিয়ে এই আমি শিশুকে বক্ষে আবদ্ধ করলুম; দেখি, কার শক্তি মায়ের কোল থেকে মায়ের সন্তান কেড়ে নিয়ে যায়—[কুশধ্বজকে বক্ষে লইল।]

রাঘব। ধন্য চন্দ্রাবতী! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ মুগ্ধ হোক্ তোমার অপূর্ব্ব মাতৃত্ব দর্শন ক'রে; আর আবেগ-কণ্টকিত দেহে আমি শুধু নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করি করুণারূপিণী মাতৃ-দুর্গের রক্ষকরূপে দাঁড়িয়ে।

ভদ্রবল। রাঘব! রাঘব! এতখানি উচ্চপ্রাণ যদি তোর, তবে তোর মত পুত্রের সাধনায় গ'লে যাক্ সকল পিতার প্রাণ প্রকৃত স্নেহরস-সিঞ্চনে! ফিরে যাক পিতার পুত্র এই অবোধ শিশু স্নেহ-দুর্গের অভ্যন্তরে—অন্ততঃ তোর চক্ষে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে!

সহসা মান্দারণের প্রবেশ।

মান্দারণ। কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন আপনি আপনার কার্য্যভারগ্রহণ; যজ্ঞানুষ্ঠান মহামুনি অগস্ত্যের বিধানে, প্রতিশ্রুত তাঁর কাছে বিপ্রশিশু ক্রয় ক'রে আনতে। বলির শিশু আপনার হস্তগত; মমতায় তাকে পরিত্যাগ ক'রে যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদন করাই কি আপনার কার্য্যভার-গ্রহণের পরিণাম? রাঘব! কি তোমার উদ্দেশ্য? এই জন্যই কি রাজকোষের অর্থ দিয়ে আমি তোমাকে প্রতিপালন ক'রে আস্‌ছি?

রাঘব। মার্জ্জনা করবেন সেনাপতিমশায়! আমি ধারণায় আন্‌তে পারি না যে, নরমেধ-যজ্ঞে প্রতিবন্ধক হ'লে আমার অন্নদাতা জীবন রক্ষক দেবতার এতে অপমান!

[ভদ্রবলের প্রস্থান।

মান্দারণ। চন্দ্রাবতী! এ ক্ষেত্রে তোমার মাতৃত্ব কার্য্যকরী হবে না; এ তোমার অনধিকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ। রাজ্যের কল্যাণকর কার্য্য যজ্ঞানুষ্ঠানে বিঘ্ন হ'লেই তোমার মাতৃত্বের সাফল্য রক্ষা হবে না—সাম্রাজ্যবাসীর এতে অকল্যাণ। [কুশধ্বজকে চন্দ্রার নিকট হইতে লইয়া দেহরক্ষীদের নিকট দিলেন।] যাও—নিয়ে যাও! [কুশধ্বজকে লইয়া

দেহরক্ষীগণের প্রস্থান।] মন্ত্রীমশায়! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না, আপনার মনুষ্যোচিত মহত্ত্বের প্রশংসা করি। তথাপি স্মরণ রাখতে হবে মহারাজ যযাতির মঙ্গলানুষ্ঠানে, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নহুষের উদ্ধারসাধনে গুরু অগস্ত্যের বিধানে দেশবাসীর কল্যাণে পুণ্যময় মহাযজ্ঞ!

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। নহুষ-উদ্ধার? দেশবাসীর মঙ্গলানুষ্ঠান? তাই এই নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান! রাঘবসেন! এই শক্তি তোমার? একটা শিশুর জীবন রক্ষা করতে পারলে না? এই শক্তিতে তুমি দশের চক্ষে দস্যু হয়েছিলে?

রাঘব। কে রাঘবসেন? সে দস্যু? রাঘব দস্যুর বহু দিন মৃত্যু হয়েছে, জগতের বক্ষে প'ড়ে আছে তার কঙ্কাল; তাও পরবৃত্তিভোগী পরান্নভোজী—হীন নিষ্ক্রিয় অপদার্থ।

চন্দ্রাবতী। সে বিশেষণের যোগ্যও তুমি নও—তুমি বিকারগ্রস্ত উন্মাদ—যার কার্য্যের ধারণা নেই, শৃঙ্খলা নেই, বিচার নেই—চির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত বৈষম্যের দাস মাত্র! হৃদয় থেকেও হৃদয়হীন—ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার অস্তিত্ব, তোমার জাগরণ, তোমার ধ্বংস।

[প্রস্থান।

রাঘব। ওগো নারী, চাই না আমি আমার অস্তিত্ব, কামনা কর তুমি এ নগণ্য জীবনের ধ্বংসসাধন। কলঙ্কিতা বারবিলাসিনী তুমি—তোমার কথায় যদি আমার কর্ত্তব্যের পথ বেছে নিতে হয়, সে আমার লজ্জার কথা! জীবনের উন্মেষে সংসারপরিত্যক্ত আমি—জগতে সবার ঘৃণ্য আমি—নিরন্তর অস্থিরমস্তিষ্ক,—কোথায় পাবো আমি সংসারবাসীর ধারণা, শৃঙ্খলা, সুবিচার, আত্মীয়-আত্মীয়তার অতুল সম্পদ-রাশি? কোথায় পাবো আমি প্রকৃত মনুষ্য-সমাজের রুচির সম্পদ?

কে নিয়ে যাবে আমায় হাত দু'টী ধ'রে? আমি যে পরপ্রত্যাশী ভিক্ষুক—সংসারের আবর্জ্জনা—আত্মাভিমানের অনুশাসনে অন্তর্দ্দাহে জর্জ্জরিত দুর্ব্বল পঙ্গু মাত্র!

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে রঙ্গিণীগণের প্রবেশ।

রঙ্গিণীগণ। —

গীত।

ওগো দিদি সাম্‌লে চলিস্, এ হাটে চল্‌বে নাকো ছুঁচ্ বেচা;
এখানে সেয়না কবির কলম কালি হয়েছে বল্লমের খোঁচা॥
তারা কাব্যে বড় ভাব্যে বড় ভাষায় দড় কেলেঙ্কার,
নট নাটকের রঙ-তামাসার সমালোচক তারাই সার,
তার ঘুষো মালের টাকনা পেলে চন্ননা হয় হাঁড়িচাঁচা॥
আধুনিকের মধুর ভেজাল, সেইটে তাদের আসল পেয়াল,
শাস্ত্রছাড়া অস্ত্রে দিচ্ছে শাণ,
যেন কৃপায় ভরা কৃপাসিন্ধু, কলমধরা অনাথবন্ধু,
প্রাণের টানে তারই আগে মান,
তাতে হ'চ্ছে নিরেশ মাথার মণি পাচ্ছে আদর কালপ্যাঁচা॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যযাতির বিশ্রাম-কক্ষ।

যযাতি।

যযাতি। চারিদিকে কলকণ্ঠ সৃষ্টি করে শিহরণ—
বলিদান—বলিদান! প্রশ্ন তার
নিত্য জাগে অন্তরে বাহিরে!
অষ্টমবর্ষীয় বিপ্রশিশু দিলে বলিদান
পিতৃমুক্তি ঘটিবে আমার—
খুলে যাবে তাঁর স্বর্গের দুয়ার!
একি অবিচার? একি মুক্তির বিধান?
একের পাপেতে শাস্তি পায় অন্য জন?
আচারবিহীন ক্রিয়াহীন পুত্রের কারণ
পিতা যদি নরকবিহারী,
তবে পুত্ররক্তে স্নাত না হইয়ে
বিপ্রশিশুরক্ত কেন আকিঞ্চন?
যযাতিই অপরাধী শুধু,
ব্রহ্মবিদ্ অগস্ত্যের নাহি দোষ?
ওহে মুনি! স্মৃতি, শ্রুতি, পুঁথি আদি
তন্ন তন্ন করি অন্বেষিতে যদি,
দেখিতে নয়নে, শাস্ত্রের বিধানে
তুমি অপরাধী শত অপরাধে
নহুষের অপার দুর্গতি হেতু।

দুর্গতি ঘুচাতে তাঁর
প্রয়োজন যদি যজ্ঞ নরমেধ,
নরবলি প্রশস্ত বিধান যদি,
তবে মর্য্যাদা রাখিতে তার
কেন নাহি করিলে প্রচার—
অগস্ত্যই আত্মপ্রাণ দিবে বলিদান ?
অথবা কেন না বিধান দিলে,
পিতৃমুক্তি হেতু
পুত্র যযাতিরে দিতে হবে প্রাণ ?
পরের কুমারে কোন্ প্রাণে
অগ্নিকুণ্ডে দিব বিসর্জ্জন ?
এ তো স্বার্থের বিচার
নহে কভু শাস্ত্রীয় আচার ;
স্বার্থ পূর্ণ হেতু দিতে পারি আত্মপ্রাণ।
শাস্ত্রের বিধান—
একের জীবন হীন নহে অন্য হ'তে।

অগস্ত্যের প্রবেশ।

অগস্ত্য। সর্ব্বশুভদাতা সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা
নৃপতির করুন মঙ্গল।
যযাতি। কে—কে ? মহর্ষি অগস্ত্য ?
অগস্ত্য। অনুমান, সমাগত বিপ্রশিশু রাজপুরে ;
কহ, কবে—কোন্ শুভক্ষণে
পিতৃমুক্তি করিবে সাধন ?

যযাতি । তোমারি বিধান ওহে মুনি
তুমি জান ভাল তত্ত্ব তার ।

অগস্ত্য । আমি ? মম দায় কিবা ?
দায়ী মাত্র হোতা হ'তে যজ্ঞকুণ্ডপাশে ;
তাই চাহি করণীয় উপাদান ।
কহ, আনিয়াছে যজ্ঞ-বলি ?
আনিয়াছে বিপ্রশিশু ক্রয় করি,
যেমন বিধান মম ?

যযাতি । একি মুনি ক্রয়ের জিনিষ ?
সাগর ছেঁচিয়া সারা রত্ন হাতে তুলে দিলে
কোনো কালে মিলে কি কখনো
স্নেহের সম্পদ বক্ষরত্ন প্রাণের নন্দন ?
ওহে মুনি ! নাহি কি বিধান কোনো,
পিতৃমুক্তি হেতু পুত্রের জীবনদান ?
যদি সম্ভব এ হয়,
তবে মহামন্ত্র কর উচ্চারণ,
দেহ রক্তবস্ত্র—করি পরিধান,
ললাটে সিন্দূর দেহ,
যজ্ঞক্ষেত্রে অগ্নিকুণ্ড কর সুসজ্জিত,
বিসর্জ্জিত হোক্ তাহে
পাপী পুত্র পিতৃমুক্তি হেতু ।

অগস্ত্য । কিম্বা কহ, ঘোর পাপী অগস্ত্য ব্রাহ্মণ—
কর্ত্তব্য তাহার
যজ্ঞানলে আত্মপ্রাণ দিতে বিসর্জ্জন !

শত ধিক্ বিধানে তাহার,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর খ্যাতি করিয়া অর্জ্জন
নেমে যাক্ নিম্ন স্তরে
গুরুত্বের উচ্চাসন হ'তে।
হেন অপদার্থ গুরু প্রকৃতিপুঞ্জের
মর্ম্মবিমথিত অভিশাপবাহী ;
অথবা মহাপাপী প্রেতাত্মা নহুষ
চিরদিন ভুঞ্জিবে সে নরক-যন্ত্রণা !
কেহ নাহি দিবে বক্ষরক্ত তার
নহুষ-উদ্ধারে। বিপ্রশিশু ক্রয়ের প্রস্তাবে
উচ্চকণ্ঠে অভিশাপ দিবে
প্রেতাত্মার পাপভার বাড়াইতে পুনঃ।

গীতকণ্ঠে বিপ্রদণ্ডের প্রবেশ।

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

সাজে না তোমার মুখে দিয়ে অভিশাপ।
দিয়ে মন্ত্রবাণীর কঠিন জ্বালা মমতায় কেন পরিতাপ ?
আগুন জ্বেলে মনোমত, তুমি তো করেছ হত,
কঠিন কেন কোমল এত, কেন এত অনুতাপ ?
কঠিনে কঠিন খেলা, তোমাতে বিষম জ্বালা,
তোমার এ অলীক বলা খোঁজো তার কত পাপ॥

অগস্ত্য। বিপ্রদণ্ড ! কেন আস
বারবার সম্মুখে আমার
সাথে ল'য়ে নানা অভিযোগ ?

মম নীতির বিধানে নাহি মুক্তি তব
বিনা প্রেতাত্মা নহুষের গতি।
যদি মুক্তি চাও, কাঁদাও নহুষে—
রোদনের জলে সৃষ্টি কর নিজ মুক্তিপথ।
যাও—যাও

[ধীরে ধীরে বিপ্রদণ্ডের প্রস্থান ; ঠিক সেই সময়ে নেপথ্যে কোলাহল উঠিল—"জয় মহারাজ যযাতির জয়!"]

জয়ধ্বনি শুন হে রাজন! ভাগ্যফলে
সদয় বিধাতা মিলাইল বুঝি বিপ্রশিশু—
বুঝি পুং যজ্ঞ পূর্ণ পথে ধায়!

যযাতি। বিধি বুঝি তুলিলেন খড়্গ
মহাপাপী যযাতি নিধন হেতু
হে মহর্ষি! মিথ্যা—
মিথ্যা হোক্ বিপ্রশিশু-বলিদান,
পণ্ড হোক্ যজ্ঞ নরমেধ!
কে? কে আসে? মন্ত্রী?
আনিল কি বিপ্রশিশু?
নির্ম্মম এ মহাযজ্ঞে
সুকুমার বিপ্রশিশু হইবে কি ভস্মীভূত?
না—না, চাহিব না—দেখিব না,
আনে যদি নিয়ে যাক্ ফিরে ;
মমতা পাসরি
হীন যজ্ঞ না সাধিব কারো অনুরোধে।

কুশধ্বজকে লইয়া ভদ্রবলের প্রবেশ।

ভদ্রবল। মহারাজ!

যযাতি। বজ্র হ'তে অতীত কঠোর স্বর!
চিনেছি তোমায়; মন্ত্রী তুমি—
রাজ্যের প্রতিভূ, অতি ন্যায়পরায়ণ;
কহ, কিবা হেতু আগমন?
একা তুমি, কিম্বা সাথে কেহ আছে তব?

ভদ্রবল। মহারাজ! বহুভাগ্যে কৃতকার্য্য আমি;
সুসংবাদ সহ
আনিয়াছি বিপ্রশিশু ক্রয় করি।

যযাতি। আনিয়াছ তীক্ষ্ণ ছুরি
বক্ষ বিদ্ধ করিতে আমার!
হায় মন্ত্রী, একি হয় ভাগ্যপরিচয়?
অভাগ্যপাথারে ডুবাইলে মোরে সচিবপ্রবর।
সেই বুঝি হ'তো সুসংবাদ
বিনা বিপ্রশিশু ক্ষুণ্ণমনে ফিরিতে যদ্যপি।
কি পাষাণ তুমি হে সচিব!
জনক জননীর বিমল স্নেহ-সিন্ধু হ'তে
বক্ষরত্ন অবহেলে আনিলে ছিনিয়া?
বল—কেবা সে কঠিন পিতা,
কেবা সেই কঠিনা জননী,
অর্থলোভে অকাতরে পুত্রধনে
তুলে দিল মৃত্যুর কবলে?

বুঝি এ আমারই পাপেতে,—
পাপে মোর বীভৎস আচার নহে অসম্ভব !
দিনে দিনে শুনিব শ্রবণে
পুত্র ত্যজি চ'লে যায় পিতা,
জননীরে ফেলে যায় অভাগা সন্তান,
ত্যজি পতি পুণ্যবতী সতী
দ্বিধা ভুলি উপপতি করিবে গ্রহণ ;
আদর্শে আমার, মানবের তৃষ্ণা
মানবের রক্তে মিটাবে মানব ।
যাও মন্ত্রী ! রেখে এসো কুসুম-রতন,
যে কাননে ফুটেছিল সযতনে ।

ভদ্রবল । হে রাজন ! বহু রত্ন বিনিময়ে—

সেনাপতি । না—না, অসম্ভব কথা !
সমগ্র সাম্রাজ্য বিনিময়ে
নাহি মিলে যে রতন,
অবহেলে আনিলে তাহারে,
নাহি হয় বিশ্বাস কখনো ? যদি হয়,
যদি কেহ দিয়ে থাকে পুত্র বিসর্জন,
উন্মাদ সে জন—রহস্যের পূর্ণ অবতার—
বিশাল সৃষ্টির বুকে জীবন্ত সে অভিশাপ !
এই ফুটন্ত কমল, দেখি দেখি !
[কুশধ্বজকে কাছে লইয়া]
দেখ মন্ত্রী ! অশ্রু ঝরে দু'নয়নে,
কাতরনয়নে মুক্তি ভিক্ষা করে ;

কোন্ অবিচারে এ হেন রতন
কাল-সিন্ধুনীরে দিব বিসর্জ্জন ?
ভেবেছ কি মনে,
পুত্র সম প্রজার রক্ষণে
রবো আমি উদাসীন ?
কহিব না কথা---পাসরি মমতা
শাণিত কৃপাণ তুলিব শিররে তার ?
না --না, পরিত্যক্ত শিশুর জীবন
আমি বাচাইব পিতৃস্নেহ ল'য়ে,
অগস্ত্যের সকল বিধান সকল বিপত্তি
অবহেলে করি অতিক্রম।

ভদ্রবল। কিন্তু মতিমান !
তব আজ্ঞাবশে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।

যযাতি। না --না, মিথ্যা কথা ! রাজগুরু
অগস্ত্যের কঠিন আদেশে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ;
রাজা নহে অন্ধ অবিচারী --
নর ল'য়ে খেলিবে সে রাক্ষসের খেলা !
নাহি জ্ঞান, নাহিক ধারণা,
মনুষ্যত্বহীন স্বার্থপর হিংস্র পশু সম
আনিয়াছ বিপ্রশিশু ক্রয় করি।
রাজ্যের কলঙ্ক তুমি ! রাজা আমি—
করিব বিচার ! কহ, কোন্ স্বার্থে
অর্থে বশীভূত করি জনক-জননী
আনিয়াছ বিপ্রশিশু হরি ?

তুমি কিম্বা মহর্ষি অগস্ত্য
যে হও সে হও—কহি সত্য,
বাধ্য এ প্রশ্নের উত্তর দিতে !
আমি রাজা—শুধু মন্ত্রশিষ্য অগস্ত্যের ;
কিবা অধিকার তাঁর—
মোর রাজ্যে মোর প্রজা দিতে বলিদান ?
মন্ত্রী তুমি, সাধু মন্ত্রণায় বরিব তোমায়,
প্রশংসা করিব তব ধর্ম্মভরা কার্য্য করণের !
কোনো ছলে কারো মন্ত্রণায়
একটী মুহূর্ত্ত অধর্ম্মেরে না দিব প্রশ্রয় ।
যাও—রেখে এসো এ রতন
আনিয়াছ যথা হ'তে ! ব'লো তাঁরে,
ভূপতি যযাতি ক্ষমা ভিক্ষা চাহি
ফিরায়ে দিয়াছে আনন্দ রতন,—
রুদ্ধ—রুদ্ধ তার যজ্ঞ নরমেধ !

ভদ্রবল । অসম্ভব ! অসাধ্য আমার !
অগস্ত্য দেখিল বিপ্রশিশু,
কহিলেন আনন্দে হাসিয়া—
যোগ্য বলি মিলিয়াছে যজ্ঞপূর্ণ হেতু ;
পারিব না—পারিব না
মহামুনি অগস্ত্যে আঘাত দিতে ।

যযাতি । পারিবে না ? তুলে দিবে অগস্ত্যের করে
রাক্ষস-আচারে এ হেন জীবন্ত শিশু
বক্ষরক্ত তার করিবারে পান ?

ওরে শিশু! না কর রোদন,
রাজা আমি—রক্ষক তোমার;
রাক্ষসের করাল কবল হ'তে আমি
তোরে বাঁচাইব; ল'য়ে যাবো সেথা—
যথা পিতা মাতা তোর!

[কুশধ্বজকে লইয়া প্রস্থানোদ্যত।]

সহসা অগস্ত্যের প্রবেশ।

অগস্ত্য। সাবধান! রাখিও স্মরণ—
পিতৃমুক্তি হেতু যজ্ঞ-অনুষ্ঠান!
তাই ক্রিয়া-অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের যাজক আমি;
আমারে বরণ দেছ ধর্ম্মপ্রথায়
পূর্ণ নির্ভরতায় মাথা নত করি।
নহে কর্ম্ম তব
অগস্ত্যের ধর্ম্মের পদ্ধতি করিতে খণ্ডন—
আকিঞ্চন যার শুভ ফল কামনা তোমার,
দিয়ে রাজদণ্ড আশীর্ব্বাদ ললাটে তোমার
আছে যার নিত্য অধিকার
সত্যের সন্ধানে চালিত করিতে তোমা।
ক্রিয়ায় আমার সন্দিহান যদি,
যজ্ঞশেষে আমারে বিদায় দিও!
যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় যত দিন,
তোমার মঙ্গল হেতু
রাজকোষ, নিয়ম-শৃঙ্খলা,

সবল দুর্ব্বল রাজ্যবাসী যত
আমার অধীন রবে ;
শুভ কল্পনায় ফিরাবো যেদিকে,
দ্বিধাহীন চালিত হইবে সবে।
শিষ্য তুমি—গুরু আমি তব ;
নহে বৃত্তিভোগ-আশে,
প্রবল বিশ্বাসে নিঃস্বার্থের দাস
দিয়ে যাই শুধু স্বার্থহীন আশীর্ব্বাদ
সাধনার শক্তি দিয়ে অর্জ্জিত রতন—
অবহেলে বিনিময়-আশা দিয়ে বিসর্জ্জন !
যাও মন্ত্রী, ল'য়ে যাও বিপ্রের কুমারে
সমাদরে আশ্রমে আমার ;
আছে মোর পালিতা দুহিতা—
দিয়ে এসো সর্ব্বভার
সযতনে অতি সাবধানে !

[কুশধ্বজকে লইয়া উদ্রবলের প্রস্থান ।

নাতি । মুনি ! মুনি ! কঠোর তপস্যাফলে
এমন কঠিন তুমি—এমন পাষাণ ?

অগস্ত্য । কি করিব ?
সাধনায় শুষ্ক প্রাণ করেছি অর্জ্জন,
ফল তার কঠোরতা শুধু ;
তাই কঠোর শাসনে কমনীয় উপাদানে
যজ্ঞপূর্ণ হেতু দিতে হবে বলিদান !

[প্রস্থান ।

যযাতি। যেও না—যেও না মুনি!
নরমেধ পূর্ণ না হইতে,
রাজ্য সহ যযাতিরে
পূর্ণ অধিকারে ভস্মস্তূপে কর পরিণত!
ফিরিল না—চাহিল না কঠোর তাপস,
হেসে গেল উপেক্ষার হাসি!
আমার সম্পদ, প্রজাগণ আমারি অধীন,
যুদ্ধব্যবসায়ী—ক্ষাত্রবংশজাত,
প'ড়ে রবো নির্ম্মম ঘাতক ব্রাহ্মণের পদতলে
কৃতাঞ্জলি ল'য়ে অসহ বেদনে?
কেন, কিবা হেতু? নাহি সত্তা মোর?
অবিচারে শিশুহত্যা হয়—ব্রহ্মহত্যা হয়,
রাজা রবে নির্ব্বাক নিস্পন্দ?
ব্রহ্মহত্যা প্রয়োজন যদি, হোক্ অগস্ত্যের দণ্ড!
ল'য়ে যাবো মুক্ত তরবারি সম্মুখে তাহার,
বন্দী করি তারে মুক্তি দিব ব্রাহ্মণশিশুরে।
যজ্ঞ নরমেধ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!
দেখি, কোথা পাও পূর্ণাহুতি নরমেধ-যাগে!

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

অগস্ত্যের আশ্রম।

গীতকণ্ঠে শিষ্যগণের প্রবেশ

শিষ্যগণ।-

গীত।

স্নিগ্ধ প্রভাতসমীরে মিশিল কর্ম্মপ্রবাহ॥
সমীরে প্রবাহ পুলকে নাচিল সাধিতে পুণ্যাহ॥
রবির আলোকে কর্ম্ম কর কর্ম্মপথের যাত্রী,
রবি ছবি পাশে প্রকৃতি আনিছে গভীর আঁধার রাত্রি,
বিকার পাসর মোহ বিহর অলীক কর্ম্মসমূহ॥
উদয়াচলে দৃষ্টি জাগিল জীবের দৃষ্টি জাগাতে,
সৃষ্টিতত্ত্ব মূলাধার যিনি কর্ম্মতত্ত্ব শিখাতে,
কর্ম্মের প্রেমে মজিয়া বেড়াও সহ কর্ম্মের বিরহ॥

[সকলের প্রস্থান।

নারায়ণের প্রবেশ

নারায়ণ। তীর্থযাত্রী ভক্ত কুশধ্বজ অগস্ত্যের আশ্রমে ব'সে পথশ্রম নিবারণ করছে, আর কল্পনায় রচনা করছে সিদ্ধিলাভের বিমল সঙ্গীত; আবার কখনো নিজের জীবন বিপন্ন ভেবে পিতা-মাতার দুঃখ স্মরণ

ক'রে আমার উদ্দেশে নিবেদন করছে বুকভাঙ্গা নয়নাশ্রু! ওরে তীর্থচারী, তোর চোখের জল যে আমারও তীর্থবারি। চল তোমার পথশ্রমের নয়নাশ্রু, আমি স্নান ক'রে শুদ্ধ হই ঐ পবিত্র বারিতে।

গীত।

তোমার সাধনার আঁখি-বারিতে।
ওই পথে চল ওই পথে সাধের তীর্থ রচিতে॥
আমি রবো বাঁধা সাধের মন্দিরে,
বাজাইব বাঁশী অভিনব স্বরে
আমি রতন চাহি না চাহি না গরিমা অন্তরে চাহি থাকিতে॥
যদি পার বাঁধ প্রাণের বাঁধনে,
সে বাঁধন আমি পরিব যতনে,
আঁখি-বারি পেলে আমি কুতূহলে আসি রে বাঁধন পরিতে॥

[প্রস্থান।

কুশধ্বজের প্রবেশ।

কুশধ্বজ। এ আমার অনাথ বন্ধুর কণ্ঠস্বর! বন্ধু কি আমার অন্বেষণে এসেছে? বন্ধু কি সন্ধান পেয়েছে, এরা আমায় বলি দিতে নিয়ে এসেছে? না—না, অনাথবন্ধু কি ক'রে জান্‌বে? কে বল্‌বে তাকে—কে তাকে শোনাবে? অনাথবন্ধু! কই তুমি? যদি এসে থাকো, তবে লুকোচুরি কেন ভাই? দীন বন্ধুকে তোমার দেখা দাও—মরণের তীরে এসে তোমার গলা ধ'রে কেঁদে একটু তৃপ্তি পাই!

গীত।

দেখা দাও হে সখা মরণে।
অনাথবন্ধু করুণাসিন্ধু দেখিব তোমা'নয়নে॥

আমি এসেছি মরণতীরে,
তুমি কেন গো লুকায়ে দূরে,
জীবনের শেষে ডাকিগো তোমারে শান্তি দাওগো পরাণে ॥

অগস্ত্যের প্রবেশ ।

অগস্ত্য । বৎস কুশধ্বজ !

কুশধ্বজ । কেন মুনি ?

অগস্ত্য । বহুবার নিষেধ করেছি তোমা
আসিবারে আশ্রমবাহিরে,
তবু আসিয়াছ মম বাক্য করিয়া লঙ্ঘন ?

কুশধ্বজ । আসি নাই অবাধ্য হইতে,
আসা মাত্র বন্ধুর সন্ধানে ।

অগস্ত্য । বন্ধু ? বন্ধু কেবা ?

কুশধ্বজ । সরল রাখাল শিশু···
এইখানে আসি সঙ্গীতে আহ্বান দিল ;
কি জানি, কোন্ ছলে লুকালো কোথা !

অগস্ত্য । বুঝিয়াছি ; অনুমান
বলিদান প্রতিরোধে আসিয়াছে কেহ !
বাসনা বিপুল, অগস্ত্যের আশ্রম হইতে
হ'রে লবে ব্রাহ্মণকুমারে ।
প্রতিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে
কই কোথা কে আছ লুকায়ে ?
কার সাধ দগ্ধ হ'তে অগস্ত্যের ক্রোধানলে ?
যদি সত্য হয় গুপ্তচর আগমন,

শোনো তবে কুশধ্বজ !
কোনো ভুলে কারো ছলে
পদমাত্র নাহি যাও আশ্রমবাহিরে ।
লিপ্ত আছি সৌভাগ্যগঠনে তোর
সযতনে পরম সন্ধানে
ঘুচাইয়ে দারিদ্র্য বিপুল ;
অতুল সম্পদ দিব তোরে
নব রাজ্য করিয়া অর্জ্জন ।
ওরে শিশু, যজ্ঞাগারে অগ্নিকুণ্ডপাশে
মন্ত্রে তুই পুণ্য-নিবেদন—"
ক্রিয়া-উপাদান পূর্ণতা সঙ্কল্পে !
তোরি ভাগ্যে মুক্তি-যজ্ঞে মুক্তি-অনুষ্ঠান ;
বিধান বিধাতা কীর্ত্তি ভাগ্য তোর
ত্রিভুবনে নিজমুখে করিবে প্রচার !

কুশধ্বজ । কহ মুনিবর ! সুবিচারে কোন্ প্রতিষ্ঠান
কোন্ ভাগ্য গড়িবার হ'লো প্রয়োজন,
যাতে বলিদান দিয়ে মোরে
ভাগ্য মোর গড়িতে উচিৎ ?

অগস্ত্য । বিনা তত্ত্বজ্ঞানী সাধু কর্ম্মী
হেন তত্ত্ব বুঝিবার নাহিক শকতি !
শিশু তুমি, কোথা সেই ধারণা তোমার ?

কুশধ্বজ । না ব্রাহ্মণ, নাহি শক্তি তব বোঝাবার ।

অগস্ত্য । শিশু তুমি, রহ শিশুর চাপল্য ল'য়ে,
প্রগল্‌ভতা কর পরিহার !

কুশধ্বজ ।　　প্রগল্‌ভতা নহে মুনি !
যথারীতি জানিতে বাসনা—
কোন্ শাস্ত্রীয় বিধানে
নরমেধ করিলে প্রচার—
শ্রেষ্ঠ উপচার যার বিপ্রশিশু অষ্টমবর্ষীয় ?
বল, কেন তার হবে বলিদান ?
কহ মুনি একি তোমারি বিধান ?

অগস্ত্য ।　　কে কহিল আমার বিধান ?

কুশধ্বজ ।　　তবে কার ?

অগস্ত্য ।　　বিধানদাতা বিধাতা স্বয়ং ।

কুশধ্বজ ।　　অসম্ভব ! বিধাতার এ হেন বিধান
সম্ভব না হয় কভু !

অগস্ত্য ।　　অজ্ঞান অবোধ শিশু !
নহ যোগ্য তুমি মম সনে জটিল তর্কের ;
মাত্র রাখিও স্মরণ, যজ্ঞ-বলি তুমি—
যজ্ঞীয় বিধানে মন্ত্রঘেরা যজ্ঞক্ষেত্রে
হবে তব বলিদান !

কুশধ্বজ ।　　এ হেন নির্ম্মম বিধান যদি বিশ্ব-বিধাতার,
শাস্ত্রীয় আলাপে বিলাপ ঘুচাতে মোর
প্রতিবাদ কর নাই কেন মুনি ?
কেন বল নাই সদর্প ভাষায়
শিশুবলিদান নহে কভু শাস্ত্রীয় আচার ?

অগস্ত্য ।　　শিশু তুমি ; কহি বারবার,
হেন উচ্চ প্রশ্নে নাহি প্রয়োজন ।

কুশধ্বজ। শতবার আছে প্রয়োজন !
তুমি কিম্বা বিধাতা স্বয়ং
যেবা হোন্ বিধান বিধাতা,
হয় হোক্ প্রগল্‌ভতা,
এ ক্ষমতা আছে তার
সুবিচার করিতে প্রার্থনা
বধ্যভূমে যার হবে বলিদান।

অগস্ত্য। পুনঃ কহি, বিধির বিধানে
বিপ্রশিশু দিতে হবে বলিদান !

কুশধ্বজ। না ব্রাহ্মণ, বিপ্রশিশু-বলিদান
মহামুনি অগস্ত্যের নির্ম্মম বিধানে।

অগস্ত্য না না, মহাপাপী যযাতি ভূপতি
পাপমুক্ত হবে, তাই এই নরমেধ-যাগ।

কুশধ্বজ মিথ্যা কথা ! মহাপাপী অগস্ত্য ব্রাহ্মণ
মুক্তি পেতে আত্মপাপ হ'তে
স্বার্থপূর্ণ হেন অনুষ্ঠান ! কহ মুনি,
কোন্ আর্য্য ঋষি দিয়ে গেছে এ হেন বিধান—
নর হ'য়ে নরের সমাজে
মহাযজ্ঞে দিতে হয় নর-বলিদান ?
ওহে মুনি, নরবলি প্রয়োজন যদি,
ঘটা ক'রে তুমি কেন নাহি দিলে
আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন ?
বিধাতা-বিধানে বিপ্রশিশু-বলিদানে
প্রতিবাদ কেন না করিলে ?

গুরু তুমি—রাজার কল্যাণকামী,
সে কল্যাণে তোমারি উচিৎ
আত্মদেহ দিতে বিসর্জ্জন !
একের জীবন ল'য়ে অন্য দেহে
জীবনীসঞ্চার, কিম্বা এক আত্মা ল'য়ে
ভিন্ন আত্মা উন্নত করিতে
বিধাতার বাসনা যদ্যপি,
তবে বিনা যুক্তি-তর্কে বিনা প্রতিবাদে
কীর্ত্তি হেতু দেহ আত্মপ্রাণ—
সগৌরবে পূর্ণ হোক্ নরমেধ-যাগ !

অগস্ত্য । ওরে শিশু, ভাগ্যবান নরদেহে তুই !
তাই তোর শ্রেষ্ঠত্বপ্রচারে
নারায়ণ নরমেধ-বিধান বিধাতা !
যদি কোন ছলে কোন সূত্রে
আমার জীবনদান হ'তো প্রয়োজন,
যদি এখনো বিধান থাকে,
বিনা প্রতিবাদে আত্মপ্রাণ
দিতে পারি বিসর্জ্জন ।
ওরে শিশু, হত্যা-রীতিবশে
হবে কি রে বলিদান তোর ?
মম মন্ত্রে উৎসর্গীত যজ্ঞ-বলি
যজ্ঞক্ষেত্রে শুধু দিয়ে যাবে প্রাণ ?
শুধু প'ড়ে রবে নিস্তেজ মাংসপিণ্ড
রুধিরপ্রবাহে কুক্কুর শিবার ভক্ষদ্রব্যরূপে ?

কিম্বা অগ্নিকুণ্ডে ভস্ম হবে শুধু,
এই কি রে মন্ত্রক্রিয়া মোর ?
এই কি রে উৎসর্গের পরিণাম ?
বহু সুবিচারে স্থিরচিত্তে
বিধিদত্ত তত্ত্বজ্ঞানে, বিধির বিধানে
মত্ত আমি নরমেধ-অনুষ্ঠানে ।
এ তো নহে নরবলি !
মহাবলী রিপুর দলনে
মন্ত্র উচ্চারণে রিপুগণে শিশুদেহে আনি
পশু করি পশুবলিদান !
নাহি চিন্ত কুশধ্বজ !
অগস্ত্যের মন্ত্রের প্রভাবে কীর্ত্তি-স্তম্ভে তব
উড়িবে জয়ের বিমুক্ত নিশান !
এসো, কর্ণে দিই মহামন্ত্র—
হৃদিতন্ত্র উৎফুল্ল হইবে যাহে,
সর্ব্বাপদ যাবে দূরে যাহার প্রভাবে ।

[কর্ণে মন্ত্র দিবার উদ্যোগ ।]

গীতকণ্ঠে নারায়ণের প্রবেশ ।

নারায়ণ ।—

গীত ।

মণিপুর মঞ্চকে মঞ্জু মতিষ্ঠ মণি ম ।
হাস্যহিত হিতোক্তি হারক হাস্র হা হা ॥

প্রস্থান ।

অগস্ত্য ।　　এ কি বিচিত্র ঘটনা !
হীনমতি নীচ রাখাল বালক,
মম অন্তরের কথা কোথা হ'তে
কোন্ সূত্রে কেমনে জানিল ?
মন্ত্রবাণী করি নাই উচ্চারণ—
দিই নাই কর্ণে কারো, তবু
প্রচার না হ'তে কেমনে প্রচার হ'লো ?

গীতকণ্ঠে নারায়ণের পুনঃ প্রবেশ ।

নারায়ণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

প্রকাম প্রকেত প্রকাশ প্রণব প্রণুত প্রণ প্র ।
ভুবন ভুবণ্য ভূতল ভুবঃ ভুবির্ভাব বিভু ॥

[প্রস্থান ।

অগস্ত্য ।　　অদ্ভুত রহস্য কথা ! কেবা এ বালক—
পলে আসি যাদুকর সম মন্ত্রমুগ্ধ করি
প্রকাশিয়া অন্তরের কথা
ক'রে গেল দর্পচূর্ণ মোর ? সাধ মম—
গুরু হবো ভাগ্যবান ভক্ত বালকের,
আশায় বঞ্চিত করি কঠিন শাসনে
এ সৌভাগ্যে কে হানিল হেন বজ্র ?
মম হৃদয়মথিত সে গুপ্ত মন্ত্র-সঙ্গীত
কে করে সন্ধান বিনা অন্তর্য্যামী ভগবান ?
কুশধ্বজ ! কুশধ্বজ ! একি অদ্ভুত সাধনা !

সাধনায় বাহ্যজ্ঞানহারা—
এত তন্ময়তাভরা এ হেন শিশুর প্রাণ?
ওরে শিশু, এ যে আমারো হিংসার;
ইচ্ছা হয়, নব অনুষ্ঠানে
তোরই বিধানে তন্ময়তা ল'য়ে
মহাযোগে হই নিমগন।
কুশধ্বজ! কুশধ্বজ! শুন কর্ণে মন্ত্রবাণী

কুশধ্বজ। প্রভু! প্রভু! শুনিয়াছি মন্ত্রবাণী,
পূর্ণ সমুদায়—আর নাহি স্থান
ভিন্ন বাণী শুনিতে শ্রবণে।

অগস্ত্য। শুনিয়াছ মন্ত্রবাণী? কোথা?
কার কাছে? কহ, কি সে মন্ত্র?

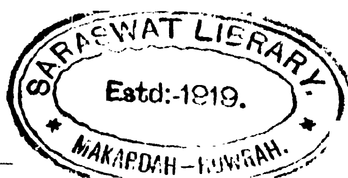
কুশধ্বজ।—

মণিপুর মঞ্চকে মঞ্জু মতিষ্ঠ মণি ম।
হাস্যহিত হিতোক্তি হারক হাস্র হা হা॥
প্রকাম প্রকেত প্রকাশ প্রণব প্রণুত প্রণ প্র।
ভুবন ভুবণ্য ভূতল ভুবঃ ভুবির্ভাব বিভু॥

অগস্ত্য। কেমন? পবিত্র এ সঙ্গীত—
তৃপ্ত তুমি মন্ত্র উচ্চারণে?

কুশধ্বজ। পূর্ণ আমি—তৃপ্ত আমি মন্ত্র উচ্চারণে;
প্রভু! এ মন্ত্রের নাহিক তুলনা।

অগস্ত্য। চল এবে আশ্রমভিতরে,
ওই মন্ত্র বারবার কর উচ্চারণ।



কুশধ্বজ ।—

গীত ।

মণিপুর মঞ্চকে মঞ্জু মতিষ্ঠ মণি ম ।
হাস্যহিত হিতোক্তি হারক হাত্র হা হা ॥

[প্রস্থান ।

অগস্ত্য — একি জয় কিম্বা পরাজয়,
অথবা মস্তিষ্কের বিকার ঘটিল আমার ?
রাখাল ? ও কি রাখাল,
কণ্ঠে যার-হেন মন্ত্র উচ্চারিত ?
ভস্মঢাকা বহ্নি যেন !
দেখেছি প্রশস্ত ভালে চন্দনের রেখা,
হাস্য লেখা আস্যে তার যেন নির্ব্বিকার,
অপরূপ চাহনি বঙ্কিম,
সূর্য্যতেজসমন্বিত কলেবর,
আজানুলম্বিত বাহু,
রক্তরাঙা অভিনব যুগল চরণ,
নৃত্যশীল ভ্রমর গুঞ্জন তায়,
পদছায় লুটাইতে চাহে কায় ।
হে বিশ্বের প্রধান পুরুষ !
যদি নিয়ে থাক মান, নাহি অভিমান—
নহি হতমান এ হেন বিধানে তব ;
বুঝিলাম, উড়াইতে কীর্ত্তির নিশান
নিজে তুমি সর্ব্বভার করেছ গ্রহণ ।

নারায়ণ! তোমারই বিধান দেওয়া
নরমেধ-যাগ নিজে তুমি পূর্ণ কর প্রভু!
আমি কেবা? উপলক্ষ আমি,
যজ্ঞেশ্বর তুমি; তব মুখে চাহি শুনিবারে—
বহ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভব।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে অনুরাগের প্রবেশ

অনুরাগ।—

৩।

ওমা যশোমতী দেখ্ দেখ্ তোর গোপাল এলো।
চূড়াবাঁধা গন্ধমাখা হাতের বাঁশী যেমন ছিল॥
গরল খেয়ে কালোবরণ,
ক'রে এলো কালীয় দমন,
গোপাল এমন হাস্যবদন হাসির মেলা ব'সে গেল॥
ননীচোরায় দে নবনী,
গোষ্ঠখেলার তৃষ্ণা-পানি,
ফিরেছে তোর নয়নমণি, কোলে নে মা প্রাণের কালো॥

লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ।

লক্ষ্মীময়ী। কই রে—কই রে আমার নয়নের মণি?
মা বলিয়ে ডাক যাদুমণি!
এই ছিল, আঁখির পলকে কোথায় লুকালো?
গোপাল! গোপাল! মার সনে ছল?
ব্যথা দিবি মার প্রাণে গোপনে লুকায়ে থাকি?
কতক্ষণ রহিবি গোপনে?
চতুর সন্ধানে এখনি ধরিব,
কর দুটী এখনি বাঁধিব কঠিন রজ্জুতে,
শাসন করিতে কোমলাঙ্গে নিষ্ঠুর প্রহার দিব,
কি যে যাতনা দিব জানিবি তখন!
এই যে—এই যে আমার গোপাল!
ওরে নাহি ভয়, বাঁধিব না তোরে—
মার কোলে আয় যাদুমণি!
কই—কোথা গেল—
কোথা গেল গোপাল আমার!

[মূৰ্চ্ছিতা হইলেন

গীতকণ্ঠে নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।-

গীত।

আমি লুকিয়ে খেলা ভালবাসি ব'লে লুকিয়ে রই।
চোখের আড়ালে থাকি ব'লে আমি অন্তর হ'তে ছাড়া নই

নে মা কোলে দে নবনী,
ধূলামাখা এলো তোর বাছনি,
ফিরে দেখ্ মা হেসে ডাক্ মা, আমি ব্যথাতে যে আকুল হই ॥

লক্ষ্মীময়ী । এই যে—এই যে গোপাল আমার—
এই যে শুনিনু
কণ্ঠে তার সুধামাখা মা মা ধ্বনি !
নাচিয়ে নাচিয়ে মা বলিয়ে আয় যাদুমণি,
চাঁদমুখখানি অঞ্চলে মুছায়ে দিই ।
আহা, কত ক্ষুধা পেয়েছে রে তোর !
স্বেদসিক্ত কলেবর,
নধর অধরে স্ফুরিত বিষাদ
দারুণ প্রমাদ সৃষ্টি করে মায়ের পরাণে ;
আয়—আয়, কাছে আয় দুঃখিনীর বাছা !

[নারায়ণকে ক্রোড়ে লইবার চেষ্টা ।

অনুরাগ

গীত ।

রাঙ্গা পায়ে রুনু-ঝুনু বাজে নূপুর ।
নাচে পুলকে তালে ভৃঙ্গনিকর ॥
নাচে বিহগদল বিটপীশাখে,
নাচন-পদধূলি অঙ্গেতে মাখে,
পদনখে রাজিত জোছনা বিধুর ॥
চরণে চরম সুর সুন্দর সুমধুর,
বাঞ্ছিত মনোমত মরমে বিলায় সুর,
সম্পদে অতুলন সুবিহিত মুক্তি-আকর ॥

[অনুরাগ ও নারায়ণের প্রস্থান ।

লক্ষ্মীময়ী । ওরে চতুর গোপাল !
ছিন্ন করি স্নেহের বেষ্টনী,
শূন্য করি মার কোল,
নিঠুরপরাণে কোথা গেলি—
কোথায় লুকালি ? সন্দেহ বিষম,
সদা ভয় হারাই হারাই তোরে ।
পেয়েছি সন্ধান, সামান্য নহিস্ তুই !
ক্ষুধায় কাতর তুই.
চাঁদমুখে ধরেছি নবনী,
কাতর ক্ষুধার ছলে,
হাসিমুখে বদন ব্যাদান করি
মুখমধ্যে দেখাইলি ব্রহ্মাণ্ড বিশাল,
বিস্মিত স্তম্ভিত আমি
দেখি তোর রচনা-কৌশল !
ওরে আঁধার নিশায় ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে
কারাগারে জন্ম তোর,
তাই কি নিঠুর এত ?
গর্ভে ধরি নাই,
তাই বুঝি এত অভিমান ?
তাই বুঝি ছিন্ন করি মায়া,
এত সাধ ব্যথা দিতে বুকে ?
[সহসা বিচলিত হইয়া]
না—না, কে আমার তুই ?
আমি যে কুশীর মাতা !

কই—কোথা রেখে এলি বাবা
গোষ্ঠে গিয়ে উপবাসী কুশীরে আমার ?
কুশী ! কুশী !

কুশধ্বজমূর্ত্তিতে নারায়ণের প্রবেশ ।

এই যে—এই যে কুশী—

[কুশধ্বজমূর্ত্তিকে ধরিবার চেষ্টা করিবামাত্র কুশধ্বজমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল ।]

ওরে, কোথা যাস্ কুশী
জননীর অবাধ্য হইয়ে ?
ওরে, শত্রু তোর চারিধারে,
নিষ্ঠুর আচারে বিষের আগুন জ্বালে
অবিকল পাষাণের মত !
ওকি, ভীত ত্রস্ত কেন কুশী—
কেন ফেল নয়নের জল ?
সকল আপদ হ'তে রক্ষা পেতে
মার কোলে আয় রে দুলাল ?
আয় বাছা, সব ব্যথা জুড়াইতে তোর,
মার কোল শূন্য প'ড়ে আছে ;
আয় বাছা—আয় !

মান্দারণের হাত ধরিয়া সিদ্ধার্থের প্রবেশ ।

সিদ্ধার্থ । লক্ষ্য কর বীরেন্দ্র সুধীর !
পুত্রহারা উন্মাদিনী কত সহে দুর্ভাগ্যপীড়ন !

সাহসে অতুল তুমি,
বীর শাস্ত্রীয় প্রথায় কাঠিন্যের পূর্ণ অবতার,
ব্যথা-বেদনার প্রত্যক্ষ মূরতি
লক্ষ্য কর স্থিরচিত্তে !
এসো—আরো কাছে এসো,
নহে সুধীরবিক্ষেপে,
ফেল পদ সদর্প নির্ভয়ে !
পাষাণহৃদয় আমি,
নাহি বারি নয়নে আমার ;
আমারে দেখিয়া বুঝিবে না
পুত্রহারা মার প্রাণে কত হাহাকার !
ওকি, নতশির কেন ভদ্র ?
পেয়েছ কি ব্যথার সন্ধান,
দেখেছ কি মর্ম্মভাঙ্গা চিত্র কোন,
ফলে যার অস্থির হৃদয় তব ?
না—না, পাও নাই প্রকৃত সন্ধান ;
মাথা তুলে দেখ দু'নয়নে,
শোকের নয়নে কত অশ্রু বয় !

লক্ষ্মীমণী। কে ? কার ও পদশব্দ ?
এনেছ কি সাথে ল'য়ে কুশীরে আমার ?
অন্ন-পাত্র দিয়েছিলে তারে ?
ক্ষুধায় কাতর শুষ্কমুখে হাত দুটী পেতে
সে যে বলেছিল দু'টী কথা—'কি খাবো মা ?'
কুশী রে ! আজও যদি উপবাসী,

নিঙাড়ি আমার শুষ্ক মাংস অস্থি
বক্ষরক্ত ধ'রে দিব তোরে !
খাবি—খাবি বুশী ?

সিদ্ধার্থ । কহ মতিমান তোমারই অন্তর-ভাষায়,
উপভোগ্য হেন পুত্রশোক ?
ওকি ! বীর তুমি, এত বিচঞ্চল—
অশ্রু তব নয়নের কোণে ?
তবে পরদুঃখে দুঃখী সজ্জন সুধীর !
করুণায় দিবে কি ফিরায়ে নয়নের মণি ?
যদি পার, তবে ফেল অশ্রুজল,
নহে মুছে ফেল,
ফিরে যাও আপন গন্তব্য পথে
জননীর পুত্রশোক বাতুলতা ভাবি ।

মান্দারণ । হে ব্রাহ্মণ ! কেন নিয়ে এলে
দেখাতে এ শোকলীলা দুর্ব্বহ বিষম ?
মাত্র কর্ত্তব্যের দায়ে বিপ্রশিশু করিয়াছি ক্রয় ;
প্রেত-আত্মা নহুষের উদ্ধারমানসে
আদর্শ-আচারী মহর্ষি অগস্ত্য
মহাযজ্ঞে পুত্রে তব দিবে বলিদান ।
যদি অন্য কেহ হ'তো এই যজ্ঞ-অনুষ্ঠাতা,
ভুলি নীতি-প্রথা নরমেধ পণ্ড করিবারে
মান্দারণ বীরদর্পে হইত বিরোধী ।

লক্ষ্মীময়ী । বাতাসে বাতাসে একি শুনি
ভীষণ কঠিন ধ্বনি ? যজ্ঞ—নরমেধ-যজ্ঞ ?

পূর্ণ হেতু তার সে যজ্ঞে
যজ্ঞেশ্বর হবে কি উদয় ?
মরি মরি কত মধুময়,
মধুলীলাভরা যজ্ঞবেদী মনোরম !
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ শত সাজায় সুযোগ্য স্থানে,
উঠিছে মন্ত্রের ধ্বনি, ওঠে বেদগান,
সৌরভজড়িত পুষ্পরাশি ছড়ায়
সুগন্ধি কত, মত্ত সবে
নির্ব্বিকারে সংসারের বৈষম্য হইতে।
ওকি, কি হেতু সহসা
অগ্নিকুণ্ডে লেলিহান জ্বলিল অনল ?
অগ্নিকুণ্ডপাশে রক্তবস্ত্রপরিহিত
কেবা ওই ত্রস্ত শিশু
সরোদনে দৃঢ়হস্তে ধরিল আহুতি-পাত্র ?
কে ও ? কুশী—কুশী ?
ওরে কুশী রে আমার—[মূর্চ্ছা]

সিদ্ধার্থ। লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! বজ্র হ'তে সুকঠিন
পুত্রশোক পারিলে না হৃদয়ে ধরিতে ?
তবু তুমি ভাগ্যবতী,
তাই অচেতনে ভুলিয়াছ
সংসারের সকল বৈষম্য !
নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাও সতী !
উঠিও না—জাগিও না—
কাল-যজ্ঞে দেখিও না পুত্রবলিদান !

হায় ভগবান ! কত দিনে
আমি হবো এইরূপ হতজ্ঞান-অংশীদার ?
কম্পিতচরণে দাঁড়াতে পারি না আর—
চৈতন্যের দ্বারে মাথা খুঁড়ে
বহিতে পারি না আর দুর্ব্বহ শোকের ভার !
দেখ ভদ্র ! যজ্ঞের প্রারম্ভে
যযাতি-সাম্রাজ্যে কিবা নবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত !
নরমেধ-যজ্ঞ ? হেন হীন যজ্ঞ
পূর্ণ কি হইবে ? জনক-জননীর
স্নেহে গড়া প্রাণের পুতুলি ল'য়ে
আহুতিপ্রদানে জ্বাল যদি যজ্ঞানল,
ব্রহ্মশাপে সে অনল হবে নির্ব্বাপিত,
মর্ম্মভাঙ্গা সজলনয়নে মন্ত্রঃপুত
উপবীত ছিন্ন করি দিব অভিশাপ—

মান্দারণ। ব্রাহ্মণ ! ব্রাহ্মণ ! দাঁড়াতে হবে না
যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞকুণ্ডপাশে
মর্ম্মের পীড়ায় অভিশাপ দিতে !
মম যত্নে বিক্রীত তোমার পুত্র,
ক্রেতা নহে ভূপতি যযাতি,
মহামতি রাজার ইচ্ছায়
নাহি হয় যজ্ঞ নরমেধ !
প্রধান উদ্‌যোগী আমি।
অভিশাপ দিতে এত সাধ যদি,
নির্ব্বিবাদে দেহ অভিশাপ—

নাহি পরিতাপ,
নতশিরে ভস্ম হবো
পুত্রহারা পিতামাতা-অভিশাপে !

লক্ষ্মীময়ী । [মূর্চ্ছাভঙ্গে] কুশী ! কুশী !
নাহি ভয় ; ত্রিভুবন করি অন্বেষণ
পেয়েছি জীবন্ত মন্ত্র,
সেই মন্ত্র কর্ণে দিব তোর ;
মন্ত্রবলে নিভিবে প্রচণ্ড অগ্নি,
কাল সর্প লুকাবে বিবরে,
হিংসাব্রতী হবে অহিংসা-আচারী ।
মন্ত্রশক্তি—জননীর মন্ত্রশক্তি—

মান্দারণ । বিশ্বপ্রসবিনী জগজ্জননীর অংশোদ্ভূতা
মাতা ! মন্ত্রশক্তি দেখাও জগতে
অনুরাগে মন্ত্রবাণী করিয়া প্রচার ।
যথারীতি আগে মন্ত্র দেহ মোরে,
কেড়ে নিয়ে হিংসার উদ্যম, নির্ম্মমতা,
কুটিলতা যত, গঠনপ্রণালী মত
মনোমত গ'ড়ে নাও মোরে ;
দীক্ষাকামী আমি—
লবো দীক্ষা স্নাত হ'য়ে রোদনের জলে ;
সাথে এসো হে ব্রাহ্মণ !
দেখ এসে ব্রতভঙ্গ মোর ।

সিদ্ধার্থ । কোথা যাবো ?

মান্দারণ । জগতের নির্ম্মম কঠিন দুর্গে—

জনক-জননীর প্রাণের নন্দন
বন্দী যথা দুর্ভাগ্যতাড়নে।
শুধু অশ্রুজল—অশ্রুজল করিয়া সম্বল
ভাঙ্গিতে হইবে কঠিন সে দুর্গদ্বার ;
দেখি অবিরাম অশ্রুর প্লাবনে
রক্তমাংসসার প্রবৃত্তির দ্বার
নির্ব্বিকারে কতক্ষণ রহে স্থির ?
হে ব্রাহ্মণ! এসো সাথে ;
যদি হয় প্রয়োজন, সিদ্ধিলাভ হেতু
আমিও ফেলিব নয়নের জল।

লক্ষ্মীময়ী। ওই একমাত্র মুক্তির সম্বল !
মন্ত্রশক্তি—কুশধ্বজ—শুধু মন্ত্রশক্তি !

মান্দারণ। এসো মাতা, সর্ব্বশক্তি দিয়ে
উদ্ধারিয়া কুমারে তোমার
ধ'রে দিব বক্ষে তুলে নিতে !
নিরাপদে এসো সাথে—
ল'য়ে চল আঁখিজল-অভিযান।

সিদ্ধার্থ। লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! আশা হয়,
বুঝি ফিরে পাবো কুশীরে মোদের !

লক্ষ্মীময়ী। পাবো ? কবে ? কোথা পাবো ?
কোথা দেখা পাবো কুশীর আমার ?
ওই পথে ? চল না গো সাথে ;
আকুল-আগ্রহে তুলে লবো কোলে,
মা ব'লে সে ডাকিবে আমারে,

আর আমি—আমি—এইভাবে
বাহুর বন্ধনে বাঁধি—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—
কই—কোন্ পথে? চল—চল!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অগস্ত্যের আশ্রম।

গীতকণ্ঠে বিপ্রদণ্ডের প্রবেশ।

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

এই তো এখানে বিশেষ বিধানে
বহে ফুল্লমনে শান্তি পারাবার।
উজানে তুফানে জাগে আশা মনে,
বুঝি অবসান দুঃখ-যন্ত্রণার॥
বঞ্চিত হ'য়ে বুকে ব্যথা ল'য়ে
তৃষায় তৃষিত চাতক সমান,
কতকাল রবো কত গো সহিব,
পাবো কি বিন্দু করিতে পান,
যদি কৃপা কর, হর দুঃখ হর,
দাও সুধা মধু সান্ত্বনার॥

নহুষে কাঁদায়ে ক্লান্ত আমি,
কাঁদিয়ে বেড়াই তাই দিবা যামী,
তুমি যদি কাঁদ গণি পরমাদ
বারিধি হইবে ভিন্নগামী,
মুক্তি দাও গো মুক্তিকামীরে
ঘুচাও আমার হাহাকার॥

. অগস্ত্যের প্রবেশ ।

অগস্ত্য । বিপ্রদণ্ড ! পুনঃ তুমি আশ্রমে আমার ?
কহিয়াছি বারবার—জন্ম তব
মাত্র আদিষ্ট কর্ত্তব্য মম করিতে সম্পন্ন,
কর্ম্মে তব তবু ঔদাসীন্য এত ?
কাল পূর্ণ নাহি হ'লে
উদ্ধারসাধন কারো নাহি হবে !
আমার আদিষ্ট কার্য্য,
দ্বিধাশূন্য হ'য়ে আপন স্বধর্ম্ম ভাবি
বিনা যুক্তি-তর্কে সাধিতে উচিৎ !
চাহ মুক্তি যদি, চাহ যদি নহুষ-উদ্ধার,
করিতে প্রচার স্রষ্টার সৃষ্টি-তত্ত্ব,
মত্ত হও মম যুক্তিমত কর্ম্মসাধনায়—
বহু ছলে বহু দর্পে
নিষ্ঠুর নির্ম্মমপ্রাণে কাঁদাও নহুষে ।
সঞ্চিত করিয়া নহুষের আঁখিজল
আনি দেহ অঞ্জলি পূরিয়া,

সযতনে রাখিব ধরিয়া পূর্ণ করি তাম্রপাত্র
যোগ্যজনে নিবেদন হেতু ।
পবিত্র ইন্ধনে হোমানল জ্বালিব যখন,
মুগ্ধনেত্রে দেখিও তখন,
হোম হবিঃস্পৃষ্ট রাঙা রাঙা শিখা
ধীরে ধীরে নিভে যাবে
অন্তর্মথিত সে অশ্রুর পরশে ।
যাও—যাও—আগে কর কর্ম্ম উদযাপন ।

[বিপ্রদণ্ড সভয়ে অন্তর্হিত হইল ।

প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে নানা ছলে
নেহারি বিষম বিপত্তিপ্রকাশ
যজ্ঞপশু হেতু বহু জনে বহুরূপে
করে আয়োজন ! ভাবে মনে,
বিশেষ বিধানে হত্যাকাণ্ড হবে সমাধান !
কিন্তু ওরে বাহ্যিক রুচির দাস !
জান কি সন্ধান—
শ্রীনিবাস নারায়ণ যজ্ঞভাগ করিবে গ্রহণ ?
বিশ্বাসে বস্তুর সন্ধান শুধু—
উপলক্ষ নরমেধ তার !
নহে পশু হ'তো যজ্ঞ-আয়োজন,
ভেসে যেতো বিপুল বিধান,
সৃষ্টি হ'তো দুর্ব্বলতা অসম্ভব কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে !
দৃঢ়তায় করিয়া আশ্রয়
নিয়োজিত কীর্ত্তির কলাপে !

কহ, জ্বলিবে কি পূত কাষ্ঠ? পূর্ণ দিনে
পূত হবিঃ আসিবে কি আহুতির হাতে?
তাপদগ্ধ নহুষের যত অশ্রুরাশি
হবে কি সঞ্চিত
নিভাইতে মন্ত্রঃপূত জলন্ত অনল?
আসিবে —আসিবে, মন্ত্রের খেলায়
অচিরায় যজ্ঞ পূর্ণ সুনিশ্চয়!

রাঘবসেনের প্রবেশ।

রাঘব। না মহর্ষি! অচিরায় যজ্ঞ পণ্ড সুনিশ্চয়!
সনাতন শাস্ত্রকায় কোনো,
কোনো আর্য্যঋষি শাস্ত্রীয় শাসনে,
কোনো পুঁথিপত্রে মসী দিয়ে
কোনো কালে লিখেছে কি কেহ,
নর হ'য়ে নর-যজ্ঞ করে সম্পাদন?
কহ তপোধন! ভুলি শাস্ত্রীয় আচার
স্বেচ্ছাচারে হেন যজ্ঞ করিলে সাধন,
কি সুখ্যাতি করিবে অর্জ্জন
দেশে দশের সম্মুখে?

অগস্ত্য। কেবা তুমি? কিবা তব আছে অধিকার
প্রতিবাদ করিবার পুণ্যময় যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে?

রাঘব। নরহত্যা নহে পুণ্য-অনুষ্ঠান!

অগস্ত্য। আমার বিধানে নরের কল্যাণে
প্রয়োজন নরহত্যা।

রাঘব। নরের কল্যাণে নরহত্যা প্রয়োজন—
একি মুনি শাস্ত্রীয় আচার ?
ত্রিলোকবিদিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তুমি—
সাগ্নিক-আচারী ব্রহ্মশক্তিপরায়ণ,
সম্ভব কি কভু নরহত্যা-অভিলাষী তুমি ?
তীর্থে তীর্থে চলিবে বারতা—
তপাচারী মহর্ষি অগস্ত্য
নিরস্ত হইয়ে তপ-জপ ব্রহ্মসাধনায়,
জঘন্য হিংসায় স্বার্থসিদ্ধি-আশে
নরহত্যা করে অনুষ্ঠান !
ওহে মুনি, শক্তিমান্ তুমি—
ষড়ৈশ্বর্য্যে লক্ষ্য তব মোক্ষের নিদান,
অসার ঐশ্বর্য্যে তব কিবা প্রয়োজন ?
নারকীয় সম ব্রহ্মরক্ত-আকিঞ্চনে
কল্যাণ না হবে ; ঘোর অকল্যাণ
ঘটিবে অচিরে দেশে ও দশের ;
রহ নির্ব্বিবাদ নরহত্যা করি নিবারণ।

অগস্ত্য। নিষ্ক্রিয় নাস্তিকের অলীক রুচির প্রথায়
অনুষ্ঠিত নহে নরমেধ-যাগ !
যজ্ঞ-ক্রিয়া ক্ষত্রিয়ের, আমি হোতা তার—
চিরনির্ব্বিকার পালিতে স্বধর্ম্ম !
আদর্শ এ নরমেধ-যাগে ব্রহ্মরক্ত
শ্রেষ্ঠ উপাদান, তাই বিশেষ বিধানে
বলিদান ব্রাহ্মণশিশুর !

রাঘব। তাই বিবেকের কশাঘাতে
পূর্ণ প্রতিবাদী আমি।

অগস্ত্য। কেন, যজ্ঞপণ্ড হেতু?

রাঘব। না মহর্ষি!
প্রতিবাদী মাত্র নরবলি হেতু।

অগস্ত্য। পুনঃ কহি, নর-যজ্ঞে বলি প্রয়োজন;

রাঘব। কেন মুনি? অসহায় বিপ্রশিশু
অবোধ অজ্ঞান ব'লে?

অগস্ত্য। হ'তে পারে, নহে অসম্ভব!
হীনবল অবোধ অজ্ঞান শিশু,
নাহি কেহ রক্ষাকর্ত্তা তার,
কিম্বা নাহিক নিস্তার অগস্ত্যের করে,
তাই স্বেচ্ছাচার-অত্যাচারে রক্ত ধ'রে দিতে
নিরুপায়ে বাধ্য আজি
অষ্টমবর্ষীয় শিশু বিপ্রের নন্দন।
তোমার কি দায়—
তুমি কেন প্রতিবাদী হেন স্বেচ্ছাচারে?

রাঘব। হে মহর্ষি! শুধু আমি নহি প্রতিবাদী;
মহারাজ যযাতি হইতে
সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জ প্রতিবাদী নরমেধ-যাগে।

অগস্ত্য। রাজার কল্যাণে, নির্ব্বিবাদে
পূর্ণ হবে নরমেধ-যাগ।

রাঘব। না মহর্ষি! শিশুর রোদনে
পণ্ড হবে নরমেধ-যাগ।

অগস্ত্য । সাবধান ! এখনো সতর্ক হও,
বিপত্তি না চাই সাধনার পথে ।

রাঘব । কিসের সাধনা মুনি ?
একি হয় সাধনার রীতি ?
সর্ব্বসংহা ধরণীর বুকে
ভাল কীর্ত্তি করিতে প্রচার
মত্ত তুমি মহাসাধনায় !
বলিতে কি পার মুনি,
এ হেন সাধনপথে গুরু তব কেবা ?
এই যদি সাধনা তোমার মুনি,
তবে এ হেন আদর্শে, আত্মরুচিবশে
বহুজন হ'তে পারে সাধকপ্রবর ।
হত্যাকামী তুমি যদি মুনি,
এই যদি সাধনা তোমার,
চল তুমি সাধনার পথে ;
হত্যারোধে সিদ্ধিকামী আমিও সাধক
ছায়া সম অনুগামী তব
সাথে ল'য়ে প্রতিবাদ কঠিন সাধনা ।
স্বার্থসিদ্ধি-আশে, আশ্রমে তোমার
বন্দী করি রাখিয়াছ বিপ্রের কুমারে,
আগমন মম উদ্ধারসাধনে তার ।
মান রাখি যুক্তকরে করি নিবেদন,
কহ মুনি ! দিবে কি না দিবে
ফিরাইয়ে বিপ্রের নন্দন ?

যযাতির প্রবেশ।

যযাতি। আমারো জিজ্ঞাস্য তাই ;
কহ মুনি! ফিরাইয়া দিবে
কিম্বা ধরিয়া রাখিবে
পুড়াইতে অগ্নিকুণ্ডে বিপ্রের নন্দনে ?

অগস্ত্য। বহু সাধনায় যজ্ঞ-অনুষ্ঠান!
যজ্ঞ-অগ্নি আহ্বানে জ্বলিবে মোর ;
সেই অগ্নিকুণ্ডে পুড়াইয়া স্বর্ণকান্তি শিশু,
ফল তার দগ্ধ স্বর্ণ
তুলে দিব আশ্রয়-কবলে তব!
এই সঙ্কল্প আমার, এই মোর শেষ কথা
আপন কল্যাণে নাহি হও বাধা।
তোমারই কল্যাণে
নরমেধ-বিধান-বিধাতা আমি।
সুবিশ্বাসে গুরুত্বে বরণ দেছ,
অচিরায় যজ্ঞক্ষেত্রে জ্বলিবে অনল,
থরে থরে সুসজ্জিত যজ্ঞীয় সম্ভার,
সম্মানিত নিমন্ত্রিত উপনীতপ্রায়,
তন্ময়তা ল'য়ে রক্ত-যজ্ঞে আহুতি ধরিব,
চাহ সবে অগণিত আবেদন
প্রতিবাদ ল'য়ে পণ্ড করিবারে
নরমেধ-যাগ ? নহুষনন্দন!
হেন প্রতিবাদী তুমি পিতার উদ্ধারে ?

যযাতি। পিতার উদ্ধারে
আত্মপ্রাণ দিতে পারি বিসর্জ্জন !
চাহ ? দিব অকাতরে !
পিতৃভক্তি শিখাতে হবে না মুনি !
পুত্র জানে—কিসে
কেমনে করিতে হয় পিতৃঋণ-পরিশোধ !
নহুষ ভূপাল শিষ্য মাত্র তব,
আর পুত্র আমি তাঁর—
রক্তের সম্বন্ধ রহে যার সনে ;
সে সম্বন্ধ গুরু শিষ্যে কোথা ?
সম্বন্ধ থাকিত যদি,
তবে ক্রোধবশে নাহি দিতে অভিশাপ
প্রেতাত্মা গড়িতে তাঁরে,
নাহি হ'তো প্রয়োজন
মুক্তি হেতু তাঁর অসম্ভব নরমেধ-যাগ !
যে যজ্ঞ কোনকালে পূর্ণ নাহি হয়,
অবহেলে দিলে তার অলীক বিধান —
যাহে নহুষ ভূপাল চিরকাল
রহেন প্রেতাত্মা। ইচ্ছা তব—
অন্তরাত্মা তব জানে বিধিমতে।
অগস্ত্য। উন্মাদের কথা ! ঘটিয়াছে মস্তিষ্কবিকার,
তাই অবিশ্বাস কুলগুরু প্রতি।
তবু মাঙ্গলিক ব্রতধারী আমি,
ব্রতের দাবীতে সরোষ ইঙ্গিতে কহি,

আপন কল্যাণে হও যদি আপনি বিরোধী
বাধার সৃজনে
বিশ্ববাসী হাসে যদি বিদ্রূপের হাসি,
স্বয়ং নারায়ণ হন যদি বিপত্তি বিষম,
প্রতিজ্ঞা তথাপি মোর—
পূর্ণ হবে নরমেধ-যাগ!
দূরে থাকি জগতের কোলাহল হ'তে
সকল বাধার মূল করি উৎপাটন,
একা —একা আমি গোপনে নির্জ্জনে
তোমারি কল্যাণে যজ্ঞানল জ্বালি
আহুতির হবিঃ-ঢালিব অনলে।

যযাতি। তাই বুঝি রেখেছিলে গুরু
বন্দী করি মোরে আমারি আবাসে?
দেখ, মুক্ত আমি মুক্ত অসিকরে
মেঘমুক্ত বিমল আকাশতলে।

অগস্ত্য। সত্যই তো! কে দিল মুক্তি?
আত্মহত্যা হ'তে রক্ষিতে তোমায়
রেখেছিনু দৃষ্টি-বন্দী করি;
ঘটাইল কেবা এ হেন জঞ্জাল—
কেবা দিল হাতে হত্যার কৃপাণ তুলি?

অগস্ত্য। কোথা মান্দারণ? কি হেতু ছাড়িল দ্বার
রাখি তোমা লক্ষ্যের বাহিরে?
সে কি উদ্যোগী যজ্ঞের,
কিম্বা প্রতিবাদী যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে?

মান্দারণের প্রবেশ

মান্দারণ। প্রতিবাদী — কার প্রতিবাদী
হে মহর্ষি ! বনাশ্রয়ে জীর্ণ পর্ণবাসে
দেখিতে যত্তপি শোকভরা কারুণ্যের ছবি,
যদি দেখিতে নয়নে
পুত্রহারা দম্পতির বক্ষভরা
বেদনার উষ্ণ অশ্রুজল,
যদি শুনিতে শ্রবণে
মনস্তাপভরা তীব্র অভিশাপ,
তবে দূর করি যজ্ঞীয় সম্ভার
তুমিও নিরস্ত হ'তে নরমেধ-যাগে।
ওহে মুনি ! অবিশ্বাসী আমি।
নরে যদি পুড়াতে বাসনা,
আমি সেই যোগ্য নর ;
মোরে ভস্ম কর রাজার কল্যাণে,
হাস্য-আস্যে মম প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।

যযাতি। মান্দারণ ! মান্দারণ !
ভাই তুমি—মিত্র তুমি,
কর পণ্ড নরমেধ-যাগ ;
নিয়ে এসো আশ্রম হইতে
ব্যথায় কাতর বিপ্রের কুমারে।

অগস্ত্য। সাবধান ! প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাগ্নি যজ্ঞ-উপাদান ;
পরশিলে তার ভস্ম হবে পতঙ্গের প্রায়।

যযাতি। তাই কর—পুড়াও পুড়াও ঋষি
যত পার সৃজিয়া অনল!
পুড়ে যাবো ব্রহ্মশাপে—সেও ভাল,
তবু পণ্ড হোক্ নরমেধ-যাগ!

মান্দারণ। ওই মন্ত্রে আমিও দীক্ষিত,
পণ্ড হোক্ নরমেধ-যাগ!

রাঘব বাতাসে বাতাসে দেশে দেশে
ওই মন্ত্র করুক্ প্রচার—
পণ্ড হোক্ নরমেধ-যাগ!

অগস্ত্য। তবে পণ্ড হোক্ নরমেধ-যাগ।
যযাতি রাজন! চাহ কুশধ্বজে?

যযাতি। চাই।

অগস্ত্য। মান্দারণ! তুমি?

মান্দারণ চাই।

অগস্ত্য। রাঘব! কি কহ?

রাঘব। চাই—চাই।

অগস্ত্য। মুগ্ধনেত্রে রহ তবে স্থির!
দেখ মোর আচার-পদ্ধতি,
ক্রিয়া রীতি-নীতি,
দেখ তন্ত্রের প্রেরণা মন্ত্রের সাধনা—
দেখ অন্তরের উদ্দীপনা যত;
লক্ষ্য কর—জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিঃ হ'তে
প্রকাশিল কোন্ মূর্ত্তি?
কুশধ্বজ! কুশধ্বজ!

প্রথম মায়া-কুশধ্বজের প্রবেশ ।

যযাতি । যযাতি রাজন্ ! লহ কুশধ্বজে ।
মান্ধারণ ! তুমি চাহ কুশধ্বজে ?
কুশধ্বজ !

দ্বিতীয় মায়া-কুশধ্বজের প্রবেশ ।

লহ সেনাপতি, দ্বিতীয় এ কুশধ্বজে ।
রাঘব ! তুমিও চাহ কুশধ্বজে ?
কুশধ্বজ !

তৃতীয় মায়া-কুশধ্বজের প্রবেশ ।

লহ তৃতীয় এ কুশধ্বজে ।
আরো কেবা চাহ কুশধ্বজে ?
জনে জনে বিলাইব কুশধ্বজ !
কুশধ্বজ ! কুশধ্বজ !

মায়া-কুশধ্বজগণের প্রবেশ ।

আরো দেখ—
যজ্ঞপণ্ডে ঘটিবে কি বিষম প্রমাদ !
কোথা বিপ্রদণ্ড ! শত নির্য্যাতনে
ল'য়ে এসো প্রেতাত্মা নহুষে ।
নেহার কি চিত্র ভয়ঙ্কর !
পণ্ড হোক্—পণ্ড হোক্ নরমেধ-যাগ !

মশালহস্তে বিতাড়িত নহুষকে লইয়া
গীতকণ্ঠে বিপ্রদণ্ডের প্রবেশ।

বিপ্রদণ্ড।—

গীত।

আগুনে দ্বিগুণ জ্বল দহ অহরহঃ।
রহ কুঞ্চিত নতশিরে সহ যন্ত্রণা অসহ॥
আমি হীনমমতা,
আমার বিধাতা আমার গড়েছে যেমন,
আমি জ্বেলেছি অনল,
তুমি ফেল আঁখিজল বিধাতার মনের মতন :—
আমি বেদনা তোমার, আমি নয়ন-আসার,
আমি মন্ত্রচালিত, আমার কঠিন বিচার,
তোমার হবে না উদ্ধার, কর নরকে বিহার,
আশাপথে জাগে বিরহ॥

[নহুষের প্রেতাত্মাকে লইয়া প্রস্থান।

যযাতি। পিতা! পিতা! [প্রস্থানোদ্যত]

অগস্ত্য। [হস্ত ধরিয়া] ক্ষান্ত হও!
কোথা যাও উন্মাদনাবশে?
কেবা পিতা—পুত্র কেবা?
অকারণ কিসের এ আকুলতা?
নরযজ্ঞ পশু হেতু
অভিশপ্ত পিতার প্রেতাত্মা তব
চিরকাল যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত
ওই মত কাঁদিয়া বেড়াবে।

যযাতি । মুনি ! মুনি ! চাহি না এ কুশধ্বজে,
পিতৃমুক্তি—পিতৃমুক্তি চাই !
তোমার বিধানে কর তুমি যজ্ঞ-অনুষ্ঠান,
দেহ বলিদান বিপ্রের কুমারে
শত বাধা করি অতিক্রম !
মন্ত্রসিদ্ধ যাদুকর তুমি,
আঁখির পলকে অগণিত বিপ্রশিশু
সৃজিয়াছ যাদুবিদ্যাবলে !
যাদুবলে জ্বাল যজ্ঞানল,
যাদুমন্ত্র করি উচ্চারণ
দেহ শক্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠিতে—
অন্তর্দ্বন্দ্ব হ'তে মুক্তি দেহ মোরে !
লহ বিপ্রশিশু,
প্রেতাত্মা-উদ্ধারে পূর্ণ কর নরমেধ-যাগ !

[যযাতি, মান্দারণ ও রাঘবসেনের প্রস্থান ।

অগস্ত্য । পূর্ণ সুনিশ্চয়—
অধঃ ঊর্দ্ধ মধ্যস্থলে শুধু পূর্ণতা বিরাজে ।
যজ্ঞপূর্ণ হেতু কালি প্রাতে জ্বলিবে অনল,
মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে
পূর্ণবাণী শুনিব শ্রবণে,
মহাক্ষণে সেই মন্ত্র হবে উচ্চারিত—

মায়া-কুশধ্বজগণ ।—

গীত ।

বহ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথী ত্বং শীতলা ভবঃ ।

অগস্ত্য। বার বার কর মন্ত্র উচ্চারণ—

বহু সাধনার সাফল্যের পূর্ণ মন্ত্র—

মায়া-কুশধ্বজগণ।—

গীত।

বঙ্গে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভবঃ।

সকলের প্রস্থান।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যজ্ঞ-ভবন—প্রবেশদ্বার।

রতন দত্ত ও ভদ্রবল।

রতন। হায়-হায়-হায়-হায়! কি অভাবনীয় ব্যাপার! আমার আপশোষ হ'চ্ছে, এমন বিচক্ষণ মহাশয় ব্যক্তি আপনি—আপনি এত বড় একটা মারাত্মক ভুল করবেন, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! আমি তো ম'রে যাই নি মন্ত্রীমশায়! দয়া ক'রে কাকের মুখে একটা খবর পাঠালে করকরে মুদ্রাগুলো কি একটা অজবুক জানোয়ার ভাগিয়ে নিয়ে পালাতে পারে, না গালে হাত দিয়ে আজ ভাবতে হয়! রতন দত্তের লোহার সিন্দুকে উঠলে স্বর্ণমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রাই প্রসব করতো—বাড়তো বই আর কমতো না।

ভদ্রবল। তুমি কি ভাবছো, স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! রতন দত্ত! সম্পূর্ণ ভুল তোমার ধারণা! শর্ম্মানন্দের হাতে মুদ্রার থলি দিয়েছিলুম, আমার পুত্র রাঘবসেনের দস্যুতা থেকে মুদ্রাগুলি বাঁচাতে; কিন্তু শর্ম্মানন্দ যে এমন বিশ্বাস-ঘাতক হবে, তা আমি ভাবি নি।

রতন। তা ভাবেন নি বটে, কিন্তু লোকে ভাববে আত্মসাতের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় মুদ্রাগুলি হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

ভদ্রবল। সে আমার অদৃষ্ট! আর তুমি কি মনে কর, অতগুলো

স্বর্ণমুদ্রার কিনারা না ক'রে নিজে দুর্নামের বোঝা নিয়ে শর্ম্মানন্দকে মুক্তিদান করবো?

রতন। তাকে আর পাচ্ছেন কোথায়? সে তো পলাতক।

ভদ্রবল। ভদ্রবলের চতুর দৃষ্টির তাড়নায় সে কত দিন লুকিয়ে থাকবে? আমি তার দুর্ব্বলতা জানি, অর্থের চেয়ে তার প্রাণের ভয় বেশী।

মান্দারণের প্রবেশ।

মান্দারণ। কিন্তু সচিবপ্রধান ভদ্রবলের সেটা বুদ্ধিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয় নয়। রাঘবসেনের দস্যুতা থেকে মুদ্রা বাঁচাতে গিয়ে, নির্ব্বোধ শর্ম্মানন্দের হাত দিয়ে অনুমান তা রাঘবসেনের হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে!

ভদ্রবল। সে যাই হোক, তোমার এতে আক্ষেপ করবার কিছু নেই সেনাপতি! এ তোমার অনধিকার চর্চ্চা! অস্ত্রাগারের অধিকার ব্যতীত রাজকোষে বা মন্ত্রীত্বে তোমার অধিকার নেই। রাঘবসেনের হাতে মুদ্রা তুলে দেবার তত্ত্ব বিশ্লেষণ করবার পূর্ব্বে ভদ্রবলের হৃদয় বিশ্লেষণ কর।

মান্দারণ। তা আমি জানি। আপনার অদৃষ্ট মন্দ, তাই পুত্রের কলঙ্ক ঢাকতে গিয়ে সেই কলঙ্ক নিজের মাথায় বহন করেছেন। আর আপনি আরও মন্দভাগ্য এই জন্য যে, সেই কলঙ্ক অপসারিত করতে পরামর্শ গ্রহণ করছেন রক্তপিপাসু কুশীদজীবী রতনদত্তের কাছে। রতন দত্তের সাধ্য কি, সুখ্যাতির আবরণে আপনার অখ্যাতি আবৃত করে! সে কার্য্যভার আমার—সে কলঙ্ক অপসারিত করবো আমি—কার্য্যোদ্ধারে কীর্ত্তি অর্জ্জন করবো আমি! দেখতে চান তার নিদর্শন? শর্ম্মানন্দ!

ভদ্রবল। শর্ম্মানন্দ? কই—সে কোথা?

স্ত্রীবেশী শর্ম্মানন্দকে লইয়া রাঘবসেনের প্রবেশ।

রাঘব। এই যে পিতা, মহাবীর শর্ম্মানন্দ আপনার সম্মুখে।

ভদ্রবল। এই শর্ম্মানন্দ? এ তো স্ত্রীলোক—

মান্দারণ। আজ্ঞে হ্যাঁ, অবগুণ্ঠনের প্রবল ঘটায় বাহ্যদর্শনে তাই মনে হয়; কেন না, এতোগুলো মুদ্রা আত্মসাৎ করবার একমাত্র উপায় শর্ম্মানন্দ এ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পান নি। কিন্তু দেখুন দেখি, এই অবগুণ্ঠনের ভিতর কি রত্ন বিরাজ করছে! [অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিল।]

শর্ম্মানন্দ। [অবগুণ্ঠন টানিয়া স্ত্রীকণ্ঠের অনুকরণে] ছিঃ-ছিঃ! কি করেন আপনারা? পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিতে আপনাদের প্রাণের মধ্যে একটু ভূমিকম্প হ'চ্ছে না? ছিঃ-ছিঃ, আমার স্বামী-টামী যদি শোনে, তারা যে আমায় একঘরে করবে গা!

রাঘব। কেন, তুমি শর্ম্মানন্দ নও?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে আমি ভদ্দর ঘরের অবলা স্ত্রীলোক, শর্ম্মানন্দের নাম পর্য্যন্ত কানে শুনি নি। পর-পুরুষের অত খোঁজ রাখে কে বাছা?

রাঘব। তুমিই শর্ম্মানন্দ।

শর্ম্মানন্দ। না গো বাছা না, আমার কোনো পুরুষে শর্ম্মানন্দ নয়।

মান্দারণ। এই উন্মুক্ত তরবারি তোমার সম্মুখে; বল, কে তুমি ছদ্মবেশী?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে—সত্যি কথা বলতে কি, আমি শর্ম্মানন্দের বউদিদি।

মান্দারণ। মিথ্যা কথা!

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কথা।

মান্দারণ। তুমিই শর্ম্মানন্দ; স্বীকার কর, নইলে এই তরবারি

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, শর্ম্মানন্দ—শর্ম্মানন্দ—আমিই শর্ম্মানন্দ।

মান্দারণ। কই, মুদ্রার থলি কই?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, মুদ্রা তো নেই!

মান্দারণ। [তীব্রস্বরে] কি?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে, আছে—আছে, এই যে রয়েছে! [মুদ্রার থলি বাহির করিল।]

মান্দারণ। তুমি কোথা থেকে এ মুদ্রা পেয়েছিলে? কে তোমায় দিয়েছিল?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে কেউ তো দেয় নি, আকাশ থেকে ধুপ্ ক'রে প'ড়ে গেল।

মান্দারণ। আবার মিথ্যা বল্‌ছো? তুমি সব জান—

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সব জানি।

মান্দারণ। কি জান মূর্খ, শীঘ্র বল—কে তোমায় মুদ্রা দিয়েছে? তার নাম কি?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে ঐ ভদ্রবল মশায়—মন্ত্রীমশায়!

মান্দারণ। যাও, মুদ্রার থলি তাঁকে ফিরিয়ে দাও

শর্ম্মানন্দ। এই দিই মশায়! মন্ত্রীমশায়! ফিরিয়ে নিন্ তো মশায় আপনার গচ্ছিত মুদ্রা! দিন কতক হাওয়া খেতে বেরিয়ে ও মুদ্রার কথা আমার মনেই ছিল না। যাই হোক্, সব যখন মিটে গেল, তখন আর কিছু মনে করবেন না। আসি মশায়—নমস্কার! [প্রস্থানোদ্যত]

মান্দারণ। কি, যাচ্ছ কোথায় শর্ম্মানন্দ? ঐ গচ্ছিত মুদ্রা রাঘবসেন তোমার উপর দস্যুতা ক'রে কেড়ে নিয়েছিল নয়?

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে না—

মান্দারণ। মন্ত্রীমশায়! আপনার মুদ্রাপহরণের চোর ধরা পড়েছে,

যজ্ঞের শেষে এর বিচার হবে। রাঘব! আপাততঃ শর্ম্মানন্দকে বন্দী-আবাসে বদ্ধ ক'রে রাখ। [প্রস্থান।

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে আমার বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।

রাঘব। বেশ তো, তাতে আর লজ্জা কি? তবে শুধু জলটা খাবার আগে একটু মিষ্টিমুখ করবে চল!

শর্ম্মানন্দ। আজ্ঞে মিষ্টি চাই না, আমায় একটু ঘোল খাওয়াতে পারেন?

রাঘব। কেন পারবো না? তোমার মত মহাপুরুষকে একটু ঘোল খাওয়াতে পারবো না? আহা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি! চল—চল, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দোবো! ঘোলের বাটিও মুখে উঠবে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে চাবিরও ব্যবস্থা!

শর্ম্মানন্দ। ওরে বাবা, তা হ'লে এমনেও ঘোল খাবো, অমনেও ঘোল খাবো! ওরে বাবা, এ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে বাবা!

[রাঘব ও শর্ম্মানন্দের প্রস্থান।

রতন। দেখলেন মন্ত্রীমাশয়, হিসাবের কড়ি কি আর বাঘে খায়! আমি জানি, ও হ'তেই হবে—হক্কের ধন হারাবার নয়! যাই হোক, থলিশুদ্ধু ফেরৎ পাওয়া গেছে তাই, নইলে রীতিমত একটা কেলেঙ্কারি হ'তো—নানান লোকের কাছে নানান কৈফিয়ৎ দিতে হ'তো! মন্ত্রী-মশায়! সর্ব্বনাশ! যজ্ঞে বলি দিতে যে ছেলেটাকে কিনে আনা হয়েছে, তার বাপ আর মা বেটী এদিকে আসছে।

সিদ্ধার্থ ও লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ।

সিদ্ধার্থ। কে—কে এখানে দাঁড়িয়ে? মন্ত্রীমশায়? বলেছিলেন আমাদের যজ্ঞাগারে যজ্ঞ দেখতে নিয়ে যাবেন, তাই আমরা এসেছি।

লক্ষ্মীমণী। কই—আমার কুশী কই? তাকে একটীবার আমার কাছে এনে দাও!

সিদ্ধার্থ। দত্তমশায়! জীবনের সব সাধই তো মিটিয়েছেন; আপনি যখন উপস্থিত—ঋণ হ'তে যখন আমায় মুক্তিদান করেছেন, আমার উপর যখন আপনার এত দয়া, তখন দয়া ক'রে আমাদের যজ্ঞসভা দেখ্‌বার উপায় ক'রে দিন!

রতন। মন্ত্রীমশায়! দারুণ বিপদের কথা! যজ্ঞ-সভায় এরা উপস্থিত হ'লেই জান্‌বেন যজ্ঞ পণ্ড; একটু ভাল ক'রে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করুন।

ভদ্রবল। কে আছ?

দুইজন প্রহরীর প্রবেশ

ভদ্রবল। খুব সাবধান, এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যেন কোন রকমে যজ্ঞ-ভবনে প্রবেশ করতে না পারে।

রতন। আমিও সঙ্গে আছি, কিছু ভয় নেই।

সিদ্ধার্থ। যজ্ঞ-সভায় আমরা যেতে পাবো না মন্ত্রীমশায়?

ভদ্রবল। না, তোমাদের যজ্ঞসভায় যাবার আদেশ নেই।

লক্ষ্মীমণী। ওগো দয়া কর! আমি বামুনের মেয়ে, তোমাদের পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ছি! মন্ত্রীমশায়! দত্তমশায়! ভিক্ষা দিন—আমার কুশীকে আমায় ভিক্ষা দিন!

ভদ্রবল। [সরিয়া গিয়া] না—না, বৃথা ভিক্ষা চাওয়া—ভিক্ষা পাবে না। রতন দত্ত! তুমি রইলে, প্রহরীরা রইলো, দ্বাররক্ষার ভার তোমাদের উপর।

[প্রস্থান।

সিদ্ধার্থ। রতন দত্ত! তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতেও আমার লজ্জা নেই; ভিক্ষা যদি না দেন, ভিক্ষা যদি না পাই, তবে দেহ-প্রাণের অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে রুদ্ধদ্বারে মাথা ঠুকে ভেঙ্গে ফেল্‌বো ওই কঠিন দুয়ার! কে বাধা দেবে পিতা-মাতাকে পুত্রের জীবনরক্ষায়? হাত ধর লক্ষ্মী — বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চল বলিদানের যজ্ঞক্ষেত্রে—[গমনোদ্যোগ]

রতন। বটে! তবে রে বামুন-বামনী! এই—খুব সাবধান! এক একটার ঘাড় ধ'রে শুইয়ে দিচ্ছি মাটীর ওপর; তাতেও দোরস্ত না হয়, তখন চাবুক দিয়ে সিধে কর্‌বো—[উভয়ের ঘাড় ধরিয়া প্রহার।]

সিদ্ধার্থ। কর—প্রহার কর, রক্তধারা বা'র কর; এ আজ তোমার কাছে নূতন নয় রতন দত্ত! পূর্ব্বজন্মে আমি হয় তো তোমায় কত প্রহার করেছি, তার ঋণ পরিশোধ হ'চ্ছে। নাও রতন দত্ত! ব্রহ্মরক্ত দর্শন কর; যেখানে যাবো, সেইখানেই যদি রতন দত্তের সৃষ্টি হয়, তবে এ জীবন রতন দত্তকেই উৎসর্গ করছি, সকল জ্বালার অবসান হোক্! [মুচ্ছিত হইলেন।]

লক্ষ্মীময়ী। তোমার ঋণ কি এখনো পরিশোধ হয় নি? এত অনুরোধ, এত কান্নাতেও কি তোমার প্রাণ গলবে না? ওরে কুশী রে! তোর মায়ের এ কান্না তুইও কি শুনতে পাস্ নি? [মূর্চ্ছা]

রতন। এই যে শোনাচ্ছি তোমার কান্না! কি রে, তোরা কেষ্ট-ঠাকুরের মত বেতের বাঁশী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? কই দেখি—[প্রহরীর হাত হইতে বেত্র লইয়া] তোর বামুন-বামনীর নিকুচি করেছে, যখন তখন যেখানে সেখানে ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানির ঠেলাটা একবার বোঝো তো—[প্রহার] তোমাদের মেরে কারাগারে প'চে মর্‌বো, সেও স্বীকার! মেরে ফেল্‌বো—একেবারে মেরে ফেল্‌বো! [উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত]

গীতকণ্ঠে রাখালবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত

ওরে অমনি ক'রে আমার বুকে দে রে বাজের বাণ।
বুকে বাজ্‌বে যত সইবো তত আমি যে পাষাণ॥
আমার ঝর্‌বে নয়নজল,
তাতে বাড়্‌বে আমার বল,
পাহাড় যেমন রয়গো অচল সবল আমার প্রাণ॥

রতন। আ-ম'লো, একফোঁটা ছোঁড়ার আবার রস দেখ! স'রে যা, একটা চাবুকের ঘায়ে চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে হবে!

নারায়ণ। হ্যাঁগা, তুমিই বুঝি রতন দত্ত? তুমি কেমন লোক? কেমন প্রাণ তোমার? তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আমোদ কর্‌ছো? তুমি কিছু শোনো নি বুঝি? তোমার চালাঘরে যে আগুন লেগেছে! আগুন লেগে তোমার মোহরভরা লোহার সিন্দুক টক্‌টকে রাঙা হ'য়ে উঠেছে!

রতন। এ্যাঁ—আগুন! আমার ঘরে আগুন! আমার যথা-সর্ব্বস্বভরা লোহার সিন্দুকে আগুন!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

[সিদ্ধার্থ ও লক্ষ্মীময়ীর ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাভঙ্গ।]

নারায়ণ। হ্যাঁগা, তোমরা কুশীর বাবা আর কুশীর মা? এস—এস, আমার হাত ধ'রে বৈষম্যের সংসারে ধিক্কার দিয়ে শান্তি-নদীর শীতল সলিলে অবগাহন করবে চল, সেখানে সকল জ্বালার—সকল অশান্তির অবসান হবে।

লক্ষ্মীময়ী। সেখানে আমার কুশীকে দেখ্‌তে পাবো?

নারায়ণ। হ্যাঁগো হ্যাঁ, সেখানে কুশী থাক্‌বে—আমি থাক্‌বো; এস না আমার সঙ্গে!

[নারায়ণ, সিদ্ধার্থ ও লক্ষ্মীময়ীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রতন দত্তের বাটীর সম্মুখস্থ পথ।

রতন দত্ত।

রতন। আমার মোহরভরা লোহার সিন্দুক, আমার স্থদের কড়ি-ভরা লোহার সিন্দুক আগুন খেয়ে টক্‌টকে রাঙা হ'য়ে উঠেছে! ও বাবা, সে যে একটা আধটা নয়—সোনার আণ্ডিল! আমার বুকের রক্ত—আমার যথাসর্ব্বস্ব! তবু আমি বেঁচে আছি, সোনা-রূপোর ছাইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি! এঁ্যা, কে আমি? আমি কি সেই রতন দত্ত? হ্যাঁ—আমি সেই স্থদখোর রতন দত্ত! ও কে? কুশী? আমার বাগানের ফল চুরি ক'রে খাচ্ছিস্? ও কে, সিধুঠাকুর? ও কে, কুশীর মা? কাঁদ্‌ছে! আমার পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌ছে! থামাও—থামাও—কান্না থামাও! উত্তপ্ত কান্নার জলে আমি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাবো! ব্রাহ্মণ! তোমার অভিশাপের আগুন নেভাও, আমি তোমার কুশীকে ফিরিয়ে দিচ্ছি! দয়া কর—আমার লোহার সিন্দুকে জল ঢাল—আমার মোহর ফিরিয়ে দাও! ওঃ, আমার লোহার সিন্দুক—আমার লোহার সিন্দুক—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যজ্ঞভূমি-প্রাঙ্গণ।

[যজ্ঞক্ষেত্রে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।]

অগস্ত্য, কুশধ্বজ, ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ প্রভৃতি

অগস্ত্য। কুশধ্বজ! মন্ত্রপূত তুমি—
বিন্দু দ্বিধা নাহি রাখ মনে!
একমনে ডাক ভগবানে
সর্ব্বসিদ্ধি করিতে অর্জ্জন।
কোথা যযাতি রাজন!
উপস্থিত পূর্ণাহুতিকাল—
যজ্ঞানলে দিতে হবে
মন্ত্রপূত বিপ্রের কুমারে!
কুশধ্বজ! শ্রুত মন্ত্র কর উচ্চারণ।

কুশধ্বজ।—

মণিপুর মঙ্ককে মঞ্জু মণ্ডিঠ মনি ম।
হাস্য হিত হিতোক্তি হারক হাস্ত্র হা হা॥
প্রকাম প্রকেত প্রকাশ প্রণব প্রণুত প্রণ প্র।
ভুবন ভুবণ্য ভূতল ভুবভু্র্বি ভাব বিভু॥

যযাতির প্রবেশ।

যযাতি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর!

শিশুর শোণিতলোভে
দাবানল সম ভয়ঙ্কর জ্বলে যজ্ঞানল!
ওই জ্বলন্ত অনলে
নিজহস্তে বিপ্রশিশু দিতে হবে বিসর্জ্জন!
হে মহর্ষি! কোথা মায়া-কুশধ্বজ তব?
মায়াবলে সৃষ্টি করি কুশধ্বজ,
মন্ত্রে করি মন্ত্রের সাধন
ইচ্ছামত পুড়াও অনলে!

অগস্ত্য। যযাতি রাজন! হের কিবা মনোরম
যজ্ঞানল যজ্ঞকুণ্ডমাঝে!
বেদপাঠে মন্ত্র উচ্চারণে
ঋত্বিক ব্রাহ্মণ যত জাগ্রত রেখেছে বহ্নি;
সুসম্পন্ন আহুতির পূর্ব্বাচার—
সমাগত পূর্ণাহুতিকাল,
যজ্ঞানলে দিতে হবে বলি,
উচ্চারিব সিদ্ধি মন্ত্র।
মোহ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হৃদয় তবু
এখনো বিকারগ্রস্ত? হ'য়ে দ্বিধাহীন,
লহ বিপ্রশিশু—ফেল ত্বরা যজ্ঞকুণ্ডে!

যযাতি। ওরে ভাগ্যহীন শিশু!
নির্ম্মম বিধানে জ্বালিয়াছি যজ্ঞানল,
সে অনলে নির্ব্বিকারে পুড়িতে পারিবি?
পারিবি কি মুক্তি দিতে
নিরয়গামী প্রেতাত্মা নহুষে?

আমি তোরে ফেলিব অনলে ;
পেয়ে মনস্তাপ
বিনিময়ে তার দিয়ে অভিশাপ—
পিতৃমুক্তি অনুষ্ঠানে মোর
ঝাঁপ দে রে অগ্নিকুণ্ডমাঝে !

কুশধ্বজ । অগ্নিকুণ্ডে কেমনে পড়িব বল ?
জ্বলন্ত বহ্নির লক্-লক্ শিখা করি দরশন
কেবা বল ঝাঁপ দিতে পারে ?
ওগো, ভয়ে কাঁপে প্রাণ—
বুঝি পারিব না ঝাঁপ দিতে জ্বলন্ত অনলে !
রাজা ! রাজা !
রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে !

যযাতি। ওরে বিপ্রশিশু, কোলে আয় ;
কার সাধ্য—
কে পুড়াবে তোরে জ্বলন্ত অনলে ?
পিতৃমুক্তি নাহি প্রয়োজন ;
নিভে যাক্ যজ্ঞানল,
ব'য়ে যাক আহুতির কাল,
চিরকাল বক্ষে ধরি
রাজা তোরে সতত রক্ষিবে।

অগস্ত্য । দূর কর সর্ব্বনাশী মায়া !
এখনো বচন ধর,
আপনার অহিত সাধিতে,
অহেতুক কর্ত্তব্য দেখাতে,

সন্ধিক্ষণে পণ্ড নাহি কর
বিষম রহস্যভরা নরমেধ-যাগ ।
পুনঃ পুনঃ মন্ত্র উচ্চারণে
তপ্ত মোর দেহের শোণিত,
মন্ত্র আবাহনে অনলে এনেছি প্রাণ,
নিমন্ত্রিত অগ্নিদেব তৃষিত ক্ষুধিত ;
কার্য্যপণ্ডে উপবাসে ফিরে যদি অগ্নিদেব,
ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হবে তুমি !

যযাতি । তাই কর—তাই কর ঋষি,
ব্রহ্মশাপে পুড়াইয়া মার !
দেখ, আত্মকর্ম্মদোষে,
যজ্ঞক্ষেত্রে আত্মপ্রাণ দিই বলিদান—
পূর্ণ হোক্ নরমেধ-যাগ !

[অগ্নিকুণ্ডে পড়িবার চেষ্টা]

অগস্ত্য । [বাধা দিয়া] রহ স্থির—অধীর কি হেতু ?
অমঙ্গল যদি এ যজ্ঞের মূলে,
কি হেতু তাপস অগস্ত্য এ যজ্ঞের হোতা ?
সে কি শুধু রক্ত-মাংসে গড়া
জীবের বাঞ্ছিত স্বার্থের কাঙাল ?
কর্ম্মে সে কি নিষ্ক্রিয় নিশ্চল ?
নাহি তার তপের প্রভাব ?
মঙ্গলবিধানে নাহি যদি পারি
যজ্ঞফল অর্পিতে তোমায়,
তবে জড় অকর্ম্মণ্য আমি !

বৃথা মন্ত্রপাঠ, বৃথা আবাহন,
বৃথা গর্ব্বে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান !
চণ্ডাল—চণ্ডাল আমি,
পতিত চণ্ডালে বরিয়াছ গুরুপদে ।
নির্ব্বিকারে অগ্নিকুণ্ডে
ফেলে দাও বিপ্রের কুমারে ;
দেখ, পরিণামে তার
মুক্তি-অনুষ্ঠানে কিবা গুপ্ত রত্ন বাহিরায়
অচিরায় জ্বলন্ত অনল হ'তে !

যযাতি । ওই এক কথা ! মুক্তি—মুক্তি !
জলন্ত আগুনে, শিখার গর্জ্জনে
ওই এক চিত্র এক ধ্বনি—
মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি !
তবে দে রে মুক্তি শিশু !
নহে শুধু পিতৃমুক্তি মোর,
মুক্তি-যজ্ঞে মুক্ত হোক্ সবে !

[কুশধ্বজকে যজ্ঞকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন ।]

সকলে । হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—[শঙ্খধ্বনি হইল]

কুশধ্বজ ।—[যজ্ঞকুণ্ড হইতে]

গীত ।

হরিবোল—হরিবোল—
হরিবোল—হরিবোল !

[নারায়ণ যজ্ঞকুণ্ড হইতে কুশধ্বজকে লইয়া বাহির হইলেন ।]

নারায়ণ। মহারাজ যযাতি! তোমার নরমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ! মহর্ষি অগস্ত্য! নরমেধ পূর্ণ করতে তোমার অদম্য চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। পূর্ণ—পূর্ণ—পূর্ণ! তাই আমি এসেছি মন্ত্রবাণীতে অগ্নিদেবকে বিদায় দান করতে! [জল লইয়া] বহ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথ্বী ত্বং শীতলা ভবঃ। [কুশী করিয়া অগ্নিতে জল দিলেন।] ঐ দেখ মহারাজ! তোমার প্রেতাত্মা পিতার দিব্যমূর্ত্তি!

দিব্যমূর্ত্তি নহুষের প্রবেশ।

নারায়ণ। নহুষ! আজ হ'তে তোমার নরক-যন্ত্রণার অবসান—আজ তুমি মুক্তিলাভ করলে!

নহুষ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
ধন্য আমি—মহাভাগ্যবান!
হে মহর্ষি! দিয়েছিলে গুরু অভিশাপ,
পরিতাপ নাহি তার তরে।
যযাতি রে! পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবান আমি,
তাই তোমা হ'তে খুলে গেল স্বর্গের দুয়ার।
আর তুমি—মুক্তি-উপদান বিপ্রশিশু!
সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ তুমি—
পরহিতে আত্মপ্রাণ দিলে বিসর্জ্জন!
হে গুরু! হে বিপ্রশিশু!
উপস্থিত ব্রাহ্মণমণ্ডলী!
শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা করি নিবেদন
প্রণতি সবার পায়! দাও আশীর্ব্বাদ—

এ মহীমণ্ডলে যযাতিবংশের
রহে যেন অক্ষয় অমর কীর্ত্তি !
মাগি হে বিদায়—দীর্ঘ তপস্যায়
মুক্তদ্বার বৈকুণ্ঠে পশিতে !
হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

[প্রস্থান ।

সিদ্ধার্থ ও লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ ।

সিদ্ধার্থ। কই—কই, কোথায় আমাদের কুশী ?

লক্ষ্মীময়ী। কই রে—কই রে, আমার কুশী কই ?

কুশধ্বজ। মা ! মা ! এই যে আমি—

লক্ষ্মীময়ী। কুশী ! কুশী ! বাপ রে আমার—[ক্রোড়ে ধারণ]

নারায়ণ। বেশ ভাই কুশী, তুমি মাকে পেয়ে বুঝি বন্ধুর কথা ভুলে গেলে ? বেশ, আমিও বাবা পেয়েছি। বাবা ! কুশী আমার বন্ধু, ছেলের বন্ধুকে ছেলে ব'লে কোলে তুলে নাও !

সিদ্ধার্থ। কুশীর বন্ধু ? তবে তুমিই সেই অনাথবন্ধু ? অবিরাম অশ্রু-নিবেদনে যখন করুণায় পরমাত্মীয় হ'তে দেখা দিয়েছ, তখন এসো অনাথবন্ধু ! ছেলের মত এই দীন দরিদ্র পিতার কোলে এস—[নারায়ণকে ক্রোড়ে লইলেন ।]

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

যবনিকা



সমাপ্ত